অমর মানুষ

(উপন্যাস)

রচনা ঃ

ভ্যাসিলি গ্রস্‌মান

অনুবাদ : বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা : গোপাল হালদার

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব ঃ কলেজ স্কোয়ার।

মূল বইয়ের নাম :	নারব্ বিয়েস্‌মিয়েরতিয়ে
ইংরেজী অনুবাদের নাম :	দি পিপ্‌ল ইম্‌মরটাল
অনুবাদ করেছেন :	এলিজাবেথ ডনেলি
হিন্দী অনুবাদের নাম :	জনতা জাগত হ্যায়
অনুবাদ করেছেন :	প্রকাশ গুপ্ত
বাংলা অনুবাদের নাম :	অমর মানুষ
অনুবাদ করেছেন :	বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

প্রথম বাংলা সংস্করণ

— আড়াই টাকা —

প্রকাশক : বিমল মিত্র ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ; মুদ্রাপক : শ্রীফণিভূষণ
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফ্‌টোন লিঃ, ৫২।৩, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

এ উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৪১এর আগষ্ট। উপন্যাসখানা লেখাও হয় প্রায় তখনি—নাৎসি আক্রমণে সোভিয়েট ভূমির শহর গ্রাম তখন বিধ্বস্ত হচ্ছে। সোভিয়েট জনসাধারণ ও লেখকদের প্রাণে সেই সময়ে যে প্রেরণা আগুনের মত জ্বলছিল—এ কাহিনীর পাতায় পাতায় তা দেখা যায়।

আমরা রুশ ভাষা জানি না। ইংরেজির মারফৎ এই কাহিনী পড়েও আমরা চমকিত হই। বুঝতে পারি—সোভিয়েট নরনারীর বুকে কি প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা জ্বলে উঠেছে। বাঙালী পাঠকদের বাঙলা ভাষার সাহায্যে সোভিয়েটের সেই দৃঢ় সঙ্কল্প নরনারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হচ্ছে অনুবাদকের লক্ষ্য। এ কাহিনী পড়ে, তারা অন্তত বুঝতে পারবেন—সোভিয়েট নর-নারী কি চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন।

কাহিনী বীরত্বের কাহিনী; অসম সাহসের, স্থির সঙ্কল্পের, আর অপূর্ব ত্যাগের কাহিনী। তাই এর সাধারণ নর-নারীদের আমাদের চোখে অসাধারণ ঠেকে। সত্য বটে, লেখকেরও উদ্দেশ্য ছিল তাই—সোভিয়েট বীরদের শৌর্য-বীর্য বর্ণনা, সোভিয়েট নরনারীদের নব-নব বীর প্রয়াসে উদ্বোধন। তাই সাধারণ জীবনযাত্রা তিনি বর্ণনা করবার সময় পান নি; শুধু মাঝে মাঝে এক-একবার বর্ণনা করেছেন কবিত্বময় রুশ গ্রাম, জনপদ ও বনানীর দৃশ্য; কিংবা সৈনিকের স্মৃতি-ফলকে আঁকা তার রমণীয় অতীত জীবন। মনে রাখতে হবে—ইতিহাসের তখন একটি অ-সাধারণ মুহূর্ত। অ-সাধারণ সেই পরিবেশ, যাতে সাধারণও হয়ে ওঠে এমন অসাধারণ। কথাটা আসলে এই, অসাধারণ মানুষও

যেমন মূলত সাধারণই, তেমনি সাধারণ মানুষও সময় বিশেষে হতে পারে অসাধারণ।

এ কাহিনী প্রধানত যুদ্ধের কাহিনী, সৈনিকের কথা, লাল ফৌজের একটি যুদ্ধাধ্যায়। এর মধ্য দিয়ে লাল ফৌজের শৌর্যবীর্য কথাই শুধু আমরা জানি না, জানি আরও একটি বড় সত্য: কি কারণে লাল ফৌজ অপরাজেয়, কি কারণে সে জার্মান সমরশক্তিকে ভল্‌গা থেকে ওডার পর্যন্ত যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাস্ত করতে পেরেছে, কি কারণেই বা নাৎসি ও জার্মান ফৌজী অহঙ্কার এমন করে চূর্ণ হয়ে গেল। তখনো ১৯৪১এর আগষ্ট। এই উপন্যাসের ব্যাটালিয়ন কমিসার বোগারেভ্‌ জার্মান সৈন্যদের পরীক্ষা করে ভাব্‌ছে: "তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে ওদের গণনা হবে যত নিখুঁত, ওদের গতিবিধি হয়ে উঠ্‌বে যত বেশি অঙ্কের সূত্রের মত ধরা-বাঁধা, ততই ওরা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝ্‌বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেল্‌বে, ওদের অনিবার্য ধ্বংস আস্‌বে ততই ব্যাপক হ'য়ে। তুচ্ছ খুঁটিনাটি পর্যন্ত ওরা পরিকল্পনায় স্থির করে রাখে। কিন্তু ওদের চিন্তা যান্ত্রিক, ব্যাপক নয়। এরা ধরা-বাঁধা নিয়মে কাজ করবার কারিগর মাত্র। যে যুদ্ধ তারা আরম্ভ করেছে তার ঐতিহাসিক গতি তারা দেখ্‌তে পায় না।"

ইতিহাসের এই গতিই দেখতে পায় লাল ফৌজের সৈনিকেরা, সোভিয়েট শ্রমিকেরা, সে ভূমির নেতা আর তার জনতা। হিট্‌লার ও জার্মান সমরনায়কেরা মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করেছিল। এ যুগের যুদ্ধ যন্ত্রের যুদ্ধ; তারা তাই ভাবে, যান্ত্রিক সংগঠনেই তারা পৃথিবী জয় করবে। কিন্তু সোভিয়েট নেতারা জানে,—এ যুগ যন্ত্রের যুগ। কিন্তু মানুষই সেই যন্ত্রের রাজা। তাই তারা ভাবে, মানবীয় সংগঠনেই হবে মানুষের জয়। ইতিহাসে এ কয় বৎসর পরীক্ষা হল যন্ত্র-চালক মানুষের বিরুদ্ধে যন্ত্র-চালিত মানুষের; লাল ফৌজের ও সোভিয়েটতন্ত্রের

বিরুদ্ধে ভেরমাষ্ট ও নাৎসিতন্ত্রের। মানুষ জয়ী হল—মানুষ অমর। অনেক ভুল করেন সোভিয়েট নায়কেরা খুঁটিনাটিতে, কিন্তু তাঁরা জানেন ইতিহাসের গতিপথ, জানেন সোভিয়েট রাষ্ট্র জনগণের রাষ্ট্র, সোভিয়েট দেশ জনগণের স্বদেশ; তাই, সোভিয়েট ভূমিকেও রক্ষা করবে তার জনগণ—সেই জনতা অমর।

সেই ঐতিহাসিক সত্যের এক জ্বলন্ত স্বাক্ষরও এই ক্ষুদ্র কাহিনী—জনতা অমর।

গোপাল হালদার

সোভিয়েট লেখকদের মত

সোভিয়েট্ সাহিত্যের মানবিকতাবোধ অতি বিশিষ্ট ধরণের।... প্রাচীন সাহিত্যে আছে মানুষের প্রতি অনুকম্পা, তার জন্য ব্যথা, মানুষের সুখ-দুঃখের দরদী অনুভূতি; সোভিয়েট্ সাহিত্যে আছে মানুষের সুখী-জীবনের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করবার জন্য প্রকৃত বাস্তব সংগ্রামের ধারা। প্রাচীন সাহিত্যের মানবিকতাবোধ চিন্তাগত, মনস্তাত্ত্বিক; সোভিয়েট্ সাহিত্যের মানবিকতা বোধের প্রকৃতি ঐতিহাসিক,—জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা, আদর্শ প্রচেষ্টার মর্ম্ম অবলম্বনেই তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন সাহিত্যে মানুষ মনস্তাত্ত্বিক বিচার-ব্যবচ্ছেদের বস্তু মাত্র; সোভিয়েট্ সাহিত্যে মানুষ—ঐতিহাসিক মানুষ।...

আমাদের আজকের দিনের সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণেরই সাহিত্য; সমগ্র জনসাধারণেরই প্রয়োজনানুরূপ এ-সাহিত্য অতি উচ্চাঙ্গের মানবধর্ম্মী আর্ট; সোজা উর্দ্ধে এর গতি। সিমনভ্, আইসাকোভ্স্কী, সেল্ভিন্স্কী, সুরকভ্,—এঁদের কবিতা, আনা আখ্মাতোভা'র কবিতাগুচ্ছ, মারশাকের ব্যঙ্গ-চিত্র, নিকোলাই টিখনভ্-এর লেনিন্‌গ্রাদ-কাহিনী, এরেন্‌বুর্গ্ ও কর্ণাইচুক্-এর রচনা, সবলেভ্ ও পাউস্তভ্স্কী'র গল্প, বোরিস্ গোর্বাটভ্-এর রেখা-চিত্র, ভ্যাসিলি গ্রস্‌মান্ ও মৃত পলিয়াকভ্-এর কাহিনী ও রেখা-চিত্র, ভান্দা ভাসিয়েলোয়াস্কা'র 'রাডুগা' (রামধনু)—এ সবই এই উর্দ্ধগতির নিদর্শন।[১]

১. আলেক্সাই টলষ্টয়, 'সোভিয়েট লেখক' সম্বন্ধে প্রবন্ধ, 'নিউমাসেস্' পত্রিকা, আগষ্ট ১০, ১৯৪৩।

সমগ্র পৃথিবীর লোক সোভিয়েটের জনসাধারণের বিজয়ে মুগ্ধ। তারা জানতে চায়ঃ একি যাদু! কি করে এ সম্ভব হ'ল? আমাদের সোভিয়েট লেখকদের তারা বলেঃ "সোভিয়েট্-জনসাধারণকে দেখাও। তাদের এই কৃতকার্যতার গোপন তথ্য আমাদের জানাও। সোভিয়েটের জনসাধারণের অন্তর মন প্রাণের খবর আমাদের দাও।"...

নিছক কাহিনীর গণ্ডী ছাড়িয়ে প্রসারিত আমাদের যুদ্ধকালীন সাহিত্যের ক্ষেত্র। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধের গতি অতি তীব্র—তারই মাঝে সময়ের গতিকে রুখে পূর্ণ-দৈর্ঘ্য কোন ছবি আঁকা খুবই শক্ত। নোট্‌বুকে রেখা-চিত্র টুকে নেওয়া যায়; কিন্তু সময়ের গতির চৌমহনাতে নিমেষের স্থিতির ভিত্তিতে বড় রকমের কোন ছবি আঁকা অনেক শক্ত। তবুও, ভ্যাসিলি গ্রস্‌মানের নভেল 'পিপ্‌ল্ ইম্‌মরটাল্' ('অমর মানুষ') সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কমিসার বোগারেভ্ আর লাল সৈনিক ইগ্‌নাতিয়েভ্-এর মত চমৎকার চরিত্র সৃষ্টিতেই তাঁর কৃতকার্যতা সীমাবদ্ধ নয়। গ্রস্‌মানের কৃতিত্ব অন্যত্র—চরিত্র সৃষ্টি থেকেও বৃহত্তর তার বিষয়বস্তু; গ্রস্‌মানের সে বিষয়বস্তু সাহিত্যে এই প্রথম।..

আমাদের জনসাধারণের সমগ্র জীবন, জীবনের যা কিছু প্রিয়—সব কিছুরই উপর যুদ্ধের তীব্র প্রভাব পড়েছে। যুদ্ধের এই সর্ব্বগ্রাসী রূপ গ্রস্‌মানই প্রথম এঁকে ধরেছেন—শত্রুর আক্রমণে সমগ্র সহর গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবার নিদারুণ বাস্তব চিত্র এই প্রথম। ভাববিলাসী, অতি উৎসাহী বাড়াবাড়ির কোন স্থান নেই তাঁর বর্ণনায়।...লেখক তাঁর প্রধান চেষ্টায় কৃতকার্য্য হয়েছেন।[১]

১ নিকোলাই টিখনভ্, সোভিয়েট ইউনিয়নের লেখক সমিতির সভাপতি এবং বিখ্যাত কবি। আইভর মণ্টেগু ও হার্বাট মারশাল সম্পাদিত 'সোভিয়েট ছোট গল্প, ১৯৪৪'-এ টিখনভের প্রবন্ধ 'সোভিয়েট লেখক' হইতে।

১৯৪২ সালের সোভিয়েট্ সাহিত্যে ভ্যাসিলি গ্রস্‌মানের 'পিপ্‌ল্ ইম্‌মরটাল্' ('অমর মানুষ') উপন্যাস এক স্মরণীয় ঘটনা। জার্মাণ দস্যুর বিরুদ্ধে সোভিয়েটের জনসাধারণের যুদ্ধের প্রথম বছরের ঘটনা-অবলম্বনে এই উপন্যাস—লাল ফৌজের পশ্চাদপসরণের অতি কঠিন সময়ের কথা। কিন্তু ছত্রে ছত্রে আশার সুর। শত্রুর আঘাত ফিরিয়ে দিতে দাঁড়াচ্ছে সোভিয়েটের জনসাধারণের শক্তি, ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ;—এ তারই চিত্র। জনসাধারণের অমরতাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই উপন্যাসে।[১]

সোভিয়েটের যুদ্ধকালীন আর্ট, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান সবদেশে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। বিজয়ী জনতার সত্যিকারের জীবন, এবং লড়াই ফুটে উঠেছে এর মধ্য দিয়ে। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে··· ভ্যাসিলি গ্রসমানের 'অমর মানুষ'···।

দু' তিন বছরের মধ্যেই গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা, সুইডেনে··· গ্রসমানের 'অমর মানুষ', এরেণবর্গের 'প্যারীর পতন' প্রকাশিত হয়েছে··· এবং সব কাগজে ও পত্রিকায় এইসব সোভিয়েট বই প্রচুর সমালোচনা এবং বিশেষ সমাদর পেয়েছে।···[২]

১. পি. বুদনিট্‌স্কায়া, 'সোভিয়েট রাইটার্স ইন্ দি ব্যাটল্ অব ফ্রিডম'।

২. এ. কারাগানভ্, 'ওয়ার এণ্ড দি ওয়ারকিং ক্লাস' পত্রিকা, নং ৩, ১৯৪৫

অমর মানুষ

১০৬ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে 'প্রকৃতির' কথাটি থাকবে না, আর 'করিতে'-র জায়গায় হবে 'ক'রতে'

১৯৪১ সালের গরমকালে একদিন গোমেলের রাস্তায় দেখা গেল ভারী কামানের সারি। কামানগুলি এত বড় যে সেখানে দেখার মত সব কিছুই যাদের দেখা হয়ে গেছে সেই বার্ত্তাবহরাও বার বার আগ্রহের সঙ্গে ইস্পাতের প্রকাণ্ড চুঙ্গির দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সূর্য্য তখনও অস্ত যায়নি। বিকেলের হাওয়া ধুলো জড়িয়ে ভারী। সৈনিকদের মুখ ও পোষাক ধূসর; চোখ লাল। গোলন্দাজদের কয়েকজন মাত্র মার্চ্চ করে চলেছিল। প্রায় সবাই কামানের উপরে ব'সে। একজন ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ থেকে জল খাচ্ছে—চিবুক দিয়ে জল গড়াচ্ছে, ভেজা দাঁত চক চক করছে—তামাসা করছে যেন। কিন্তু না—ক্লান্ত মুখে তার গভীর চিন্তার স্পষ্ট প্রকাশ।

এ-রো-প্লেন্! আগে যারা মার্চ্চ করে চলেছে তাদের ভিতর থেকে লেফটনাণ্ট্ চিৎকার করে বললেন, "এ-রো-প্লেন্!"

ওক্‌গাছের ঝোপের উপর দিয়ে দু'খানি বিমান রাস্তার দিকে আসছিল। অনিশ্চয় অনুমানের দৃষ্টিতে সবাই বিমানের গতি অনুসরণ করছিল, আর তর্কও উঠল:

—আমাদের!

—না, জার্ম্মাণ।

তারপরেই এল যুদ্ধক্ষেত্রের সাধারণ হাল্কা কথা:

—যাই হোক, ও আমাদের। আমার শিরস্ত্রাণ!—বিমান দুটো রাস্তা পার হয়ে আসছিল। তার মানে, আমাদেরই। জার্ম্মাণ

বিমান সাধারণতঃ কোন সৈন্য-শ্রেণী লক্ষ্য করেই ঘুরে রাস্তার সমান্তরাল রেখা ধ'রে ফিরে যায়।

ভারী ভারী ট্রাক্টর কামানগুলিকে গ্রামের রাস্তা দিয়ে টেনে নিচ্ছে। গ্রামের শান্তিপূর্ণ গোধূলিতে সুন্দর সাদা বাড়ীগুলির সামনের ছোট ছোট বাগানে আগুনে গোলাপ আর সোনালী ফুলগুলির উপর অস্তগামী সূর্য্যের আভা, বাড়ীর সামনে মেয়েরা আর সাদা দাড়ী বুড়োরা, চারিদিকে গরু আর কুকুরের ডাক, এসবের ভিতর এই ভারী কামানগুলি যেন খাপছাড়া, অদ্ভুত, ভুতুড়ে।

একটী ছোট সাঁকো পার হ'য়ে চলল কামানের সারি। এই ভয়ানক অনভ্যস্ত বোঝায় সাঁকোটী আর্ত্তনাদ করতে লাগল। কামানের সারি শেষ হবার অপেক্ষায় সাঁকোর কাছে দাঁড়িয়ে একখানি মটর গাড়ী। গাড়ীর চালক এরকমের অবস্থায় অভ্যস্ত। সে সৈনিকটীর শিরস্ত্রাণ থেকে জল পান করা দেখে হাসছিল। ব্যাটালিয়ন্ কমিসার চালকের পাশ থেকে ক্রমাগত ঘাড় লম্বা করে দেখছিল, কামানের সারির শেষ আর কতদূরে।

চালক বলল: কমরেড বোগারেভ, আজ রাত্তিরটা বোধ হয় এখানেই থাকা ভাল। অন্ধকার হ'তে আর দেরী নেই। তার উচ্চারণে ইউক্রাইনের ঝোঁক অতি স্পষ্ট।

ব্যাটালিয়ন কমিসার মাথা নাড়লেন:

—বড় জরুরী। হেড্ কোয়ার্টারএ পৌছুতেই হবে।

—অন্ধকারে এ রাস্তায় চলা যাবে না। শেষ পর্য্যন্ত জঙ্গলেই রাত্তির কাটাতে হবে।

ব্যাটালিয়ন্ কমিসার হো-হো ক'রে হেসে বললেন:

—ব্যাপারটা কি? তোমার হঠাৎ একটু দুধ খাবার ইচ্ছা হ'য়েছে নাকি?

তা একটু দুধ আর কিছু আলু-ভাজা নেহাৎ মন্দ হ'ত না

আর একটা হাঁস হ'লে আর কথা নেই,—ব'লে ব্যাটালিয়ন্ কমিসার যেন চালকের অসম্পূর্ণ কথা যুগিয়ে দিলেন।

—হ্যাঁ, তা ত বটেই।—বেশ উৎসাহের সঙ্গেই চালক বলল। সে দমে যাবার পাত্র নয়।

—তিন ঘণ্টার ভিতর হেড্ কোয়ার্টারএ পৌছুতে হবে—রাস্তার অবস্থা যা'ই হোক, আর অন্ধকার যতই হোক না ঘন।

একটু পরেই গাড়ী সাঁকোর উপর দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। চুল উড়িয়ে ছোট ছেলেরা গাড়ীর পিছনে ছুটল।

—হেই, শসাগুলো নিয়ে যাও, টোমাটোগুলো নিয়ে যাও, এই ফলগুলো নিয়ে যাও!—চিৎকার ক'রতে ক'রতে ছুটে এসে ছেলেরা গাড়ীর অর্দ্ধেক নামানো জানালা দিয়ে ফলগুলো ছুড়ে দিল।

বোগারেভ ছেলেদের দিকে বিদায়ীভাবে হাত নাড়ল। অন্তরটা আবেগে টন-টন করে ওঠে। পশ্চাদপসরণের সময় লালফৌজকে ছোট ছেলেদের এই বিদায়ের দৃশ্য যেমন মধুর, তেমনি বেদনাদায়ক।

যুদ্ধের আগে সার্‌জি আলেক্‌জান্দ্রোভিচ বোগারেভ ছিলেন একজন অধ্যাপক—একটা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের শিক্ষক। গবেষণার কাজে তার উৎসাহের সীমা ছিল না। বক্তৃতায় যথাসম্ভব কম সময় দেবার চেষ্টা ক'রে গবেষণার জন্য সময় বাঁচাতে হত। প্রায় দু'বছর আগে আরম্ভ করা বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেই ছিল তার প্রধান আগ্রহ। খাবার টেবিলেও কোন একটা টিকা-টিপ্পনীর খসড়া-কাগজ তার চোখের সামনে থাকত। তার স্ত্রী হয়ত খাবারের গুনাগুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করত, কিম্বা ওম্‌লেটে নুন পরিমিত হয়েছে কিনা জানতে চাইত, আর তার অন্যমনস্ক জবাব হ'ত প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কহীন। স্ত্রী একই সঙ্গে রেগে হেসে উঠত, আর তখন বোগারেভ্ বলত: জান

লিসা, আজ কি হয়েছে? লাফার্গের কাছে লেখা মার্কস্‌এর কয়েকখানা চিঠি আজ পড়লাম। একটী পুরাতন সংগ্রহের ভিতর থেকে চিঠিগুলি সম্প্রতি আবিষ্কার করা হয়েছে।—স্ত্রীর রাগ পড়ে যেত। স্বামীর অতি প্রকট আনন্দ ও উৎসাহে লিসা নিজেকে হারিয়ে ফেলত। লিসা তাকে ভালবাসে, তার জন্য গর্ব্ব অনুভব করে। লিসা জানে কম্‌রেডরা তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে, তার বুদ্ধিবৃত্তি ও চরিত্র-মাধুর্য্য সম্বন্ধে কি উচ্ছসিত প্রশংসাই করে।

আর এখন সার্‌জি আলেকজান্দ্রোভিচ বোগারেভ একটী যুদ্ধক্ষেত্রের রাজনৈতিক বিভাগের সহকারী প্রধান। প্রায়ই তার মনে পড়ে সেই ঠাণ্ডা ঘরে বদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ করা সব ঐতিহাসিক হস্তলিপি-নানা রকম কাগজ-ছড়ানো তার টেবিল, ঢাক্‌না দেওয়া আলো, সেল্‌ফ থেকে সেল্‌ফে নিয়ে যাবার সময় প্রধান লাইব্রেরিয়ান্‌এর সিঁড়ির চাকার কিচ্‌ কিচ্‌ আওয়াজ। কখনও বা তার অসম্পূর্ণ বইএর কোন কথা মনে পড়ে যায়। তখন তার মন গভীর চিন্তায় ডুবে যায় সেই অতি প্রিয় সব নানা প্রশ্নের মাঝে।

গাড়ী ছুটে চলল।···কালো ধুলো, ইটের ধুলো, হলদেটে রংএর ধুলো, সূক্ষ্ম ধূসর ধুলো—লোকের মুখে মড়ার মুখের রং লেপে দেয়—যুদ্ধক্ষেত্রে এইসব রাস্তায় ধুলোর মেঘ ঝুলে থাকে। শত সহস্র লাল সৈনিকের বুট, গাড়ীর চাকা, ট্যাঙ্ক, ট্রাক্‌টর, কামান, ভেড়ার পাল, শূকরের পাল, কালেক্‌টিভ ফার্ম্মের* ঘোড়া আর বড় বড় গরুর পাল, কালেক্‌টিভ ফার্ম্মের ট্রাক্‌টর আর যারা গ্রাম ছেড়ে চলেছে তাদের ঠেলা গাড়ী, কালেক্‌টিভ ফার্ম্মের ফোরম্যান্‌দের স্যাণ্ডাল আর মেয়েদের সুন্দর জুতো থেকে আকাশে উঠেছে এই ধুলোর মেঘ, এদের খোব্‌ রুইস্‌ক্‌, মোঝির, যুবলোবিন্‌, সেপেটভ্‌কা, বার্দিচেভ্‌ ছেড়ে যাবার পথে।

* রুশদেশে কৃষকদের সমবায় কৃষিপ্রতিষ্ঠান।

ইউক্রাইন্, বিয়েলোরাশিয়ার উপর ধুলোর জাল; সোভিয়েটের মাটির উপর আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধুলো। রাত্রে বিষণ্ণ আগষ্ট-আকাশ লাল হ'য়ে ওঠে জ্বলন্ত গ্রামের নিষ্ঠুর আগুনে। অন্ধকার ওক্ আর পাইন বনের ভিতর দিয়ে, স্পন্দিত আস্পেন্ কুঞ্জের ভিতর দিয়ে ছুটে যায় আকাশ থেকে ফেলা বোমার বজ্র-নির্ঘোষ; আকাশের ভারী মখমলে ফোঁড় কেটে ছুটে যায় লাল-নীল সন্ধানী বুলেট; বিমানধ্বংসী কামানের গোলা ফাটে যেন সাদা তারার মতন; নিদারুণ বিষাদে মগ্ন আকাশেতে ক্রমাগত শব্দ ক'রে ওড়ে বিস্ফোরক বোমায় ভারী "হাইন্‌কেল" বিমান। আর বুড়ো-বুড়ীরা গ্রাম থেকে লাল ফৌজকে বিদায় দেবার সময় বলে: "একটু দুধ খাও আমার যাদু··· পনিরটা খেয়ে নাও বাছা···ফলগুলি নিয়ে যাও···এই শসা রাস্তায় খেয়ো।" বুড়ো-বুড়ীর চোখে অবিরাম জল ঝরে, সর্ব্বক্ষণ খুঁজে ফেরে সেই সহস্র ধুলি-মলিন, শ্রান্ত সৈনিকদের মাঝে নিজের ছেলের মুখখানি। বুড়ীরা এটা ওটার ছোট পুঁটলী বাড়িয়ে বলে: "নিয়ে যারে যাদুরা আমার, সোনারা আমার, তোরা যে আমার নিজের সন্তানেরই মত প্রিয়।"

জার্ম্মাণ দস্যু আসছে পশ্চিম দিক থেকে। জার্ম্মাণদের ট্যাঙ্ক-এ আঁকা মড়ার খুলি আর ক্রসের আকারে জোড়া হাড়, লাল নীল পাখা দেওয়া সাপ, নেকড়ের পাকস্থলী আর বাঘের লেজ, শিং-দেওয়া বল্‌গা হরিণের মাথা। প্রত্যেক জার্ম্মাণ সৈনিকের কাছে বিজিত প্যারি, উচ্ছন্ন ওয়ারস, অপদস্থ ভার্দুন, প্রজ্জ্বলিত বেলগ্রেদ্, ব্রুসেলস্ ও আমষ্টারডাম, অস্‌লো ও নার্ভিক, এ্যাথেন্‌স্ ও জুডিনিয়ার ছবি। প্রত্যেক জার্ম্মাণের পকেটে কোঁকড়া চুলে বিশেষ গলাবন্ধ আর ডোরা-কাটা পায়জামা প্যাণ্ট পরা মেয়েদের ছবি। প্রত্যেক জার্ম্মাণ অফিসারের পোষাকে সোণালী চিহ্ন আর প্রবালের ফিতা। প্রত্যেক

জার্মান অফিসারের পকেটে রুশো-জার্মান সামরিকক থাবার্তা... বই : "হাত উঁচু কর", "থাম, এগিও না", "বন্দুক কোথায় ?" "আত্মসমর্পণ কর"। প্রত্যেক জার্মাণ সৈনিক কতকগুলি রুশীয় কথা শিখেছে: "দুধ", "রুটী", "ডিম" আর "দিয়ে দাও, দিয়ে দাও !"

পশ্চিম দিক থেকে তারা এগিয়ে আসছে। আর তাদের বাঁধা দেবার জন্য দাঁড়িয়েছে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ—উজ্জ্বল ওকা নদী আর প্রশস্ত ভল্গা থেকে, ভল্গার ঘোলা জল আর বিক্ষুব্ধ ইরতিশ থেকে, কাজাকস্তানের বিস্তীর্ণ প্রান্তর থেকে, ডনবাস আর কার্চ্চ থেকে, আস্ত্রাখান আর ভরোনেজ থেকে। সোভিয়েট ভূমির লক্ষ লক্ষ বিশ্বস্ত শ্রমিকের হাত তৈরী করল ট্যাঙ্ক-রোধী খাদ, পরিখা, গর্ত্ত ; মর্ম্মরিত স্তব্ধ ও বনভূমি নীরবে তার সহস্র সহস্র গাছের গুঁড়ি বড় বড় রাস্তা আর শান্ত গ্রাম্য পথের পারাপারি বসিয়ে দিল, কারখানা-প্রাঙ্গন ঘিরে জড়াল কাঁটাতারের বেড়া, আমাদের মনোরম সবুজ সহরগুলির বাগানে, পথে-পথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল ট্যাঙ্ক-বিরোধী লোহার বাধা।

বোগারেভ এক এক সময় ভেবে আশ্চর্য্য হয় যে কত সহজে, অতি অভাবনীয় ভাবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভিতরই সে তার পুরাতন জীবন-যাত্রা ফেলে চলে আসতে পেরেছে। কঠিন পরিস্থিতিতে ধীর বিচারের ক্ষমতা, স্থির সংকল্প নিয়ে দ্রুত কাজের ভিতর পা বাড়াবার ক্ষমতা তার পূর্ণ মাত্রায় বজায় আছে ; নূতন জীবনে সে-ক্ষমতা তাকে ছেড়ে যায়নি। তার সব চেয়ে আনন্দের বস্তু যে এখানেও, এই যুদ্ধের ভিতরও তার সেই সত্বা, সেই অন্তরের সুন্দর শান্তি ঠিক তেমনই রয়েছে ; এখানেও লোকে তাকে তেমনি বিশ্বাস করে, তেমনি শ্রদ্ধা করে, তার অন্তর্নিহিত শক্তির অস্তিত্ব বুঝতে পারে। নিজের অবিচলিত বিশ্বাসে আমোদিত হয়ে বোগারেভ ভাবে : "না, মার্কস্‌বাদী পড়াশুনা, গবেষণা আমার অনর্থক নয়। ইউরোপের অতি প্রাচীন সব সংস্কৃতি ভেঙে পড়েছে এই যুদ্ধে।

এ যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য বিপ্লবী 'ডায়েলেক্‌টিক্‌স্‌'এ আমি উপযুক্ত শিক্ষাই পেয়েছি।" কিন্তু তবুও নিজের কাজে সে সন্তুষ্ট নয়। তার মনে হয় লালফৌজের যথেষ্ট সান্নিধ্য সে পাচ্ছে না, যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সে বড় দূরে। তাই তার রাজনৈতিক বিভাগ ছেড়ে প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার বড় ইচ্ছা।

তাকে অনেকবার জার্ম্মাণ যুদ্ধ-বন্দীদের জেরা করতে হয়েছে। বন্দীরা বেশীর ভাগই কর্পোরাল আর সার্জেণ্ট। সে লক্ষ্য করেছে ফাশিস্‌মএর প্রতি তার জলন্ত ঘৃণা এই জেরা করবার সময় অবজ্ঞা ও বিরক্তিতে পরিণত হয়। বেশীর ভাগ বন্দীই বেশ তাড়াতাড়ি এবং আগ্রহের সঙ্গেই ইউনিটের সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের সংবাদ বলে ফেলে, নিজেদের শ্রমিক ব'লে পরিচয় দেয় এবং একবাক্যে বলে: "হিট্‌লার খতম, খতম"—যদিও স্পষ্টই বোঝা যায় যে তারা নিজেরাই সে সব কথায় বিশ্বাস করে না। তাদের লেখা চিঠি, আর দেশ থেকে তাদের কাছে যে চিঠি আসে, তার তুচ্ছতা দেখে বোগারেভ আশ্চর্য্য হয়। তাদের চিঠিতে সাধারণতঃ থাকত মুরগী আর শূকরের রান্নার খুঁটিনাটি, দই আর মধু খাওয়ার পরিমাণ, আর নানা জায়গার দৃশ্যের ভাবালু বর্ণনা। দেশের চিঠিতে নেহাৎ সব কাজের কথা, বড় দোকানের মালের তালিকার মত: "সিল্ক, অডিকোলোন ও মেয়েদের অন্তর্বাসের বাণ্ডিল পেয়েছি। ধন্যবাদ! আগামী কোন বাণ্ডিলে ঠাকুরদাদার জন্য একটা গরম সোয়েটার, কয়েক ফেটী পশম ও ছেলেদের জুতো পাঠিও," ইত্যাদি ইত্যাদি।

হিটলারের প্রতি আনুগত্য ও পৃথিবীর সমস্ত জনসাধারণের প্রভু বলে জার্ম্মাণ জাতির প্রাধান্যে বিশ্বাস জাহির করে, এমন ফাশিষ্ট্‌ বন্দী অত্যন্ত বিরল। বোগারেভ্‌ তাদের অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে: তারা কিছুই পড়েনি; কেবল গেটে, বিটোফেনের নয়, বিসমার্কের মত

জার্ম্মাণ রাষ্ট্র-নায়ক এবং মল্‌টনি ও স্লাইয়েফেন্ এর মত বিখ্যাত জার্ম্মাণ সমরনীতিবিদদের নামও তারা জানে না। তারা কেবল নিজের জেলার জাতীয় সোস্যালিষ্ট্ পার্টির শাখার সম্পাদকের নাম জানে।

বোগারেভ জার্ম্মাণ কম্যাণ্ডের বিভিন্ন আদেশ-নির্দ্দেশ খুব ভালো ভাবে বিচার ক'রে জার্ম্মাণদের অসাধারণ সংগঠন-প্রবৃত্তি লক্ষ্য করল।—জার্ম্মাণরা লুঠ করে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, বোমা ফেলে ধ্বংস-লীলা চালায় সংগঠিত ভাবে; আক্রমণের অপেক্ষায় খোলা মাঠে রাত্রি যাপনের ভিতরও খালি টিন সংগ্রহ ক'রবার ব্যবস্থা তারা রাখে, অসংখ্য খুঁটিনাটির দিকে নজর রেখে একটি বিরাট সৈন্য-শ্রেণীর অতি জটিল গতিবিধির পরিকল্পনা ক'রে তারা ঠিক ঠিক সময়ে অতি নিখুঁত ভাবে গণিতের অঙ্কের মত কার্য্যে পরিণত ক'রতে পারে। তাদের এই যান্ত্রিক শৃঙ্খলার ক্ষমতা, তাদের অন্ধ আনুগত্য, চিন্তাবর্জ্জিত যান্ত্রিক শৃঙ্খলায় বাঁধা লক্ষ লক্ষ সৈনিকের অতি জটিল ও বিরাট গতিবিধি—এসবের মাঝে অতি হীন কিছু আছে; মানুষের মনের স্বাধীন সুস্থ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। যুক্তিসঙ্গত কোন সংস্কৃতি এ নয়; এ এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবৃত্তির দাসত্ব; অনেকটা পিঁপড়ে ও পশুর দলের সংগঠনের মত এর প্রকৃতি।

বোগারেভ্ জার্ম্মাণদের যতগুলি চিঠি পড়েছে তার ভিতর মাত্র দু'খানি চিঠিতে কিছু চিন্তার আভাষ দেখতে পেয়েছে। একখানি কোন যুবতী লিখেছে একজন সাধারণ সৈনিককে, আর একখানি একজন সাধারণ সৈনিক দেশে পাঠাবার জন্য লিখেছে। মাত্র এই দু'খানি চিঠিতে যান্ত্রিকতার ব্যতিক্রম আছে, সাধারণ মধ্যবিত্ত ইতরামি বর্জ্জিত মনোভাবের প্রকাশ আছে—জার্ম্মাণরা যে বর্ব্বরতা চালাচ্ছে তার জন্য লজ্জা ও দুঃখের প্রকাশ এই চিঠির ছত্রে ছত্রে। একবার একজন বয়স্ক অফিসারকে বোগারেভ্ জেরা করেছিল। সে ছিল একজন

সাহিত্যের শিক্ষক। এই লোকটীও চিন্তা করে এবং মনে প্রাণে হিটলারবাদকে ঘৃণা করে।

সে বোগারেভকে বলে: সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী হিটলার নয়, হিটলার একটা দস্যু। পরিশ্রমী ও উৎসাহী জার্ম্মাণ জাতির শ্রম-শিল্প-সংস্কৃতিকে সে লুঠ করে নিয়েছে—ঠিক যেমন কোন সাধারণ চোর একখানি সুন্দর মটর গাড়ী চুরি ক'রে নেয়।—শ্রেষ্ঠ চিন্তার সৃষ্টি সম্পদ লুঠ করেছে ওই দস্যু হিটলার।

বোগারেভ ভাবে: কখনও না। এ দেশ ও কাড়তে পারেনা, কিছুতেই না। তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে ওদের গণনা হবে যত নিখুঁত, ওদের গতি-বিধি হয়ে উঠবে যত বেশী অঙ্কের সূত্রের মত ধরা বাঁধা; ততই ওরা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে, ওদের অনিবার্য্য ধ্বংস আসবে ততই ব্যাপক হ'য়ে। তুচ্ছ খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত ওরা পরিকল্পনায় স্থির করে রাখে। কিন্তু ওদের চিন্তা যান্ত্রিক, ব্যাপক নয়। ওরা বাঁধা-ধরা নিয়মে কাজ করবার কারিগর মাত্র। যে যুদ্ধ তারা আরম্ভ করেছে, তার ঐতিহাসিক গতি ওরা দেখতে পায়না; আর প্রবৃত্তির দাস, সাধারণ প্রয়োজনের অন্ধ অন্বেষী এই জার্ম্মাণদের পক্ষে তা বোঝা সম্ভবও নয়।···

ঠাণ্ডা জমাট অন্ধকার বনের ভিতর দিয়ে গাড়ী ছুটে চলল। আঁকা-বাঁকা ছোট নদীর পুলের উপর দিয়ে, আবছায়া উপত্যকার ভিতর দিয়ে, বিশাল আগষ্ট্-আকাশের তারার শিখা ফলানো কত শান্ত পুকুরের পাশ দিয়ে বোগারেভের গাড়ী ছুটে চলল। চালক মৃদু স্বরে বলে:

—কমরেড্ ব্যাটালিয়ন কমিসার, সেই কামানের উপরে ব'সে হেলমেটে করে জল খাচ্ছিল, সেই সৈনিককে মনে আছে? আমি, আমি ভাবছিলাম—ও আমার ভাই, হ্যাঁ, তাই। এতক্ষণে বুঝেছি, তখন কেন আমি ওকে অত আগ্রহের সঙ্গে দেখছিলাম।

২]

সমর পরিষদের সভার আগে ডিভিসন্-কমিসার চেরেদ্নিচেন্কো পার্কে একটু বেড়াচ্ছিল। ছোট পাইপে তামাক পোরার জন্য মাঝে মাঝে থেমে থেমে সে আস্তে আস্তে পাইচারী করছিল। বন্ধ ঘড়ী লাগানো বিষাদমাখা প্রাসাদের চূড়া ছেড়ে সে পুকুরের ধার অবধি গেল। একটা সবুজ ঘন ঝোপ জলের উপর ঝুলে পড়েছে। সকালের সূর্য্যের আলো পুকুরে হাঁসগুলির গায়ে পড়ে ঝিক্-মিক্ করছে। পুকুরের ঘন সবুজ জল যেন তাদের পক্ষে বড় ভারী, আর বড় বেশী স্ফীত; তাই তারা অমনি শক্ত করে ঘাড় বাঁকিয়ে অত আস্তে আস্তে চলেছে। স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে চিন্তাযুক্তভাবে চেরেদ্নিচেন্কো সাদা পাখীগুলির দিকে তাকিয়ে ছিল। সংকেত-অফিসের দিক থেকে কালো গোফওয়ালা একজন একটু বয়স্ক মেজর পুকুরের দিকে আসছিল। ভেজা বালি তার পায়ের চাপে কিচ্ কিচ্ ক'রে ওঠে।

মেজর এসে বেশ উঁচু গলায় বলল: একটি সরকারী বিষয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি, কমরেড চেরেদ্নিচেন্কো?

চেরেদ্নিচেন্কো তাকে চেনে। সে এসেছে গতিবিধি শাখা থেকে। পরিস্থিতি সম্বন্ধে সে ডিভিসান কমিসারের কাছে বিবরণী পেশ করেছে।

চেরেদ্নিচেন্কো জবাব দেয়: নিশ্চয়ই। কি কথা?—মেজরের জোরে কথায় ভয় পেয়ে হাঁসগুলি পুকুরের অপর পারে পাড়ি দিচ্ছিল। চেরেদ্নিচেন্কোর দৃষ্টি তাদেরই অনুসরণ করে।

—খবর পাওয়া গেছে যে গতকাল রাত্তির ১১টায় শত্রুর বড় বড় ট্যাঙ্ক ও পদাতিক দল চলতে আরম্ভ করেছে। বন্দীরা বলেছে যে

গুদেরিয়ানের ট্যাঙ্ক বাহিনীর তিনটী ডিভিসনের থেকে এই দল তৈরী এবং তারা উনেচা-নোভোগ্রাদ-সেভাঁরস্ক্-এ যাবার নির্দ্দেশ পেয়েছে।

চেরেদ্‌নিচেন্‌কো বলে : এ আমি কাল রাত্তিরেই শুনেছি।

মেজর চেরেদ্‌নিচেন্‌কোর রেখা-বহুল মুখের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়। ১৯১৪ সালের রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের শীতে আর গৃহ যুদ্ধের সময় অনুর্ব্বর সমতল প্রদেশের আবহাওয়ায় জর্জ্জরিত, ক্লিষ্ট তার মুখের ত্বক। তার বড় অথচ সরু চোখের দৃষ্টি কিন্তু মুখের থেকে অনেক তাজা। তার চোখে-মুখে শান্ত ও চিন্তাশীল ভাবের প্রকাশ।

—তা' হ'লে ভোর চারটে অবধি সৈন্য চলাচলের বিবরণী পেশ করতে পারি কি ?···

চেরেদ্‌নিচেন্‌কো বলল : হু, ঠিক চারটে !··· ৩-৫৭ মিনিট নয়, উ ?

মেজর মৃদু হেসে বলল—তা' হ'তে পারে, কমরেড চেরেদ্‌নিচেন্‌কো। যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যান্য অংশে শত্রুর বিশেষ কোন কার্য্যকলাপ দেখা যায়নি। খবর মাত্র এই যে নদীর পশ্চিম পারে শত্রু মারচিখিনা বুদা গ্রামটী অধিকার ক'রেছে। এই যুদ্ধে শত্রুর প্রায় দেড় ব্যাটালিয়ান্ নষ্ট হ'য়েছে।

মেজরের দিকে হঠাৎ ফিরে চেরেদ্‌নিচেন্‌কো জিজ্ঞাসা করল—কি গ্রাম ?

—মারচিখিনা বুদা।

—ঠিক জানেন ?

—কোন সন্দেহ নেই—

মুহূর্ত্তের জন্য চুপ থেকে একটু অপরাধের সুরে মেজর বলল :

সুন্দর হাঁসগুলি, কমরেড ডিভিসান্ কমিসার। কাল বিমান আক্রমণে দুটী মারা গেছে। তাদের বাচ্চা রয়েছে।

বুড়ো মাপ্‌ল্ গাছের তলায় চেরেদনিচেনকোর আর্দ্দালীর পাশ দিয়ে মেজর হেড্ কোয়ার্টারের দিকে চলে গেল। ডিভিসন কমিসার

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হাঁসগুলির দিকে, পুকুরের সবুজ জলে স্পষ্ট আলোর খণ্ডগুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

ধীরে বেরিয়ে এল তার সশব্দ চিন্তার কথা : মাগো, লেনিয়া, আর কি তোমাদের দেখতে পাব ?—তার পর খুক করে একটু কাশি—সৈনিকের শুকনো শক্ত কাশির আওয়াজ।

প্রাসাদে ফিরবার পথে আর্দ্দালী জিজ্ঞাসা করল—কমরেড্ ডিভিসান্ কমিসার, আপনার মা ও ছেলেকে আনতে গাড়ী পাঠাব কি ?

চেরেদ্‌নিচেন্‌কো সংক্ষেপে উত্তর দিলেন : না।—তারপর আর্দ্দালীর বিস্মিত দৃষ্টি দেখে বললেন : জার্ম্মাণরা গত রাত্রে মারচিখিনা বুদা অধিকার করেছে।

একটা উচু গম্বুজওয়ালা বাড়ীতে সমর পরিষদের সভা। সরু লম্বা জানালাগুলি পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। অস্পষ্ট আলোকে সিল্কের থোপ্ না-তোলা টেবিলে পাতা লাল কাপড় কালো দেখায়। সভা আরম্ভ হবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় পনের মিনিট আগে সেক্রেটারী নিঃশব্দে কার্পেটের উপর দিয়ে এসে আর্দ্দালীকে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল :

মুরঝিখিন, সেনাপতির জন্য আপেল এনেছে ?—আর্দ্দালী একটু ব্যস্ত স্বরে বলল : আমি ঠিক ঠিক ব'লে দিয়েছি। 'নারজান জল' আর 'সেভেরনায়া পালমায়রা' সিগারেট এসে গেছে।

কয়েক মিনিট পরে একজন জেনারেল, চিফ্ অব্ ষ্টাফ্, ঘরে ঢুকলেন। তার মুখে ক্লান্তি ও অসুখী ভাবের প্রকাশ। তার পরেই এলেন একজন কর্ণেল, 'গতিবিধি-শাখার' প্রধান। তার হাতে একটা জড়ানো মানচিত্র। কর্ণেল লম্বা, গায়ের রং লালচে। জেনারেল বেশ হৃষ্টপুষ্ট, মুখ ফ্যাকাশে, কিন্তু তবুও কিসে যেন দুইয়ের চেহারায় খুব মিল।

শক্ত হ'য়ে সোজা দাঁড়িয়েছিল আর্দ্দালী। তার দিকে ফিরে জেনারেলটি জানতে চাইলেন :

কমাণ্ডার কোথায় ?

—ফোনে, কম্‌রেড্ মেজর জেনারেল।

—যোগাযোগ ঠিক আছে ?

—কুড়ি মিনিট আগে ঠিক করা হয়েছে।

চিফ্ অব ষ্টাফ বল্‌লেন—তাই দেখ, পিয়টর ইয়েফিমোভিচ্; আর তোমার ষ্টেমেখেল বড় গর্ব্ব ক'রে বলেছিল যে দুপুরের দিকেই সে যোগাযোগ ঠিক ক'রে দেবে।

কর্ণেল বললেন : তা ভালোই হ'ল, ইলিয়া আইভানোভিচ্। তারপর এই রকমের অবস্থায় নিম্নতর অফিসারের পক্ষে শোভন বিনয়ের সুরে তিনি বললেন—কিন্তু আপনি একটু ঘুমুবেন কখন ? তিন রাত্তির ত না ঘুমিয়েই চল্‌ছে।

—তা' যা' অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে কি আর ঘুমুবার কথা ভাবা চলে ? ব'লতে ব'লতে জেনারেল একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা আপেল তুলে নিলেন। বড় টেবিলে মানচিত্রটা মেলে রেখে কর্ণেলও একটা আপেল নিলেন। আর্দ্দালী সোজা দাঁড়িয়েছিল। সে একটু হেসে সেক্রেটারীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ক'রল।

চিফ্ অব ষ্টাফ মানচিত্রের উপর ঝুঁকে আমাদের আত্মরক্ষার লাল বৃত্তার্দ্ধের ভিতর জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কশ্রেণীর গতি দেখানো মোটা পেন্সিলের দাগের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : এই, এখানে।—আপেলে কামড় দিয়ে চিৎকার ক'রে বললেন—উঃ, এ একেবারে টক।

কর্ণেলও আপেলে এক কামড় দিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন : হ্যাঁ, একেবারে টক।

রাগত স্বরে তিনি আর্দ্দালীকে বললেন: সমর পরিষদের জন্য তোমরা ভালো আপেল সংগ্রহ করতে পার না?

চিফ্ অব ষ্টাফ হেসে বললেন: স্বাদ নিয়ে আর তর্ক আরম্ভ কোরো না, পিয়টর ইয়েফিমোভিচ। এ কমাণ্ডারের বিশেষ নির্দ্দেশ। তিনি টক আপেলই পছন্দ করেন।

টেবিলের উপর ঝুঁকে ওরা আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগল। বাইরে যেতে যেতে আর্দ্দালী শুনল কর্ণেল বলছেন:

চলাচলের প্রধান পথ বিপন্ন। শত্রুর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এইখানে দেখুন, বামদিকে ওরা আমাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছে।

জেনারেল বললেন: হুম, পাশ কাটিয়েছে। বলতে হবে, পাশ-কাটান গতির আশঙ্কা।

যুদ্ধক্ষেত্রের প্রধান সেনাপতি ঘরে ঢুকতেই তারা কামড়ানো আপেল টেবিলে রেখে দ্রুত উঠে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন। সেনাপতি ইয়েরেমিন পাতলা, লম্বা। তার সাদা চুল ছোট করে ছাঁটা। বুটে খট্ খট্ ক'রে শব্দ ক'রে তিনি ঢুকলেন; সবার মত কার্পেটের উপর দিয়ে না চলে তিনি এলেন সুন্দর পালিশ মেঝের উপর দিয়ে।

সুপ্রভাত জানিয়ে চিফ অব ষ্টাফের দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাকে এমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন, ইলিয়া আইভানোভিচ্?

চিফ অফ ষ্টাফ সাধারণতঃ সেনাপতিকে নাম ধরে ভিক্টর আন্দ্রেয়েভিচ বলেই ডাকতেন। কিন্তু এখন, এই সমর পরিষদের সভা আরম্ভ হবার ঠিক আগে তিনি সাধারণ নিয়মে বেশ জোর গলায় বললেন:

আমি বেশ ভালোই আছি, কমরেড লেফ্‌টেন্যান্ট-জেনারেল। অবস্থার বিবরণী পেশ করি?

সেনাপতি বললেন: হ্যাঁ, আসুন। এই যে, ডিভিসান-কমিসার আসছেন।

চেরেদ্নিচেন্কো ঘরে ঢুকলেন। চুপচাপ অভিবাদন সূচক মাথা নেড়ে টেবিলের দূর-কোণে গিয়ে তিনি বসলেন।

চিফ অব ষ্টাফের বিবরণীতে দেখা গেল অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। জার্ম্মাণ-ফাশিষ্ট-বাহিনীর আক্রমণের বর্শা ফলক যখন আমাদের দুই পাশ দিয়ে ঢুকে এসেছে, যুদ্ধের এ সেই অবস্থা। আমাদের ঘেরাও হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমাদের ইউনিটগুলি নূতন নূতন জায়গায় হঠে আসছে। প্রত্যেকটী নদীর পারাপারে, প্রতি খণ্ড পাহাড়ী দেশে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তবুও শত্রুর আক্রমণ চলেছে। আমাদের সহর, বিস্তীর্ণ ভূমি শত্রুর কবলে পড়ছে।

চিফ্ অব ষ্টাফ্, তার সহকারী কর্ণেল, সেক্রেটারী, সেনাপতি, ডিভিসন্-কমিসার—সবাই দেখলেন সোভিয়েট ভূমির হৃতপিণ্ডের দিকে লক্ষ্য-করা সেই নীল তীরটী। কর্ণেলের চোখে তিরটী অতি ভয়ানক, দ্রুত—দাগকাটা কাগজের উপর দিয়ে অবিরাম তার গতি। রিজার্ভ ডিভিসন্ ও ব্যাটালিয়ন সম্বন্ধে এবং এখনও বহু পিছনে পূব দিক থেকে পশ্চিমে আসার পথে সৈন্য শ্রেণী সম্বন্ধে অন্যান্যের থেকে কম্যাণ্ডারই বেশী জানেন। যুদ্ধ-ভূমি সম্বন্ধে তার অতি চমৎকার অনুভূতি। তিনি জানতেন, দৈহিক-অনুভূতি দিয়ে বুঝতেন এই অঞ্চলের অসমতা, জার্ম্মাণ পণ্টুন্ সেতুগুলির দুরবস্থা, খরস্রোতা নদীগুলির গভীরতা, জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ দেবার জলাভূমির নরম অবস্থা। তার কাছে যুদ্ধটা মানচিত্রের উপরই ক'রে ফেলার বস্তু নয়। রুশ দেশের মাটিতে তার যুদ্ধ। ঘন জঙ্গল, সকালের কুয়াসা, গোধূলির অনিশ্চিত আবছায়া আলো, ঘন পাট আর দীর্ঘ আন্দোলিত গমের ক্ষেত, ঘাসের স্তূপ আর শস্যের গোলা, নদীর খাড়াই তীরে ছোট ছোট গ্রাম, ঝোপে ঢাকা গভীর জল প্রণালী—এই সব নিয়ে যে বিস্তীর্ণ ভূমি সেখানে তার যুদ্ধ। দেশের অসংখ্য মাইলের পর মাইল গ্রামের রাস্তা আর আঁকা-

বাঁকা পথ, এর ধুলো, বাতাস, বৃষ্টি, উড়িয়ে দেওয়া গ্রাম্য ষ্টেশন, রেলরাস্তার জংসনে তুলে ফেলা রাস্তা—এসব যেন তার অনুভূতিকে স্পর্শ করে। ঐ নীল তীরে তার ভয় নেই। ও তীর তাকে বিচলিত করতে পারে না। তার কেবল একটি জিনিষ চাই—আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। কিন্তু তাকে পিছু হঠতে হ'চ্ছে, আর এইই তার মনোকষ্টের কারণ।

তার চিফ্ অব স্টাফ একজন সামরিক অধ্যাপক। বৈজ্ঞানিকের সমস্ত গুণই তার আছে। সাময়িক সমর কৌশল ও মূল কৌশলের সিদ্ধান্তে তিনি পারদর্শী। সামরিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর। যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন ঘটনা এবং বিংশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন যুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা করা তার এক অতি প্রিয় প্রসঙ্গ। তার চিন্তাশক্তি অতি স্বচ্ছ; অযৌক্তিক, এক-রোখা ভাবের স্থান তার মতামতে নেই। ফাশিষ্ট পদাতিক বাহিনীর নিপুন পরিচালনা ও চলনশীলতা সম্বন্ধে, বিমান ও স্থল বাহিনীর চমৎকার সহযোগ সম্পর্কে তার ধারণা অতি স্পষ্ট ও সংযত। একবার তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে বিখ্যাত গ্যামেলিন্‌কে তার ষ্টাফ্ অফিসে পরীক্ষার জন্য আনা হয়েছে আর চলনশীল যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য না বুঝতে পারায় তিনি দু'পায়ে তার উপর লাফিয়ে পড়েছেন। আমাদের বাহিনীর পশ্চাদপসরণ তাকে অত্যন্ত মর্ম্মাহত করেছে। তার মনে হয় ঐ নীল তীর তারই হৃতপিণ্ডের দিকে এগিয়ে আসছে। তার রুশ-সৈনিক হৃতপিণ্ডেই ঐ তীরের লক্ষ্য।

'গতিবিধি শাখা'র প্রধান একজন কর্ণেল—তার চিন্তার ধারা সামরিক ভূমি বিবরণে সীমাবদ্ধ। মানচিত্রই তার পক্ষে একমাত্র বাস্তব। একের পর এক কত নূতন মানচিত্র তার টেবিলে পুরাতনের স্থান অধিকার করেছে, লাল নীল পেন্সিলে কি কি রেখা টানা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তার স্মৃতিশক্তি অতি প্রখর। তার যুদ্ধ মানচিত্রের উপর—ষ্টাফ্ চালায় সে

যুদ্ধ। জার্ম্মাণ সৈন্যশ্রেণীর অগ্রগতি দেখান নীল তীরগুলি তার দৃষ্টিতে একেবারে গণিতের নিয়মে এগিয়ে চলে। এই সমস্ত গতিবিধিতে জ্যামিতিক নিয়ম ছাড়া অন্য কোন নিয়ম তার চোখে পড়ে না।

স্বল্পভাষী ডিভিসান কমিসার চেরেদ্‌নিচেন্‌কো সবার থেকে ধীর। তাঁকে সবাই নাম দিয়েছে 'সৈনিকের কুটুম্ব'। যুদ্ধের চরম অবস্থাতেও এই চিন্তাশীল, একটু বিষন্ন ভাবের ধীরগামী অচঞ্চল লোকটিকে কোন উত্তেজনাই স্পর্শ করতে পারে না, তার অসাধারণ শান্তভাবে কিছু মাত্র পরিবর্ত্তনও ঘটে না। যে কোন প্রশ্নে তার উপস্থিত, সরল ও সোজা প্রত্যুত্তর এবং তার অতি ধারাল কথা অনেক সময় সৈনিকরা নানা কথার ভিতর প্রবাদের মত ব্যবহার করে। তার চওড়া কাঁধ, ভারী চেহারা অতি পরিচিত। কখন কখন পার্কের বেঞ্চিতে তাকে দেখা যায়—কপাল একটু কুঞ্চিত ; কিছু ভাবছেন।—উঁচু গালের হাড়, সন্ধানী চোখ, কুঞ্চিত কপাল, বেটে পাইপ দাঁতে চাপা। এই লোকটীকে দেখলে সৈনিক ও সেনাপতি—প্রত্যেকেরই মনটা খুসী হ'য়ে ওঠে, বুকটা হাল্কা হয়।

চিফ্ অব ষ্টাফের বিবরণী পেশ করবার সময় চেরেদ্‌নিচেন্‌কো মাথা নীচু ক'রে বসেছিলেন। তিনি মন দিয়ে শুনছিলেন বা আর কিছু ভাবছিলেন, তা বলা অসম্ভব।

বিবরণী শেষ হ'লে সেনাপতি জেনারেল ও কর্নেলকে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন। তারপর ডিভিসান্-কমিসারের দিকে তাকিয়ে আলোচনাতে তার যোগ দেবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কর্নেল বারবার অঙ্গরাখার পকেট থেকে কলম বের ক'রে হাতের তালুতে নিব পরীক্ষা করে দেখছে। বারবার সে এই ক'রে চলেছে। চেরেদনিচেন্‌কো তাকে লক্ষ্য করছিলেন। সেনাপতি পাইচারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। তার ভারী পায়ের নীচে মেঝেতে খট্‌খট্ আওয়াজ

উঠছে। ইয়েরেমিনের চোখে ভ্রুকুটী।—তার একটী বাহিনীর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসছে জার্ম্মাণ-ট্যাঙ্ক।

ডিভিসান্-কমিসার হঠাৎ বললেন: দেখুন ভিক্টর আন্দ্রেয়েভিচ্, ছেলেবেলায় প্রতিবেশীর বাগানের থেকে চুরি করে খেয়ে আপনি কাঁচা আপেল খেতে অভ্যস্ত হয়েছেন। আর আপনার জন্য আর সবার অসুবিধা।—তিনি টেবিলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। সবাই কামড়ানো আপেলের দিকে তাকিয়ে হাসল।

ইয়েরেমিন্ বললেন: হ্যাঁ, কেবল কাঁচাই এনোনা। এগুলি সত্যিই একটু কাঁচা।

সেক্রেটারী মৃদু হেসে বলল: আচ্ছা, তা-ই হবে, কমরেড্ লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ জেনারেল।

চেরেদ্‌নিচেন্‌কো বললেন: ব্যাপারটা কি দেখা যাক। মানচিত্রের কাছে গিয়ে তিনি চিফ্ অব ষ্টাফকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই লাইন বরাবর দাঁড়াতে চান?

—ওই লাইনেই, কমরেড ডিভিসান-কমিসার। ভিক্টর আন্দ্রেয়েভিচের মতে ঐ অবস্থানেই আমাদের উপস্থিত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশী সক্রিয় ও কার্য্যকরীভাবে লাগানো যেতে পারে।

সেনাপতি সম্মতি জানালেন: তাই-ই ঠিক। চিফ্ অব্ ষ্টাফ্ প্রস্তাব করছেন যে মারচিখিনা বুদার কাছাকাছি পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে মারচিখিনা বুদা পুনরধিকার করাই হবে নিপুণ পরিচালনার শ্রেষ্ঠ পন্থা। আপনার কি মনে হয়?

চেরেদনিচেনকো বললেন: মারচিখিনা বুদা পুনরধিকার করা?—তার স্বরে যেন কি ছিল। সবাই তার দিকে তাকাল। পাইপে এক টান দিয়ে তিনি ধীরে এক ধোয়ার মেঘ ছাড়লেন। তারপর হাত নেড়ে ধোয়া তাড়াতে তাড়াতে কিছুক্ষণ নীরবে মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

অবশেষে তিনি বললেন্ঃ না, আমি আপত্তি করছি।—পাইপ দিয়ে মানচিত্র দেখিয়ে তিনি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে তার যুক্তি ব্যাখ্যা করে বললেন।

বামপাশের বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য এবং সামারিনের বিভাগকে পুনর্গঠন করবার এক নির্দ্দেশ লিখবার জন্য সেনাপতিকে ব'লে তিনি উঠে পড়লেন। জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে একটা রিজার্ভ চলনশীল পদাতিক ইউনিট্‌কে নিয়োগ করবার জন্যও তিনি আদেশ দিলেন।

সেনাপতির পর নির্দ্দেশে স্বাক্ষর ক'রে চেরেদনিচেন্‌কো বললেন—আর আমি তাদের একটা ভাল কমিসার দেব।

ঠিক তখনই বোমা ফাটার এক প্রচণ্ড শব্দ। তারপর আর একটা। বিমান ধ্বংসী কামানের আওয়াজও শোনা গেল। ঘরের কেউ একবার জানালায় গিয়ে তাকিয়েও দেখল না। চিফ্ অব ষ্টাফ কেবল রাগের সুরে কর্ণেলকে বললেনঃ মিনিট দুইএর ভিতরই সহরের এ-আর-পি বিমান-আক্রমণ সংকেত বাজাবে।

সেক্রেটারীর দিকে ফিরে চেরেদ্‌নিচেন্‌কো বললেনঃ কমরেড অরলভ্‌স্কী, বোগারেভকে একটু ডেকে পাঠাও।

—তিনিই এখানেই আছেন, কমরেড ডিভিসান্ কমিসার।

চেরেদ্‌নিচেন্‌কো বললেনঃ বেশ।—তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে ইয়েরেমিন্‌কো জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপেল সম্বন্ধে আমার সঙ্গে একমত ত'?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সব আপেলেই আমার মত আছে।

চেরেদ্‌নিচেন্‌কো বললেনঃ ভুল হয় না যেন।—তার সঙ্গে মৃদু হাসতে হাসতে চললেন জেনারেল ও কর্ণেল। দরজায় গিয়ে তিনি কর্ণেলকে বললেনঃ দেখ, কর্ণেল, কলমটাকে অতটা মোচড়ান ভালো

না। অমন কর কেন? মুহূর্ত্তের জন্যও কেন দ্বিমনা ভাব আসে? ও চলবে না। জার্ম্মাণদের আমরা পরাজিত করবই।

সমর পরিষদের সেক্রেটারী অরলভ্স্কীর ধারণা, সে লোক চেনে। কিন্তু বোগারেভ্ সম্বন্ধে ডিভিসান্ কমিসারের মনোভাব সে বুঝতে পারে না। কুড়ি বছরের বেশী রুশ বাহিনীতে কাজ করে বুড়ো এই ডিভিসান কমিসার রিজার্ভ থেকে ডাকা সেনাপতি ও কমিসারদের সম্পর্কে একটু সন্দিগ্ধচিত্ত। বোগারেভ কিন্তু ব্যাতিক্রম। এটাই সেক্রেটারীর পক্ষে অবোধ্য।

এখন কিন্তু ডিভিসান্ কমিসারের মুখে তার স্বাভাবিক হাসি ফুটল না। তিনি এগিয়ে আসতেই বোগারেভ্ দ্রুত সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। তিনি তার কাছে প্রায় কঠিন মুখে এগিয়ে গেলেন এবং যে স্বরে কথা বললেন, সে স্বর অতি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাতেও সেক্রেটারী তার মুখে আগে কখনও শোনেনি।

—কম্রেড্ বোগারেভ্ ষ্টাফ যাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে এমনই একটী পদাতিক ইউনিটে আপনাকে কমিসার নিয়োগ করা হ'ল।

—আমার প্রতি এই বিশ্বাসের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৩]

লম্বা মজবুত দেহ সেমিয়ন্ ইগনাতিয়েভ্ যুদ্ধের আগে প্রথম রাইফেল কোম্পানীর একজন সাধারণ সৈনিক ছিল। তুলা অঞ্চলে একটী কালেকৃটিভ ফার্মে সে থাকত। তার যুদ্ধে যাবার ডাক এসেছিল রাত্তিরে। সে তখন ঘাসের স্তূপে ঘুমিয়ে। ওদিকে ঠিক এই সময়েই বোগারেভকে টেলিফোনে ডেকে তারপর দিনই লালফৌজের রাজনৈতিক বিভাগের হেড্ কোয়ার্টারে হাজির হ'তে বলা হয়েছিল। ইগ্নাতিয়েভ্ পুরাতন কথা নিয়ে কম্রেড্দের সঙ্গে আলাপ করতে ভালবাসে: "বেশ জাঁকালো ভাবেই তারা আমাকে বিদায় দিয়েছিল। তুলার অস্ত্রাগারে কাজ করে আমার তিন ভাই। তারা সব রাত্তিরে চলে এল বৌদের নিয়ে। যন্ত্র ও ট্রাক্টর ঘাঁটীর প্রধান কারিগরও এল। বাঁশী বাজালাম কত! আর গানও গাইলাম খুব।" এখন অতীতের কথা মনে পড়লে সে ভাবে যে তাকে বিদায় দেবার অনুষ্ঠানটীতে খুবই আমোদ-আহ্লাদ হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মায়ের চোখের জল আর অতি কষ্টে অবিচলিত ভাব দেখাবার জন্য তার বুড়ো বাবার সেই করুণ প্রচেষ্টা তার পক্ষে তখন বড় সহজ হয়নি। তার বুড়ো বাবা বলেছিলেন: "দেখ্, সেন্কা, এই আমার দুটো রুপোর পদক। আরও দুটো সোনার পদক আমি যুদ্ধ বণ্ড্-এ রেখেছি। তোর বুড়ো বাবা ছিল 'স্যাপার'। একটা গোটা জার্মাণ রেজিমেণ্ট সমেত পুল আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম।" বুড়ো যদিও বেশ উৎফুল্ল দেখাবার চেষ্টা করেছিল, তবুও বেশ স্পষ্ট বোঝা গেছল যে বুড়োর মনও মেয়েদের সঙ্গেই কেঁদে উঠতে চাইছিল। তার পাঁচ ছেলের ভেতর সব চেয়ে প্রিয় ছিল সেমিয়ন্; সবার থেকে আমুদে আর দরদী।

কালেক্‌টিভ্‌ ফার্ম্মের সভাপতির মেয়ে মারুসিয়া পেসোচিনার সঙ্গে সেমিয়নের বিয়ে ঠিক ছিল। সে ওদোয়েভ্‌ সহরে এ্যাকাউণ্ট্যান্সির ছাত্রী। ১লা জুলাইএর পর তার ফেরার কথা ছিল। মারুসিয়ার বন্ধুরা, বিশেষ ক'রে তার মা, তাকে সেন্‌কা ইগনাতিয়েভ্‌ সম্পর্কে অনেক সতর্ক করেছিল। সেন্‌কাকে তারা বড় বেশী স্ফূর্ত্তিবাজ আর চঞ্চল মনে করত। নাচে-গানে সেন্‌কা ওস্তাদ। পানে তার বড় উৎসাহ। আপাততঃ মনে হ'ত না যে সে প্রকৃত প্রেমে পড়তে পারে বা বেশী দিন কোন মেয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারে। কিন্তু মারুসিয়া বন্ধুদের বলত: "সে আমি পরোয়া করি না, জানিস্‌ তাকে আমি কি ভালোবাসি—ওর দিকে তাকালে আমি যেন কেমন হ'য়ে যাই, দেহে কি শিহরণ জাগে!" যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে মারুসিয়া ছুটী নিয়ে এক রাত্তিরে হেঁটে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার চলে আসে প্রিয়কে দেখবার জন্য। ভোরে বাড়ী পৌঁছে শুনল যে ওরা সব ষ্টেশনে চ'লে গেছে! তখনই, একটুও বিশ্রাম না ক'রে মারুসিয়া রেল ষ্টেশনে গেল আরও আঠেরো কিলোমিটার রাস্তা হেটে। সেখানে গিয়ে শুনল যে ওরা রেল গাড়ীতে উঠে চলে গেছে। কোথায় গেছে জানা গেল না, একজন গণ্যমান্য চেহারার লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট সরকারীভাবে বললেন: "সেটা সামরিক গোপন বিষয়।" এর পর আর মারুসিয়ার শক্তি ছিল না। ষ্টেশনের মাল-ঘরের একজন মেয়ে কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। মারুসিয়া কোন মতে তারই বাড়ীতে গিয়ে পৌছল। সেইদিনই বিকেলে তার বাবা একটী কালেক্‌টিভ্‌ ফার্ম্মের ঘোড়া নিয়ে এসে তাকে বাড়ী নিয়ে গেল।

রেজিমেণ্টের ভিতর সেমিয়ন্‌ ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ সবার প্রিয় হ'য়ে উঠল। এই আমুদে অক্লান্ত যুবককে সবাই চেনে, কাজে সে খুব নিপুণ। যে কোন যন্ত্র তার হাতে যেন নেচে ওঠে কাজের চাঞ্চল্যে।

কাজে তার আশ্চর্য্য স্বাভাবিক নিপুণতা আর সহজ আনন্দ ও উৎসাহ দেখে যে কেউ মুহূর্ত্তে তার নিজের হাতুড়ী, করাত, শাবল বা যে কোন যন্ত্র নিয়ে ইগ্‌নাতিয়েভের মত সুন্দর ভাবে কাজ করবার জন্য অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে। ইগ্‌নাতিয়েভের গলা ছিল ভারী সুন্দর। অনেক পুরোণ গান সে জানে। বোগাচিখা বুড়ীর কাছ থেকে শেখা সব গান। এই বোগাচিখা বুড়ী ছিল অত্যন্ত অসামাজিক, কাউকে সে কখনও বাড়ী ঢুকতে দিত না। এক-এক সময় মাসাবধিকাল ধরে সে কারুর সাথে কথাটী পর্য্যন্ত বলত না। গ্রামের মেয়েদের এড়িয়ে চলবার জন্য সে কূপে জল আনতে যেত রাত্তিরে—মেয়েরা নানা প্রশ্ন ক'রে তাকে বিব্রত ক'রে তুলত তাই। কিন্তু ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ সম্পর্কে তার স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখে সবাই আশ্চর্য্য—এর কারণ কেউ খুঁজে পায় নি। বুড়ী ইগ্‌নাতিয়েভকে গ্রাম্য গল্প শোনাতো, গান শেখাত।

সেমিয়ন্‌ তার ভাইদের সাথে বিখ্যাত তুলার কারখানায় কিছুদিন কাজ করেছিল। কিন্তু বেশীদিন নয়। সে কাজ ছেড়ে গ্রামে চলে এল। ব'লত: "খোলা বাতাস না পেলে আমি থাকতে পারি না।" সে প্রায়ই আশপাশের মাঠে ঘুরে বেড়াত। জঙ্গল আর নদীর ধার ছিল তার অতি প্রিয় বেড়াবার জায়গা। সঙ্গে নিত মাছ ধরবার ছিপ, কিম্বা একটী হাল্কা শীকারের বন্দুক। কিন্তু সে কেবল লোক দেখাবার জন্য, লোকে যাতে ঠাট্টা করতে না পারে। সাধারণতঃ সে দ্রুত হেঁটে গিয়ে কোথাও দাঁড়িয়ে প'ড়ে পাখীর গান শুনত; তারপর একবার মাথা নেড়ে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার চলতে আরম্ভ করত। কখনও বা ঝোপে ঢাকা উঁচু পাহাড়ে উঠে নদীর দিকে তাকিয়ে জানা গানগুলি সে গাইত। তখন তার চোখ আনন্দে নেচে উঠত মাতালের মত। গ্রামে সবাই তাকে অদ্ভুত মনে করত, আর তার এই বন্দুক নিয়ে চলা-ফেরাতে সবাই হাসত; কিন্তু তার শক্তি ও প্রচুর

কাজের ক্ষমতাকে সবাই সমীহ ক'রে চলত। কথায় ছাড়া, একটা কিছু ঘটিয়ে কৌতুক করা ছিল তার বড় প্রিয়। মদ খেতে পারত অনেক, কিন্তু বেসামাল হ'য়ে পড়ত না। নানা চিত্তাকর্ষক ঘটনা ও মজার গল্প সে সবাইকে শোনাত, আর তামাক সম্বন্ধে সে ছিল খুব উদার। সৈন্যদলে সবাই তাকে খুব পছন্দ ক'রে ফেলল। বিরস সার্জ্জেণ্ট্ মেজর মরদডিনভ্ও ওকে একদিন আধা-তারিফ ক'রে আধা-অনুযোগের সুরে বলল: এই দেখ ইগ্নাতিয়েভ্, তোমার হচ্ছে আসল রুশ মেজাজ!

দু'জন সাথীর সঙ্গে ইগ্নাতিয়েভের একটু বিশেষ বন্ধুত্ব হল—একজন মস্কো থেকে এসেছে, ফিটার মিস্ত্রী সেদভ; আর একজন রিয়াজান্ কালেকৃটিভ্ ফার্ম্মের রদিম্স্তেভ্। রদিম্স্তেভ্ একটু ভারী চেহারার; রং ময়লা মত। তার বয়স সাইত্রিশ বছর। দেশে তার স্ত্রী ও চারটী ছেলে মেয়ে। তাদের ইউনিট ছিল সহরতলীতে, রিজার্ভে। তাদের ভেতর কেউ কেউ পরিত্যাক্ত বাড়ীতে বাস করছিল। এসব বাড়ী সহরে অনেকই ছিল; কারণ, ১৪০,০০০ অধিবাসীর ভিতর ১০০,০০০ জনেরও বেশী অন্তবর্ত্তী প্রদেশে চলে গেছে। সহরের কৃষি-যন্ত্র তৈরীর কারখানা, গাড়ী মেরামতের কারখানা ও বিরাট দেশলাই কলও সহর ছেড়ে চলে গেছে। নিস্তব্ধ কারখানা-বাড়ী, ধুমহীন চিমনী, জনহীন শ্রমিকদের বসতি অঞ্চলেও সম্প্রতি যেখানে আইস্ক্রীম বিক্রী হয়েছে সেই নীল 'স্ট্যাণ্ড'গুলি দেখলে কষ্ট হয়। এরই একটী পরিত্যাক্ত আইস্ক্রীম ষ্ট্যাণ্ডে যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী শান্ত্রী তার রঙ্গীন নিশান নিয়ে বৃষ্টির সময় আশ্রয় নেয়। পরিত্যাক্ত বাড়ীগুলির জানালায় নানা রকমের মলিন ছোট গাছ-পালা—রবারের চারা; তার ভারী পাতা ঝরে পড়ছে। রাস্তার ধারের মনোরম গাছের ছায়ায় যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সব লরী ও গাড়ী শত্রুর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য করে রাখা হ'য়েছে। খেলার মাঠের সোনালী ধুলোর ভিতর দিয়ে শিকারী পাখীর ডাকের সুরে নানা সংকেত

দিতে দিতে চলেছে সবুজ-হলদে রং করা সব সাঁজোয়া গাড়ী। সহরতলীগুলি শত্রুর বিমান আক্রমনে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সহরে ঢুকতে সবাই তাকিয়ে দেখে—ঝলসানো মালগুদামের ধোয়ায় কালো দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে লেখা ঃ "দাহ্য।"

কিন্তু নানা রকম মিষ্টি পানীয় তৈরী করবার রেস্তোরাঁ আর নাপিতের দোকান এখনও চ'ল্‌ছে। কখনও বৃষ্টির পর, যখন গাছের পাতাগুলি চক্‌চক্‌ করে আর গাড়ীর চাকাগুলি আনন্দে জল ছিটিয়ে যায়, নির্ম্মল বাতাস যখন মৃদু বয়ে যায়, তখন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য হঠাৎ মনে হয় দেশের উপর সে নিদারুণ কালো ছায়া নেই, ঘরের থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে সে ঘৃণিত শত্রু নেই।—মেয়েরা লাল সৈনিকদের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে; বুড়োরা মাথা ঝুলিয়ে বড় রাস্তার বেঞ্চিতে বসে আর আগুনে-বোমা নিভানো বালি নিয়ে ছেলেরা খেলা করে।

এই প্রায় পরিত্যাক্ত সবুজ সহরটীতে ইগনাতিয়েভের বড় ভালো লাগে। যারা পিছনে পড়ে রয়েছে তাদের নিদারুণ দুঃখ সে অনুভব করে না। প্রত্যেকটী লাল সৈনিকের মুখের দিকে তাকায় যে ক্লিষ্ট অশ্রু-রাঙ্গা চোখ, তা তার নজরে পড়ে না। বৃদ্ধা মহিলাদের চাপা কান্না সে শোনে না; সে জানে না যে শত শত বৃদ্ধের অশ্রু-ভরা চোখ রাত্তিরের পর রাত্তির জানালা দিয়ে অনিমেষে অন্ধকারের ভিতর তাকিয়ে থাকে। অস্বস্তিতে ঘুমুচ্ছে কারও মেয়ে; ঘুমের ঘোরে কেঁদে চেঁচিয়ে উঠেছে কারও খোকা; কারও নাতি-নাৎনি ছটফট্ করছে,—তাদের শান্ত ক'রে, তাদের উপর ঝুঁকে পাংশু ঠোঁটে অস্ফুট প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ ক'রে আবার তারা জানালায় এসে দাঁড়ায়।—অনুমান করবরার চেষ্টা করে, মাঠের ভিতর দিয়ে যন্ত্রগুলি চলেছে কোনদিকে।

রাত্তির দশটায় সংকেত ধ্বনিতে সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। অন্ধকারেই চালকরা মোটর চালু করে, মোটর শব্দ করে ওঠে। বাসিন্দারা সব বাইরে এসে নীরবে দেখে, লাল সৈনিকরা বেরিয়ে পড়ছে। একটী রোগা মেয়ের মত দেখতে এক ইহুদী বুড়ী মাথা ও কাঁধের উপর একখানি ভারী শাল চাপিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল:

—ওগো কমরেড, বল বল, আমরা কি চলে যাব, না থাকব?

চট্‌পটে সভেলেভ্ বলে: কোথায় তুমি যাবে, মা? তোমার বয়স হবে নব্বুই। হেটে বেশী দূর ত যেতে পারবে না।

বৃদ্ধা মহিলা দুঃখে মাথা নাড়ে। একটি লরীর কাছে সে দাঁড়িয়ে; গাড়ীর সামনের নীল আলো তার উপর পড়েছে। শালের কোণ দিয়ে সে সযত্নে গাড়ীর মাড-গার্ডের উপর ঘসছে, যেন একটি খাবারের রেকাবি থেকে জমাট ময়লা পরিস্কার করে নিচ্ছে। এ দেখে হঠাৎ ইগ্‌নাতিয়েভের কাঁচা বুক ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠে। যেন এই সমবেদনা বুঝে বুড়ী কেঁদে বলল:

—আমি কি করব, ওগো, আমি কি করব? বল, তোমরা চলে যাচ্ছ, কমরেড্?

মোটরের গর্জ্জনে তার ক্ষীণ স্বর চাপা পড়ে গেল। কেউ না শুনলেও বুড়ী ধীরে ব'লে চলল: স্বামী আমার পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। আমার তিনটি ছেলে লাল ফৌজে। শেষ ছেলেটিও কাল 'পিপ্‌ল্‌স্ গার্ডে' যোগ দিয়েছে। তাদের বউরাও গেছে কারখানার সঙ্গে। আমি কি করি, কম্‌রেড?

ঠিক তখনই একজন লেফট্‌ন্যাণ্ট ইগ্‌নাতিভেভকে ডেকে বলল: কমিসারের সঙ্গে যাবার জন্য তিনজনকে সকাল অবধি থাকতে হবে। তুমি একজন।

ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ সরস স্বরে জানাল :

—আচ্ছা, কম্‌রেড লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট।

ইগ্‌নাতিয়েভের ইচ্ছা ছিল যে রাত্তিরটা ঐ সহরেই কাটায়। স্থানীয় ..বাদপত্রের সম্পাদকীয় অফিসে কাজ করে যে আশ্রয় প্রার্থিনী ভেরা নামে মেয়েটী, তাকে ওর বড় ভাল লেগেছে। এগারোটার পর ভেরার ছুটী হয়, আর ইগ্‌নাতিয়েভ ঐ সময়ে তার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করে। লম্বা চেহারা ; কালো চোখে ভরা-বুকে সুন্দরী যুবতী ভেরা। তার পাশে পার্কের বেঞ্চিতে বসতে ইগ্‌নাতিয়েভের বড় ভালো লাগে। সে তার খুব কাছে ঘেসে বসে। আর ভেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার মৃদু ইউক্রাইনী স্বরে বলে যুদ্ধের আগে প্রস্‌কুরোভোতে তার জীবনের কথা ; জার্ম্মাণদের কাছ থেকে রাত্তিরে পালিয়ে আসার কথা, বাড়ীতে তার বয়ঃবৃদ্ধ ও ছোট ভাইদের ফেলে কেবল একটী মাত্র পোষাক নিয়ে তার চলে আসার কথা, একদল আশ্রয় প্রার্থীদের সঙ্গে আসার সময় 'সজ্‌' নদীর উপর পুলে নিদারুণ বোমার আক্রমণের কথা। তার সমস্ত কথা-বার্ত্তাই যুদ্ধ সম্বন্ধে—রাস্তায় কারা মারা গেছে তাদের প্রসঙ্গে, কোন শিশুর মৃত্যুর বিষয়ে, একটা জ্বলন্ত গ্রামের সম্পর্কে। তার কালো চোখে সদা বর্ত্তমান এক হতাশার ছাপ। ইগ্‌নাতিয়েভ তাকে হাত দিয়ে জড়াতে গেলে সে হাত ঠেলে দিয়ে বলে : কেন ? কাল ত' তুমি যাবে তোমার পথে, আমি যাব আমার পথে। আমাকে তোমার মনে থাকবে না, আমিও তোমাকে ভুলে যাব।

ইগনাতিয়েভ বলে : হলই বা। আর আমি হয়ত ভুলব না।

—না, ভুলবে তুমি। আগে যদি দেখতে আমায়, দেখতে আমি কেমন গান গাই। কিন্তু এখন আর গাইবার সে মন নেই।

আর বারবার সে তার হাত সরিয়ে দেয়। তবুও ইগনাতিয়েভ তার পাশে বসে থাকতে ভালোবাসে—আশা রাখে, ভেরা মন

পরিবর্ত্তন করবে, তার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে। মারুসিয়া পেসোচিনার কথা এখন সে কচিৎ ভাবে। সে ভাবে, যুদ্ধের ভিতর কেউ যদি চলার পথে একটী সুন্দরী মেয়েকে পছন্দ করে, তাতে দোষের কিছু নেই। ভেরা যখন কথা বলে, সে তেমন মন দিয়ে শোনে না— সে কেবল চেয়ে চেয়ে দেখে তার বাঁকা ভ্রূ আর কালো চোখ; তার দেহের সুবাসে ওর যেন নেশা লাগে।

একের পর এক গাড়ীগুলি চেরনিগভ্ রাস্তার দিকে চ'লেছে। ইগ্‌নাতিয়েভের সামনে দিয়ে শেষ গাড়ীটী চলে গেল অনেক সময় পরে। তারপর হঠাৎ সব শান্ত, অন্ধকার, স্থির; কেবল বাড়ীর জানালায় বুড়োদের সাদা দাড়ী আর বুড়ীদের পাকা চুল চক্‌চক্ করে।

তারা ভরা আকাশ শান্ত। কখনও মুহূর্ত্তের জন্য ঝল্‌কে ওঠে একটা খসে পড়া তারা; আর লোকে ভাবে বুঝি একটা গুলি বেঁধা বিমান পড়ে গেল। ভেরার জন্য ইগ্‌নাতিয়েভ্ বসে আছে। এলে তাকে পাশে বসতে ডাকল।

ভেরা ব'লল: শোনো। আমি বড় ক্লান্ত।

ইগ্‌নাতিয়েভ্ জিদ করে বলে: একটু বোসো, কালত' যাব চলে।

ভেরা পাশে বসে। অন্ধকারের ভিতর ইগ্‌নাতিয়েভ্ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বড় ভালো লাগে মুখখানি; কতই কাম্য এই নারী—আবেগে তার নিঃশ্বাস পড়ে কেঁপে কেঁপে, থেমে থেমে। সত্যিই ভেরা সুন্দরী।

* * *

বোগারেভ্ তার ডেস্‌কে বসে; গভীর চিন্তামগ্ন। 'সোভিয়েট ইউনিয়নের বীর' রেজিমেণ্ট্ সেনাপতি মারত্‌সালভ্‌এর সঙ্গে আলোচনায় তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হ'য়েছে। সেনাপতি

যথেষ্ট ভদ্র এবং মনোযোগী, কিন্তু বোগারেভ্ তার আত্ম-সন্তুষ্ট ভাব পছন্দ করতে পারে নি।

বোগারেভ্ উঠে এই ফ্ল্যাটের স্থায়ী বাসিন্দার ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা মারল।

—শুয়ে পড়েছেন নাকি ?

একজন বয়স্ক লোকের ব্যস্ত-সমস্ত গলা শোনা গেল :

—না, না ; আসুন, আসুন !

গৃহকর্ত্তা একজন বৃদ্ধ আইনজীবী। এখন পেন্সানে আছেন। বোগারেভ দু'-তিনবার তার সঙ্গে আলাপ করেছে। তিনি একটা বড় ঘরে থাকেন। ঘরের সমস্ত দেয়ালে বইএর তাক ; সর্ব্বত্র নানা রকমের সাময়িক পত্রিকা।

বোগারেভ্ ব'লল : বিদায় নিতে এসেছি, আলেক্সি আলেফ্সিয়েভিন্। কাল যাচ্ছি।

বৃদ্ধ ব'ললেন : তাই নাকি ? সত্যিই আমি দুঃখিত। দীর্ঘ জীবন ধ'রে আমি যাকে চেয়ে এসেছি, তাকেই আজ এই নিদারুণ সময়ে আপনার ভিতর পেয়েছিলাম। আর যে ক'দিন বেঁচে থাকব, আপনার সঙ্গে সন্ধ্যার আলাপ-আলোচনাগুলি আমি কখনও ভুলব না।

বোগারেভ্ ধন্যবাদ জানিয়ে বলে—আপনাকে একটা জিনিষ দেবার আছে—এক প্যাকেট চীনা চা। আমি জানি আপনি চা ভালোবাসেন।

আলেক্সি আলেক্সিয়েভিচের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বোগারেভ নিজের ঘরে ফিরে এল। যুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতরই বোগারেভ সামরিক সমস্যা সম্বন্ধীয় কয়েক ডজন বই পড়ে ফেলেছে—অতীতের বড় বড় যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও নানা বিশেষ লেখা। এক

রাত্তিরে একটা আগুনের আলোতে সে একটা সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধ পড়ে ফেলেছিল। পড়ার প্রয়োজন তার পক্ষে এমনই বদ্ধমূল ও স্বাভাবিক যে পড়ায় তার চোখ নষ্ট হয় না। তার দৃষ্টি শক্তি খুব তীক্ষ্ণ ও তাজা ; চশমার দরকার তার কখনও হয়নি।

কিন্তু এই রাত্তিরে বোগারেভ্ পড়ল না। স্ত্রী, মা ও বন্ধুবান্ধবের কাছে চিঠি লেখা দরকার। আগামী কাল থেকে তার জীবনের এক নূতন অধ্যায়ের স্বরু। আর তার সন্দেহ ছিল যে নিকট ভবিষ্যতে হয়ত প্রিয়জনের কাছে আর চিঠিপত্র লেখার স্থযোগই হবে না।

লিখতে আরম্ভ করল : "প্রিয়া, এতদিনে আমার স্বপ্ন সার্থক হ'য়েছে—আমি যা' চেয়েছিলাম, সেই পদেই নিযুক্ত হ'য়েছি। মনে পড়ে, আসার আগে বলেছিলাম।..."

লেখা ছত্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে চিন্তায় হারিয়ে ফেলে নিজেকে। যে নিয়োগ সম্বন্ধে সে স্বপ্ন দেখে এসেছে, তা' জেনে তার স্ত্রী ত' চিন্তিত হ'য়ে উঠবে, নিদ্রাহীন রাত্তিরের পর রাত্তির তার উৎকণ্ঠায় কাটবে। কি হবে তাকে একথা লিখে ?

দরজা খুলে গেল। এসেছে একজন সার্জেণ্ট মেজর।

সে বলল : একটি কথা ব'লতে এসেছি, কমরেড্ ব্যাটালিয়ন্ কমিসার।

—বলুন, কি কথা ?

—একখানি লরী ও তিনজন সৈনিককে রেখে দেওয়া হয়েছে। আপনার নির্দ্দেশ কি ?

—আমরা সকালে ৮টায় রওনা হব। গাড়ী মেরামত হ'চ্ছে। আমি লরীতেই যাব। সন্ধ্যার ভিতর আমরা রেজিমেণ্টকে ধরে ফেলব। এখন কাউকে উঠোনের বাইরে যেতে দেবেন না ; সবাই একত্রে শোবে। লরীটা নিজে দেখবেন।

—আচ্ছা, কমরেড্ কমিসার।

বোঝা গেল সার্জেন্ট মেজর আরও কিছু ব'লতে চায়।

বোগারেভ্ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

—কথাটা হচ্ছে, কমরেড্ ব্যাটালিয়ন্ কমিসার, আকাশময় সন্ধানী আলো ঘুরছে। মনে হয় শিগগিরই বিমান আক্রমণ সংকেত বাজতে পারে।

উঠোনে গিয়ে সার্জেন্ট-মেজর আস্তে ডাকল—"ইগ্নাতিয়েভ্ !"

বিরক্তস্বরে "এই যে," ব'লে ইগ্নাতিয়েভ্ সার্জেন্ট্ মেজরের কাছে এগিয়ে গেল।

—এই উঠোনেই থাকবে।

ইগ্নাতিয়েভ্ ব'লল : তা এখানেই ত' আছি।

—জানিনা, তুমি কোথায় আছ। কিন্তু এই হ'ল কমিসারের হুকুম যে উঠোনেই থাকবে।

—আচ্ছা, কমরেড্ সার্জেন্ট্।

—হ্যা, গাড়ীর অবস্থা কি ?

—ঠিক আছে।

সুন্দর আকাশ আর বাড়ীগুলির অস্পষ্ট ছায়ার দিকে তাকিয়ে হাই তুলে সার্জেণ্ট-মেজর বলল :

—শোনো, ইগ্নাতিয়েভ্, কিছু ঘটলে আমাকে জাগিয়ে দিও।

—আচ্ছা, কম্রেড্ সার্জেণ্ট্,—ব'লে ইগ্নাতিয়েভ্ ভাবল : "তুমি জাহান্নামে যাও। লোকটা যদি একটু ঘুমুত !"

ভেরীর কাছে ফিরে দ্রুত তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে টেনে নিয়ে রাগত গরম সুরে তার কানে কানে ফিস ফিস ক'রে ব'লল :

—বল, কার জন্য তুমি নিজেকে এমনি ক'রে তুলে রাখছ ?

—তোমার জন্য।—এবার আর সে হাত সরিয়ে দিল না; সে-ও তাকে জড়িয়ে ধরল। ফিস ফিস করে বলল: তুমি কিছ্যু বোঝো না।··· তোমাকে ভালবাসতে আমার ভয় হয়। যে কোন লোককে ভোলা সম্ভব, তোমাকে আমি ভুলব না, ভুলতে পারবনা। তুমি ছাড়া কাঁদবার আমার অনেক কিছুই ত' আছে। কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে বুকে আমার এত কান্নাই জমাট হ'য়ে ছিল।

কি জবাব দেবে সে! আর ভেরাও জবাব চায়নি। ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ তাকে চুম্বন করে, বার বার অতৃপ্ত চুম্বন।

বাতাসে ভেসে এল একটা বাঁশীর আওয়াজ তারপর নিয়মিত সময় ছেদ দিয়ে আর একটা এবং তৃতীয় বার।

বিলাপের সুরে ভেরা বলল: বিমান-আক্রমণ সংকেত, আবার বিমান-আক্রমণ সংকেত!

তখনই দূরের বিমান-ধ্বংসী কামানের শব্দ পৌছল তাদের কানে। আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে গুড়ি মেরে চ'লল সন্ধানী আলোর রশ্মি; ক্ষীণ নীল দেহে তারার খোঁচার ভয়ে যেন তারা সতর্ক। বিমান-ধ্বংসী কামানের গোলা ফেটে উজ্জ্বল সাদা হ'য়ে মিট্‌মিট্‌ ক'রে ফুটল তারার মাঝে।

প্রায় মাঝ রাত্তিরে জার্মাণ বিমান আক্রমণ সুরু হয়। প্রথম সন্ধানী বিমানগুলি খুব উপর থেকে আলোক-শিখা আর কতকগুলি আগুনে বোমা ফেলে গেল। প্যারাসুটে ঝুলতে ঝুলতে আলোর গোলাগুলি জ্বলে উঠতে তারাগুলি ম্লান হ'য়ে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। ধীরে সমগ্রভাবে এই মরা আলো সহরের পার্কে, রাস্তা, অলি-গলি সব

আলোকিত করে তুলল। এই আলোতে সমগ্র ঘুমন্ত সহর জেগে উঠল—ঠোটে বিউগিল তুলছে ছেলেটীর সাদা মূর্ত্তি, বইএর দোকানের চকচকে জানালা, ওষুধের দোকানের সেল্‌ফে কাচের বোতলের কম্পিত লাল-নীল আলো। পার্কে দীর্ঘ ম্যাপেল্ গাছের কালো পাতাগুলি হঠাৎ অদৃশ্য জগৎ থেকে বেরিয়ে এল, শিরা-তোলা প্রত্যেকটী পাতার অবয়ব স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠল। অপ্রত্যাশিত ভোর দেখে কাকের বাচ্চাগুলি উত্তেজিত হ'য়ে কা-কা করতে লাগল। ফুলের টব-সমেত পর্দ্দা-ঢাকা বাড়ীর জানালায়, হাঁসপাতালের থামে, সাধারণ ভোজনালয়ের সুন্দর সাইন্ বোর্ডে, শত শত বাগান আর বেঞ্চিতে, হাজার হাজার বাড়ীর ছাদে আলো ঝক্ মক করে উঠল। চিলেঘরের গোল জানালটী যেন ভয়ে ভয়ে উজ্জ্বল হ'ল, আর সাধারণ পাঠাগারের পড়ার ঘরের পালিশ মেঝের উপর দিয়ে লাল্‌চে হলদে দাগ ছড়িয়ে গেল।

লোল শিখার সাদা আলোকে প'ড়ে থাকল সেই ঘুমন্ত সহর,—হাজার হাজার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু, স্ত্রীলোকের বাসস্থান এই সহর; নয় শতাব্দী ধরে বেড়ে উঠেছে এই সহর; তিন শত বছর আগে যে সহরে বিদ্যালয় ও গীর্জ্জা তৈরী হয়েছিল সেই সহর; যুগের পর যুগ যে সহরে উৎসাহী, উদ্দাম ছাত্ররা লেখা পড়া ক'রে এসেছে। পুরাকালে এই সহরের রাস্তা দিয়ে সারি সারি গরুর গাড়ী চলত আর দাড়ীওয়ালা উড়ুপ-চালকরা নদী পথে ধীরে এর সাদা বাড়ীগুলির পাশ দিয়ে যাবার সময় গীর্জ্জার গম্বুজ দেখে বুকে ক্রুশ-চিহ্ন করত। জলা-জঙ্গলকে দূরে হঠিয়ে দিয়েছে এই গৌরবময় সহর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বিখ্যাত তামার কারিগর, আসবাব তৈরীর মিস্ত্রী, চর্ম্মকার, রুটী প্রস্তুতকারক, দরজী, রাজমিস্ত্রী ও শিল্পীরা এখানে কাজ করেছে। নদীর ধারে এই সুন্দর পুরাতন সহর আজ এই অন্ধকার আগষ্ট মাসের রাত্রে রাসায়নিক আলোয় উদ্ভাসিত।

দিনের থেকেই চল্লিশখানি জোড়া-ইঞ্জিনের বোমারু এই আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল। জার্ম্মাণ কারিগররা রাসায়নিকের মত নিখুঁত মাপে স্বচ্ছ হাল্কা তেলে বিমানগুলির ট্যাঙ্ক ভর্ত্তি করে দিয়েছে। সহরের উপর বোমা ফেলবার জন্য জার্ম্মাণ সামরিক-বিজ্ঞানীদের নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে বিমানগুলির নীচের বাহনে গাঢ় অলিভ্ রং-এর বোমা আর সাদা আগুনে বোমা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিমান বহরের সেনাপতি হেড্ কোয়ার্টার থেকে তৈরী ক'রে দেওয়া সফরের পরিকল্পনা ভাল করে জেনে নিয়েছে। বায়ু-বিজ্ঞানবিদরা সঠিক আবহাওয়া-বিবরণী পাঠিয়ে দিয়েছে। কেথা দুরন্ত চুলের ছাট দেওয়া সৌখীন যুবক বৈমানিকরাও চকোলেট চিবিয়ে সিগারেট টেনে নিয়েছে; সংক্ষেপে লেখা পোষ্টকার্ডও পাঠিয়ে দিয়েছে দেশে।

বিমানগুলি গুন্‌গুন্ ক'রে এগিয়ে এল। পথে পড়ল বিমানধ্বংসী কামানের আগুনে ছুরি; সন্ধানী আলোর ছেদ-কোনে তারা ধরা পড়ে গেল। আর অমনি একটী বিমান জ্বলে উঠল। তারপর ভাঙ্গা পোষ্ট্-কার্ডের খেলনার মত ঘুরে ঘুরে পড়তে লাগল—কখনও ধুম্রময় আগুনে জড়িয়ে আর কখনওবা আগুনের ভিতর থেকে মোচড় দিয়ে দিয়ে। কিন্তু ইতোমধ্যে শিখায় আলোকিত ঘুমন্ত শহরটাকে জার্ম্মাণ বৈমানিকরা দেখে ফেলেছে।

একের পর এক বিস্ফোরক বোমা সহরটীর উপর গর্জ্জন করে পড়ল। মাটী কেঁপে কেঁপে উঠল; জানালার সার্সি ভেঙ্গে কাচের টুকরো ছুটলো; ঘরের চুনকাম খসে পড়ল; দরজা জানালা বেগে খুলে গেল। আধাআধি জামা-কাপড় পরা মেয়েরা শিশু কোলে নিয়ে আশ্রয়ে ছুটে গেল।

ভেরার হাত ধরে ইগনাতিয়েভ্ বেড়ার কাছে ট্রেঞ্চে ছুটে গেল। বাড়ীর অল্প সংখ্যক বাসিন্দারা ইতোমধ্যেই সেখানে এসে গেছে। সেই বৃদ্ধ আইনজীবী ধীরে উঠোনে এলেন। দড়িতে বাঁধা এক বাণ্ডিল

বই তার হাতে। তাকে আর ভেরাকে ট্রেঞ্চে ঢুকতে সাহায্য ক'রে ইগনাতিয়েভ্ বাড়ীর দিকে ছুটল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি উড়ন্ত বোমার শব্দ তার কানে এল। নিমেষে সে মাটীতে শুয়ে পড়ল। সমস্ত উঠোনটা বিশ্রী ঝাপসা হয়ে গেল—পাশের বিধ্বস্ত বাড়ী থেকে ইটের ধুলোতে বাতাস ছেয়ে গেছে।

একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে বলল: গ্যাস।

রেগে ইগনাতিয়েভ্ বলল: কি বাজে বকছ! ও ধুলো; তুমি চুপচাপ ট্রেঞ্চে ব'সে থাক।

সে ছুটে গেল বাড়ীর ভিতর। সার্জ্জেণ্ট্-মেজর ও অন্যান্যেরা ইতোমধ্যেই জেগে উঠে আগুনের আলোতে বুট টেনে পরতে আরম্ভ ক'রেছে। ধুমহীন আগুনের শিখায় এ্যালুমিনিয়ামের খাবার টিনগুলি ঝক ঝক করছে। দ্রুত নিঃশব্দে পোষাক করতে ব্যস্ত কম্‌রেডদের দিকে একবার তাকিয়ে, পরে খাবারের টিনের দিকে ফিরে ইগনাতিয়েভ্ বলল:

—তোমরা আমার খাবার এনেছিলে?

সেদভ্ বলল: এ বেশ বলেছ ভাই; তুমি মেয়ে নিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে বসে তারা গুণবে, আর আমরা তোমার খাবার বয়ে আনব, না?

সার্জ্জেণ্ট্-মেজর বলল: নাও নাও, চটপট সেরে নাও। আর তুমি ইগনাতিয়েভ, কমিসারের কাছে ছুটে যাও। তাকে জাগাও।

ইগনাতিয়েভ্ ছুটে দোতলায় উঠে গেল। বোমা ফাটার শব্দে বাড়ীটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ছে—ইতস্তত: আন্দোলিত হ'য়ে দরজা জানালাগুলি শব্দ করছে, ভয়ে খান্-খান্ করে ভেঙ্গে পড়ছে পেয়ালা ডিস,—কতলোকের আবাসস্থল এই পুরাতন বাড়ী খানি যেন তার প্রতিবেশীদের দ্রুত ভয়ঙ্কর ধ্বংস দেখে জীবন্ত প্রাণীর মত থরথর ক'রে কাঁপছে। কমিসার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। ইগনাতিয়েভের

আসার শব্দ তার কানে যায়নি। আর একটি বিস্ফোরণে মাটি কেঁপে উঠল; দুম্‌দাম ক'রে আস্তর খসে পড়ল ঘরের মেঝেতে, শুকনো ধুলোয় ঘর একেবারে ভর্ত্তি হয়ে গেল। ইগনাতিয়েভ্‌ হাঁচলো। কমিসার জানালার বাইরে সহরের দিকে তাকিয়ে; তখনও ইগ্‌নাতিয়েভের উপস্থিতি সে জানতে পারেনি। ইগনাতিয়েভ ভাবল: হ্যা, আচ্ছা জবরদস্ত কমিসার বটে।—আপনা থেকেই তার অন্তর শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠল। বাইরের আগুনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে এই দীর্ঘ স্থির মূর্ত্তিটীর ভিতর আছে কি যেন এক তেজ, চুম্বক শক্তি।

ধীরে বোগারেভ ফিরে তাকাল। তার সমস্ত মুখে এক অতি তীব্র মনোভাবের প্রকাশ। তার কৃশ গণ্ড, কালো চোখ, চাপা কঠিন ওষ্ঠ—সবই দৃঢ়, কঠিন। কমিসারের দিকে তাকিয়ে ইগনাতিয়েভ্‌ ভাবল—নিয়তির মত দুর্ব্বার।

ইগনাতিয়েভ বলল: কম্‌রেড কমিসার, এখানে আপনার থাকা উচিৎ নয়। বড় কাছে বোমা পড়ছে। একটা পড়লে এ বাড়ীর আর কিছু থাকবেনা।

বোগারেভ্‌ প্রশ্ন করল: তোমার নাম কি?

—ইগনাতিয়েভ্‌, কম্‌রেড কমিসার।

—কম্‌রেড্‌ ইগনাতিয়েভ, বেসামরিক অধিবাসীদের সাহায্য করতে হবে—সার্জ্জেণ্ট-মেজরকে আমার নির্দ্দেশ জানাও। শুনছ মেয়েদের করুণ আর্ত্তনাদ?

—সাহায্য আমরা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু আগুন নেভাবার ব্যাপারে বিশেষ কিছু করার উপায় নেই। বেশীর ভাগ বাড়ীই কাঠের, আর শুক্‌নো। শত শত বাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে; নেভাবার কেউ নেই—স্থানীয় যুবকরা চলে গেছে, কিম্বা জন-রক্ষী দলে যোগ দিয়েছে।

হঠাৎ কমিসার বলল : মনে রেখো কম্‌রেড, আজকের এই রাত্তির, এই সহর আর এর বৃদ্ধ আর শিশু।

—এ কি ভোলা যায়, কম্‌রেড্ কমিসার!

কমিসারের বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ইগনাতিয়েভ্ আবার বলল : ঠিক ব'লেছেন, কম্‌রেড্ কমিসার, খুব ঠিক।...তারপর সে জিজ্ঞাসা করল :

—দেয়ালে ঝুলানো গিটারটা আমি নেব? বাড়ীটা ত' পুড়ে যাবেই। সবাই আমার গিটার বাজনা শুনতে ভালোবাসে।

বোগারেভ্ একটু কঠোর স্বরে বলল : বাড়ীতে ত' আগুন লাগেনি।

গিটারটির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ইগনাতিয়েভ্ বেরিয়ে গেল। বোগারেভ্ কাগজ-পত্র ব্যাগে পুরল, ট্রেঞ্চ-কোট ও টুপি পরে নিল। তারপর আবার জানালার কাছে গেল।

সহর জ্বলছে। কুণ্ডলী কুণ্ডলী লোহিত বর্ণ ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে; সেই কুণ্ডলী চিরে ছুটেছে আগুনের ফুল্‌কী। বাজারের উপরে উঠেছে এক ভীষণ বিবর্ণ পাটকেল রংএর আভা। সাদা, গোলাপী, হলদে ও লাল, নীলাভ,—হাজার হাজার শিখা উঠেছে সহরের উপর একটি প্রাকাণ্ড লোমশ টুপির মত। গাছের পাতাগুলি কুঁকড়ে কুঁকড়ে জ্বলে উঠ্‌ছে। পায়রা আর কাক উড়ছে গরম বাতাসে—তাদের ঘরও জ্বলছে। ধাতু-নির্ম্মিত বাড়ীর ছাদগুলি থেকে প্রচণ্ড উত্তাপে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। ভারী শব্দে লাল লোহা ফাটছে। ফুলের টবে ভরা জানালাগুলি দিয়ে গল্-গল্ ক'রে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দুধের মত সাদা, মিশ কালো, গোলাপী আর ছাই রংএর ধোঁয়া উঠ্‌ছে পাকিয়ে পাকিয়ে অবিরাম; ধোঁয়া উঠছে দূর আকাশে, সঙ্গে তার গোলাপী আলোর ফুল্‌কি আর লালাভ শিখা—কিম্বা হঠাৎ বেরিয়ে আসছে প্রকাণ্ড মেঘের মত, যেন কার অতি বৃহৎ নাসিকার থেকে। এই ধোঁয়ায়

সহর ছাইএ ছেয়ে গেল্। নদী আর উপত্যকার উপরে উঠল এই ধোঁয়া ; জঙ্গলের গাছে গাছে গিয়ে ভারী গোছা গোছা হয়ে জড়াল এই ধোঁয়া।

বোগারেভ্ নীচে নেমে গেল। এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, এই ধোঁয়া আর বোমা বিস্ফোরণ, শিশুর আর নারীর আর্ত্ত চিৎকার,—এর মাঝেও রয়েছে সব অবিচলিত, নির্ভীক লোক। তারা আগুন নেভাচ্ছে, আগুনের বোমার উপর ছাই ফেলে মারছে, আগুনের ভিতর দিয়ে তারা বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের উদ্ধার করছে। ধোঁয়া আর কালীতে বিবর্ণ মুখ লাল ফৌজের সৈনিক, দমকলের লোক আর কারখানার শ্রমিকরা যা কিছু আছে তাই নিয়ে আগুনের সাথে লড়ছে তাদের সহরকে বাঁচাবার জন্য ; তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে অবশিষ্ট যা কিছু আছে তা' বাঁচাচ্ছে, উদ্ধার করছে। এদের উপস্থিতি বোগারেভ অনুভব করল হৃদয়ে। ধোঁয়া আর আগুনের শিখার ভিতর থেকে এক মহান ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারা বেরিয়ে এসেছে, একত্রে বিরাট কাজ তারা করছে— জ্বলন্ত বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে আবার ঝাপিয়ে পড়ছে জ্বলন্ত নরকের মাঝে—নিজের পরিচয় তারা দেয়না, কাকে বাঁচায় তারা জানেনা।

বোগারেভ্ একটা দোতলা বাড়ীর উপর একটা আগুনে বোমা দেখল—আতসবাজীর মত ফুল্‌কি ছুটল, ছড়িয়ে দিতে লাগল চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো। বোগারেভ সিঁড়ি দিয়ে ছুটে দম আটকানো চিলে-ঘরে গিয়ে উঠল—সেখানে ধোঁয়া-মাখা মাটির গন্ধ ; কিসে যেন মনে পড়ল ছেলে-বেলার কথা। বোগারেভ স্বল্পালোকিত ছাদের জানালার কাছে গেল। তাপে লাল লোহায় তার হাত পুড়ে গেল, আগুনের ফুল্‌কি পড়ল তার কাপড়ে। কিন্তু সে দ্রুত বোমাটার কাছে গিয়ে জোরে লাথি মেরে ছাদের উপর থেকে ফেলে দিল। বোমাটা পড়ল

একটা ফুল-বাগানে। মুহূর্তের জন্য ডালিয়া আর এ্যাস্টারগুলির সজ্জিত শীর্ষ আলোকিত হয়ে উঠল। বোমাটা মাটিতে ঢুকে নিভে যেতে যেতে টুকরো টুকরো হ'য়ে ছিটকে গেল। ছাদ থেকে বোগারেভ দেখল একটি জ্বলন্ত বাড়ী থেকে একজন বৃদ্ধকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে লাল সৈনিকের পোষাক পরা দুজন লোক। বোগারেভ্ ইগনাতিয়েভ্‌কে চিনল—সে গিটার চেয়েছিল। আর একজন একটু বেঁটে আর কাঁধ একটু চওড়া—রদিম্‌স্তেভ্। একজন ইহুদী মহিলা তাদের সঙ্গে দ্রুত কথা বলছে—স্পষ্ট যে সে স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য ওদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ইগনাতিয়েভ্ হাত নাড়ল; তার হাতের এই উদার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতিতে যেন সমগ্র জনসাধারণের অন্তরের সমৃদ্ধি ও প্রসারতার প্রকাশ। ঠিক তখনই বিমান ধ্বংসী কামানগুলি আগের থেকে বেশী দ্রুত শব্দ করতে লাগল, আর তারই সাথে যোগ দিল মেসিন গানের খট্-খট্ আওয়াজ। জ্বলন্ত সহরের উপর আর এক ঝাঁক ফ্যাশিষ্ট বোমারু উড়ে এল। আবার সেই বিস্ফোরণের ভীষণ গর্জ্জন।

কে যেন চিৎকার ক'রে বলল: ট্রেঞ্চে চল। কিন্তু সংগ্রামে উত্তেজিত আর অনুপ্রাণিত তাদের মনে আর বিপদের আশঙ্কা স্থান পোলো না।

সময় স্থান পরিস্থিতির চিন্তা বোগারেভের আর ছিলনা। সবার সাথে সে-ও আগুন নিভাচ্ছে, আগুনে বোমার উপর বালি ছুড়ছে, আগুনের ভিতর থেকে জিনিষ-পত্র উদ্ধার করছে, ষ্ট্রেচারে ক'রে আহতদের নিয়ে যাচ্ছে, জ্বলন্ত হাঁসপাতাল থেকে রোগীদের বের করছে, সাধারণ পাঠাগারের আগুণের ভিতর থেকে বই বের করে আনছে। আপনা থেকেই তার মনে নানা দৃশ্যের ছাপ লেগে যাচ্ছে। "আগুন, আগুন!" বলে চিৎকার করতে করতে একটা জ্বলন্ত বাড়ী থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। কিন্তু চারিদিকে আগুনের সমুদ্র দেখে তার উত্তেজনা

প্রশমিত হ'ল; সে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। বোগারেভের মনে পড়ল সেই অতি উত্তপ্ত বাতাসে ধোঁয়া ও আগুনের শিখার মাঝে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ল জ্বলন্ত গন্ধ-দ্রব্যের কারখানার সুগন্ধ। একটী ছোট মেয়ের মৃতদেহ বুকে চেপে ধরে আগুনের শিখায় আলোকিত জনহীন পার্কে দাঁড়িয়েছিল একটী পাগলী যুবতী—সে দৃশ্য বোগারেভ কখনও ভুলতে পারবে না। আবার একটী রাস্তার মোড়ে মরেছিল একটি ঘোড়া। তার ঝক্‌ঝকে স্থির অথচ জীবন্ত চোখে জ্বলন্ত সহরের প্রতিবিম্ব। অশ্রু-ভরা, কালো বেদনা-কাতর, স্বচ্ছ জীবন্ত আয়নার মত তার চোখে জড় হ'য়েছে জ্বলন্ত বাড়ীগুলির লেলিহান শিখা, ধোঁয়ার কুণ্ডলী, বাড়ীগুলির ধ্বংসাবশেষের লাল আভা আর আগুনে-পোড়া বাড়ীগুলির অবশিষ্ট আর লম্বা সরু চিম্‌নিগুলির ভীড়।

হঠাৎ বোগারেভ অনুভব করে যে সমস্ত রাত্রিব্যাপী এই পুরাতন সহরের ধ্বংস-লীলা তার ভেতরও দানা বেঁধে উঠেছে। আপন মনেই সে বলল: যতদিন বাঁচব, যতক্ষণ আমার নিঃশ্বাস বইবে, যতদিন একটি অঙ্গুলী হেলনের শক্তি আমার অবশিষ্ট থাকবে, যতদিন পর্য্যন্ত একটি কথাও বলবার সামর্থ্য আমার বজায় থাকবে।···ব'লতে ব'লতে তার উত্তপ্ত মস্তিস্কে ধীরে, অতি পবিত্র এক প্রতিজ্ঞার মত উদয় হ'ল এই দৃঢ় সংকল্প: সৈনিকের কর্ত্তব্যই হবে আমার একমাত্র কর্ত্তব্য, আর ফ্যাশিষ্ট দস্যুর প্রতি ঘৃণা ও প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তুলবার জন্য নিযুক্ত হবে আমার অন্তর ও মনের সমগ্র শক্তি।

ভোরের দিকে আগুন নিভে এল। ধুমায়িত ধ্বংসাবশেষ আর ঘর-কন্নার নানা জিনিষ,—ফুলের টব, পুরাতন ছবি ইত্যাদি নিয়ে পোট্‌লা-পুট্‌লীর উপর ধৈর্য্য ধরে বসা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের উপর এসে পড়ল সূর্য্যের আলো। আগুনের ধোয়ার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সূর্য্য—ধোঁয়া আর নানা বাস্পে বিষাক্ত, নিৰ্জ্জীব।

হেড্-কোয়ার্টার থেকে নির্দ্দেশ নিয়ে নিজের ঘরে ফেরার পথে উঠোনে সার্জেণ্ট মেজরের সঙ্গে বোগারেভের দেখা হ'ল।

বোগারেভ জিজ্ঞাসা করল: গাড়ীর অবস্থা কি?

সার্জেণ্ট মেজর জবাব দিল: ঠিক আছে।—ধোঁয়ায় তার চোখ লাল।

—আমরা যাব। সবাইকে তৈরী কর।

সার্জেণ্ট-মেজর ব'লল: একটা ব্যাপার হ'য়েছে, কমরেড্ কমিসার। এই বাড়ীর লোকেরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল, ঠিক ভোরের আগে সেখানে একটী বোমা পড়ে। প্রায় সবাই দারুণ আহত হ'য়েছে; দু'জন মারা গেছে—যার বাড়ীতে আপনি আছেন, সেই বৃদ্ধ আর একটি মেয়ে, একজন আশ্রয় প্রার্থিনী। তারপর একটু করুণ হেসে বলল: ইগ্নাতিয়েভ্ মেয়েটীর সঙ্গে খুব কথা-বার্ত্তা বলত।

বোগারেভ জিজ্ঞাসা করল: তারা কোথায়?

—আহতদের নিয়ে গেছে—মৃতদেহের জন্য গাড়ী এসেছে।

বোগারেভ উঠোনের ভিতর এগিয়ে গেল—কিছু লোক জড় হ'য়ে মৃতদেহ দেখছিল। বৃদ্ধকে চেনাই দুষ্কর। তার পাশে পড়ে আছে ছেড়া, রক্তমাখা এক বাণ্ডিল বই। বোঝা গেল বোমা ফাটার সময় তিনি একটু উঁচু হ'য়ে ট্রেঞ্চের থেকে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলেন। দেহের পাশেই যে বইটা, তাতে লেখা—'এ্যানাল্স্, ট্যাসিটাস্।' কিন্তু মেয়েটী যেন জীবন্ত, ঘুমুচ্ছে। আগুনের তাপে তামাটে তার গণ্ডের বর্ণে মৃত্যুর বিবর্ণতা চাপা পড়ে গেছে, আর কালো চোখের পাতায় র'য়েছে তার চোখ ঢাকা। একটু ক্ষীণ লাজুক হাসি লেগে তার ঠোঁটে—যেন এত লোকের ভীড়ে তার কত সঙ্কোচ।

গাড়ী নিয়ে একটি লোক এসে তার পা দুটী ধ'রে ব'লল:

—এই, কেউ এস, হাত লাগাও!

"ছাড়," বলে ইগনাতিয়েভ এগিয়ে এসে সহজে, দরদ দিয়ে দেহটি ধ'রে গাড়ীতে তুলে দিল। একটী ছোট মেয়ে একটি এ্যাষ্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ফুলটি ভেরার বুকের উপর দিয়ে দিল। বোগারেভ বৃদ্ধের দেহ গাড়ীতে তুলতে সাহায্য করল। নীরবে সবাই দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে—তাদের চোখ লাল, জ্বলছে।

মৃত মেয়েটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে একজন বয়স্কা মহিলা বলল: ভাগ্যবতী মেয়ে।

লাল সৈনিকদের দিকে, শ্রমিকদের দিকে, মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বোগারেভ বলল:

—বড় নিদারুণ সময় পড়েছে, মা। শত্রুকে ঘৃণা করতে শিখতে হবে। তা' না হ'লে আমরা যুদ্ধ জয় করতে পারবনা।

বোগারেভ বাড়ীর দিকে চলে গেল। গাড়ীর কাছাকাছি সবাই চুপচাপ। ভাঙ্গা গলায় কে যেন বিষাদের স্বরে বলল:

—মিন্‌স্ক্‌, বোব্রুয়িস্ক, জিতোমির, শেপেতভ্‌কা ছেড়ে দিতে হয়েছে। এদের বাধা দেবার উপায় কি? দেখনা, কি করে গেল! এক রাত্তিরে এমন সহর পুড়িয়ে দিয়ে উড়ে চলে গেল ঘরে।

একজন লাল সৈনিক বলল: না, একেবারে অমনি উড়ে চলে গেলনা ঘরে! আমাদের লোকেরা ওদের দু'খানি বিমান ধ্বংস করেছে।

একটু পরেই বোগারেভ বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। শেষ বারের মত সে দেখে নিল সেই আধা-ভাঙ্গা ঘর—কাঁচের টুকরো ছড়ানো মেঝে, সেল্‌ফ্‌ থেকে ছড়িয়ে-পড়া সব বই, উল্টে পড়া আসবাব। চিন্তাযুক্ত ভাবে সে দেয়াল থেকে গিটারটা নিয়ে নীচে গিয়ে লরীর ভিতর রেখে দিল।

ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ লরীর কাছে দাঁড়িয়ে। রদিম্‌স্তেভ্‌ তার দিকে একটি খাবার টিন এগিয়ে ধরেছে।

সে বলল: এই, ইগ্‌নাতিয়েভ্‌, এটা খেয়ে নাও। কাল থেকে তোমার জন্য এই মাংস আর ময়দার পিঠে রেখে দিয়েছি।

ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ বলল: না, খাবনা—পানীয় চাই, ভিতরে সব একেবারে শুকিয়ে গেছে।

* * *

লাল ফৌজ সহর ছেড়ে চলে গেল। সমগ্র শান্ত, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য দিয়ে সেই গ্রীষ্মের প্রভাত ওদের অভিনন্দন জানাল। দিনের মত ওরা একটা জঙ্গলে কাটাল। আশে-পাশে গাছের ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে একটি ধীর, স্বচ্ছ-জলা পাহাড়ী নদী—ছোট ছোট ঢেউ তুলে পাথরের উপর দিয়ে ব'য়ে চলেছে। স্নিগ্ধ স্পর্শ লাগে ওদের ক্লিষ্ট দেহে, চোখ জুড়িয়ে যায় জঙ্গলের শান্ত শোভায়, দীর্ঘ ওক-গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় চোখ ভ'রে ওঠে মধুর আবেশে। বোগারেভ দেখে ঘাসের ভিতর কতকগুলি বেঙ্গের ছাতা। একটা সাদা ডাঁটার উপর ওরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। বোগারেভের মনে পড়ে গত বছর গ্রীষ্মে দেশের বাড়ীতে কত আগ্রহের সঙ্গে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে বেঙ্গের ছাতা তুলে আনত। কিন্তু এমন সুন্দরটি তখন ওরা পায়নি—সাধারণতঃ ছোট ছোটই পেত। এগুলি তখন পেলে ওরা কত খুশীই না হ'ত।

লাল সৈনিকরা নদীতে স্নান করল।

বোগারেভ সার্জেণ্ট মেজরকে জানিয়ে দিল: খাবার জন্য পনের মিনিট।

গাছ-পালার ভিতর বোগারেভ ঘুরে বেড়াচ্ছিল—পৃথিবীর এই স্বাধীন স্বাভাবিক এলোমেলো সৌন্দর্য্য আর গাছের পাতার মর্ম্মরে তার মনে জাগে আনন্দের ঢেউ, আবার কি যেন এক বেদনার ছায়া। হঠাৎ থেমে কান পেতে শুনে লরীর দিকে ফিরে বোগারেভ দেখল ইগনাতিয়েভ গীটার বাজাচ্ছে, আর সবাই খেতে খেতে শুনছে।

অফিসাররা সব হেড-কোয়ার্টারে জড় হ'য়েছে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, 'সোভিয়েট ইননিয়নের বীর' সম্মানে ভূষিত রেজিমেণ্ট সেনাপতি মারতসালভ একটি মানচিত্র দেখছিলেন। তার সঙ্গে রয়েছেন চিফ্‌ অব্‌ ষ্টাফ্‌ কুদাকভ্‌। কুদাকভের মাথায় টাক, বয়স প্রায় চল্লিশ; চলাফেরা, কথাবার্ত্তায় ধীর। বোগারেভ যেদিন এল সেদিন ১ম ব্যাটালিয়নের সেনাপতি ক্যাপ্টেন বাবাদ্‌যানিয়ান দাঁতের যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। দিনের বেলায় অসহ্য গরম লাগায় তিনি প্রচুর ঠাণ্ডা ঝরণার জল খেয়েছেন। তারই ফলে "তার চোয়াল একেবারে ফেটে যাচ্ছে।" এ তার নিজের কথা। দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের সেনাপতি মধুর স্বভাব বহুভাষী মেজর কোচেকভ তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। সুন্দর চেহারা লেফ্‌টন্যাণ্ট্‌ মিশান্‌স্‌কীও হাজির।

শক্রর পাশ-কাটান গতি রোধ করবার জন্য গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে একযোগে জার্ম্মাণদের পাশের দিকে হঠাৎ আক্রমণ করবার নির্দ্দেশ এসেছে এই রেজিমেণ্টের উপর। এই আক্রমণের ফলে একটী পদাতিক বাহিনী শক্রর "থ'লে" থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। এই আক্রমণের পরিকল্পনা সম্বন্ধে মারতসালভ্‌ বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের সেনাপতি ও কমিসারদের বুঝিয়ে বলছিলেন। তার বলা যখন প্রায় শেষ হ'য়েছে, তখন ডাক পেয়ে এসে হাজির হলেন একটী পর্য্যবেক্ষক দলের সেনাপতি লেফ্‌টন্যাণ্ট কোজলভ। তার চোখ বড় বড়, মুখে বহু দাগ। খট্‌ করে পা ফেলে দাঁড়িয়ে সে চোস্ত কায়দায় সেলাম জানাল। বেশ জোরে জোরে সে বিবরণী পেশ করল; প্রতিটি কথা তার আলাদা আলাদা স্পষ্ট

ভাবে উচ্চারিত।—তার গোল চোখ দুটি সর্ব সময়েই হাসে, তার দৃষ্টিতে স্বাভাবিক বিনয়ের প্রকাশ।

বোগারেভ্ চুপ-চাপ ব'সে। গত রাত্রির অগ্নিকাণ্ডের প্রভাব তখনও তার চিন্তা ছেড়ে যায়নি—কয়েকবার সে মাথা নাড়ল, যেন সে-চিন্তা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য। প্রথমে সেনাপতিরা বারবার বোগারেভের দিকে ফিরে ফিরে দেখেছে। কিন্তু তারা ক্রমে তার উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়ে তার দিকে আর বিশেষ নজর দেয়নি।

বাবাদযানিয়ান বোগারেভের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বলল—তার দাঁতের ব্যথা যেন আর নেই:

—কমরেড্ কমিসার, এইই আমি চাই। আমাদের বাহিনী পিছু হঠছে—একবার ভাবুন, সমগ্র বাহিনী পিছু হঠছে, আর বাবাদযানিয়ানের ব্যাটালিয়ন্ চলেছে আক্রমণ করতে। সত্যি বলছি, এইই আমি চাই।

কিছুক্ষণ নানা কাজের কথার পর আলোচনার মোড় ফিরল জার্ম্মাণ-বাহিনীর প্রসঙ্গে। লোভভ্ জেলার একটী জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রসঙ্গে মিশান্স্কি ব'ললেন:

- সৈন্য এগিয়ে আসছে—এক কিলোমিটার দীর্ঘ এক নীরেট দেয়াল—ভাবুন একবার, আর তার প্রায় চারশো মিটার পিছনে ঠিক অমনি আর এক লাইন—লম্বা গমের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে মার্চ্চ করে আসছে। আমাদের গোলা তাদের উপর পড়ছে—কেউ মরল, কেউ পড়ল; কিন্তু আর সবাই এগিয়ে আসতে লাগল। সে এক দৃশ্য!

লোভভের বড় রাস্তার উপর দিয়ে হাজার হাজার জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কের অগ্রগতির কাহিনী, আর সবুজ আর নীল শিখার আলোয় রাত্তির বেলার জার্ম্মাণ প্যারাস্থট সৈন্যের মাটীতে নামার কাহিনী তিনি সবিস্তারে বললেন। কেমন ক'রে মোটর সাইক্লবাহিনী আমাদের একটা

হেড কোয়ার্টার উড়িয়ে দিয়েছিল আর জার্মাণ বিমান ও ট্যাঙ্কের সহযোগিতা কি চমৎকার, তা-ও তিনি বললেন। প্রথম দিককার পশ্চাদপসরণের সমস্ত খুঁটিনাটিও তিনি বলে গেলেন।

জার্মাণ বাহিনীর শক্তির কথা বলতে তার বেশ আগ্রহ, তা' বেশ স্পষ্ট।

তিনি বক্তব্য শেষে জানালেন: হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়, আমি বলছি—সে কি অস্ত্রশস্ত্র আর কি বিরাট পরিমাণ ট্যাঙ্ক, মোটরগাড়ী, পদাতিক, বিমান! আর কি সব কৌশল!

চিফ অব ষ্টাফ বললেন: তা' তাদের এ সংগঠন আছে বটে।

মিশানস্‌কি ব'লল: কিন্তু আমি একেবারে কার্য্যক্ষেত্রে তাদের এই সংগঠন দেখেছি। বলার আর কি আছে! পুরোণো সমস্ত মূল কৌশল আর সাময়িক কৌশল একেবারে উল্টে ফেলেছে।

একটু বিদ্রূপের সুরে বোগারেভ বলল: অতি বিজ্ঞ, অপরাজেয়?

তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বিনীত সুরে মিশানস্‌কি ব'লল:

—আমায় মার্জ্জনা করবেন, কমরেড কমিসার। কিন্তু আমি খাস যুদ্ধক্ষেত্রের লোক, আর যা' ভাবি তা' বলি আমি।

বাধা দিয়ে বোগারেভ্‌ ব'লল: না, আমি কখনও মার্জ্জনা করব না —আপনাকেও না, কিম্বা আর কাউকেও না, বুঝলেন?

কোচেতকভ্‌ বললেন: কিন্তু কমিয়ে ভাবাও খারাপ। আমার সৈনিকরা যেমন বলে—জার্ম্মাণরা কাপুরুষ কিন্তু ভারী যোদ্ধা।

বোগারেভ্‌ বলল: যাই হোক্‌, আমরা সব শিশু নই। আমরা জানি আমাদের যুদ্ধ ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে—তাদের হাতে আছে যন্ত্রশক্তি ও তার জ্ঞান এবং আমি খোলাখুলি বলছি, যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় তারা সংখ্যায়ও বেশী। অল্প কথায়:

আমাদের যুদ্ধ জার্মাণদের বিরুদ্ধে—তাতেই সবটা বেশ বোঝা যায়। তাই, কম্‌রেড মিশানস্‌কি, আমি বেশ মনোযোগ দিয়েই আপনার কথা শুনেছি; তাই আমি ভাবছি, আপনাকে কিছু বক্তৃতা শোনাবার দরকার হ'য়ে পড়েছে। ফাশিস্‌ম্‌কে ঘৃণা করতে শিখতে হবে। বুঝতে হবে যে নিকৃষ্টতম, জঘন্যতম, অতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এই ফাশিস্‌ম্‌। ফাশিস্‌মএর কদর্য্য ধারণায় সৃজনী শক্তির কণা মাত্রও নেই। অন্তরের অন্তস্থল দিয়ে একে ঘৃণা করতে হবে, বুঝলেন? আমার কথা একটু শুনুন: অতি নির্ব্বোধ ওদের সমাজতত্ত্বের ধারণা, অচল প্রলাপ মাত্র—চারনেশেভ্‌স্‌কি ও এঙ্গেল্‌স্‌ তাদের কালেই এই ধারণাকে বিদ্রূপ ক'রে গেছেন। স্লাইয়েফেনের তৈরী জার্ম্মাণ জেনারেল ষ্টাফের পুরাতন পরিকল্পনা থেকে অক্ষরে অক্ষরে নকল ক'রে তৈরী হ'য়েছে ফাশিস্‌ম্‌এর সমগ্র সামরিক নীতি। ফাশিষ্টরা যে ট্যাঙ্ক ও প্যারাসুট বাহিনী দিয়ে আপনাকে বিস্মিত করেছে, তা ওদের চুরি করা বস্তু: ট্যাঙ্ক নিয়েছে বৃটিশের কাছ থেকে, আর প্যারাসুট্‌বাহিনী আমাদেরই কাছ থেকে। আমি ত' ফাশিষ্টদের মস্তিষ্কের বন্ধ্যাতা দেখে অবাক হ'য়ে যাই। একটীও নূতন সামরিক পদ্ধতি নেই! সব নকল করা। একটীও বড় রকমের আবিষ্কার নেই! সব চুরি করা। একটীও নূতন ধরণের অস্ত্র নেই! সব ভাঁড়া করে নেওয়া। ওরা পিঁপড়ের জাত, মানুষ নয়। সমস্ত ক্ষেত্রে জার্ম্মাণদের সৃজনী শক্তিকে একেবারে বন্ধ্যা করে দিয়েছে—ফাশিষ্টরা আবিষ্কার করতে পারে না, বই লিখতে পারে না, গান রচনা করতে পারে না, কবিতা রচনা করতে পারে না। বদ্ধজলার মত ওদের অবস্থা। ইতিহাস ও রাজনীতিতে ওরা একটী মাত্র নূতন জিনিষ এনেছে—পরিকল্পনাবদ্ধ পাশবিকতা আর দস্যুতা! কম্‌রেড মিশান্‌স্‌কি, ওদের মনের দৈন্যকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করতে শিখুন! আমার কথা পরিস্কার হ'ল ত'? সমগ্র লাল ফৌজে, উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত, সমগ্র

দেশে আজ এই মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। তা' না ক'রে আপনি এইখানে প্রলাপ বকছেন; সব অদ্ভুত রকমের আতিশয্য দেখাচ্ছেন আর তবুও আপনি মার্জ্জনা প্রত্যাশা করেন! আপনার ধারণা যে খাস যুদ্ধ ক্ষেত্রের লোক আপনি, আপনি একেবারে অবিকৃত খাঁটী ছবিটী এঁকে দেখাচ্ছেন। দীর্ঘকাল পশ্চাদপসরণের ফলে সৃষ্টি হ'য়েছে আপনার এই মনোবৃত্তি। আপনার কথায় ফুটে উঠছে এক ঘৃণিত নীচতার সুর।

সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি মিশানস্‌কির চোখে তাকিয়ে কড়া সুরে বোগারেভ বলল:

ইউনিটের কমিসার হিসেবে আমি বলছি যে ভবিষ্যতে আর কখনও দেশভক্তের অযোগ্য, বাস্তব সত্যের অপলাপী কোন কথা আপনি উচ্চারণ করবেন না। বুঝলেন?

* * *

ঠিক হ'ল বাবাদযানিয়ানের ব্যাটালিয়ন প্রথম আক্রমণ আরম্ভ করবে। ভোর তিনটেয় আক্রমণ আরম্ভ হবে। দুইবার পর্য্যবেক্ষণ ক'রে কোজলভ সরকারী খামার বাড়ীতে জার্ম্মাণদের অবস্থান সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবর এনে দিল। পার্কে দাঁড়িয়ে সব ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ী। আগে যেখানে তরি-তরকারী গুদামজাত করা হ'ত, ব্যারাকের মত সেই চল্লিশ-পঞ্চাশ মিটার লম্বা বাড়ীতে সৈনিকরা সব ঘুমিয়ে। জার্ম্মাণরা এখানে বেশ আরামেই আছে। আশপাশের কৃষকদের তারা বাধ্য করেছে খড় এনে বিছিয়ে তার উপর নানা কাপড় চোপড় পেতে তাদের বিছানা তৈরী ক'রে দিতে। বুট খুলে কেবল অন্তর্বাস পরেই তারা শুয়েছে। আলো জ্বলছে; জানালায় পর্দ্দা নেই। বিকেলে তারা কোরাসে গান ধরে। পার্কে সমবেত অসংখ্য লরীর ভেতর শুয়ে শুয়ে পর্য্যবেক্ষকেরা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে জার্ম্মাণদের গান। আর এতেই বিশেষ করে তাদের গাত্রদাহ হ'ত। তারা ব'লত: "ওরা

গাইছে, আর আমাদের লোকেরা একেবারে নিশ্চুপ, একবারটি তাদের গান গাইতে শুনিনা।" সত্যিই সে সময় আমাদের সৈনিকরা গান গাইত না—নীরবে তারা চ'লত, থামলেও নাচ-গান তখন হ'ত না।

অন্ধকার হ'য়ে আসতে হাউইৎজার বিভাগের একটি ইউনিট নির্দ্দিষ্ট স্থানে তৈরী হ'য়ে দাঁড়াল। একটু পরেই এই ইউনিটের সেনাপতি ও কমিসার হেড-কোয়ার্টারে গিয়ে একটি টেবিলে বসল। কমিসার দাবার ছক খুলল। সেনাপতি থলে থেকে দাবার ঘুটিগুলি বের করল। প্রথম দিককার দু-চার চাল বেশ চট্‌পট দিয়ে দুজনই চিন্তায় ডুবে গেল। দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের সেনাপতি কোচেত্‌কভ বলল:

—আমার সময়কার গোলন্দাজদের দেখেছি, প্রায় সবাই দাবা খেলে।

ছক্ থেকে চোখ না তুলেই কমিসার বলল: আমি যতদূর দেখেছি—পদাতিকরা সব 'জেমিনোই' খেলে।

সেনাপতিও ছকের দিকে নজর রেখে কমিসারকে সমর্থন ক'রে বলল:

—ঠিক বলেছ। ছকের দিকে দেখিয়ে বলল: ঠিক তেমনিতর হার তোমার হবে, সেরিওঝা। মন্ত্রী তোমার যাবে, ঠিক সেই মোঝিরে যেমনটা হ'য়েছিল।

দু'জনেই ছকের উপর আর একটু ঝুঁকে বসল; একেবারে চুপ চাপ। প্রায় মিনিট-পাঁচেক কেটে গেল; কোচেতকভ চলে গেছে। কমিসার বলল:

বাজে কথা, সে আমি কিছুতেই হ'তে দিচ্ছি না। অনুপস্থিত কোচেত্‌কভকে উদ্দেশ ক'রে বলল: আর অশ্বারোহীদের বড় প্রিয় খেলা তাস, তাইনা কমরেড কোচেতক্‌ভ? টেলিফোনে ব'সে

আর্দ্দালী হো-হো ক'রে হেসে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হ'য়ে ভ্রূকুচকে যন্ত্রের হাতল ঘুরিয়ে সংযত স্বরে বলল :

—চাঁদ, চাঁদ, খেদিন্স্কি, মিলিয়ে নিচ্ছি।

রেজিমেণ্ট সেনাপতি মারতসালভ আস্তে আস্তে চিফ্ অব্ ষ্টাফের সঙ্গে কথা বলছে। বাবাদযানিয়ান্ আবার সেই ঘরে এল। তার লম্বা, পাতলা চেহারায় উত্তেজনার প্রকাশ। অনুজ্জ্বল আলোকেও তার চোখ জ্বলছে। মানচিত্রের উপর জোরে জোরে আঙ্গুল চালিয়ে সে খুব দ্রুত ও দৃঢ়ভাবে বলল :

—এমন সুযোগ আর হবে না। পর্য্যবেক্ষকরা শত্রুর ট্যাঙ্কের সঠিক অবস্থান জেনে এসেছে। এই পাহাড়ে যদি গোলন্দাজবাহিনী নিয়ে যেতে পারি, তা'হলে একেবারে সহজ পাল্লার ভেতর ওদের ধ্বংস করে ফেলতে পারি, ঠিক বলছি। একেবারে হাতের মুঠোয় পেয়ে ওদের ছেড়ে দেব, একবার ভাবুন, হাতের মুঠোয় পেয়েও? ব'লতে ব'লতে সে তার কৃশ ময়লা হাত বাড়িয়ে খোলা তালু দিয়ে টেবিলের উপর সজোরে চাপড় মারল।

বাবাদযানিয়ানের দিকে তাকিয়ে মারৎসালভ বলল :

—আচ্ছা, বেশ, ওদের কিছু দিতেই যখন হবে, দিয়ে দেওয়াই ভাল। বেশী ঘাটানো আর দেরী করা আমি পছন্দ করি না।

দাবা খেলোয়াড়দের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে বলল :

—কম্‌রেড্ আমি দুঃখিত যে আপনাদের খেলা থেকে তুলে নিতে হচ্ছে ; আপনারা অনুগ্রহ করে এদিকে আসুন।

ওরা এসে মানচিত্রের উপর ঝুঁকে দেখতে লাগল।

—স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ওরা বড় রাস্তাটা কেটে দিতে চায়—আর ওরা এখন মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূরে আছে—তারপর এসে পড়বে একেবারে আমাদের বাহিনীর পিছনে।

চিফ্ অব ষ্টাফ্ বলল: ঠিক এরই উপর আমাদের বর্ত্তমানে সব কিছু নির্ভর করছে। মনে রাখবেন, প্রধান সেনাপতি নিজে এই সমস্ত গতি বিধির উপর নজর রাখছেন।

গোলন্দাজ ইউনিটের সেনাপতি ক্যাপ্টেন্ রুমিয়ান্‌স্তেভ্ বলল: কাল্ রাত্রে জার্ম্মাণরা রেডিওতে চিৎকার করে বলেছে: "লাল সৈনিকসব আত্মসমর্পন কর! আমাদের আগুন-ছোড়া সব ট্যাঙ্ক এসে গেছে—তোমাদের সবাইকে আমরা পুড়িয়ে মারব।"

মারত্‌সালভ্ বলে: উঃ কি ধৃষ্টতা! আর পোষাক খুলে ওরা ঘুমোয়। আর এখানে আমি কবে শেষ বুট খুলেছিলাম তাও ভুলে গেছি। ওরা আবার রাস্তায় চলবার সময় গাড়ীর সামনের আলো জ্বালিয়েই চলে। অসহ্য!

মুহুর্ত্তের জন্য সে দাঁড়িয়ে একটু ভাবল, তারপর হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করল:

—হ্যাঁ, আচ্ছা কমিসার বটে; ওর কথা,···মানে, বুঝতেই পারছ···

চিফ্ অব ষ্টাফ্ বলল: বড় কড়া। মিশান্‌সকির লেগেছে বড় জোর।

প্রতিবাদের স্বরে মারত্‌সালভ বলে উঠল: আমার কিন্তু বেশ ভালোই লেগেছে। আমি স্পষ্ট বলছি, এই তোমাদের মিশান্‌সকির যত সব গাল-গল্প আর আর সবার নানান রকমের এটা-ওটার সর্ব্বক্ষণ আজেবাজে কথাবার্ত্তা—একেবারে যেন মাথা খারাপ করে দেয়। আমি বাবা সাধারণ মানুষ,—কিন্তু গোলাগুলির থেকে এই রকমের কথায় আমি বড় ভয় পাই।

তারপর চিফ্ অব্ ষ্টাফের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে সে উৎফুল্ল হয়ে ব'লে উঠল:

—বড় ভালো মানুষ আমাদের এই কমিসার। এমনি লোকের পাশে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করতে হয়।

বাবাদযানিয়ানের ব্যাটালিয়ন জঙ্গলের ভিতর উপযুক্ত স্থানে তৈরী হ'য়ে দাঁড়াল। সৈনিকরা সব গাছের নীচে শুয়ে, ব'সে। বাতাসে গাছের শুকনো পাতায় মর্ম্মর শব্দ উঠেছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে তারা উঁকি মারছে। বাতাস মৃদু। বোগারেভ্ আর বাবাদযানিয়ান্ চলেছে একটী সরু পথ ধ'রে; পায়ে-চলা জঙ্গলী পথ সহজে নজরেই পড়েনা।

"থাম, কে যায়!" ব'লে সান্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দেশ জানাল: একজন এস, বাকী সবাই যেখানে আছ থাক।

হাসতে হাসতে বাবাদযানিয়ান এগিয়ে গিয়ে বলল: বাকী সব মাত্র একজন। তারপর সে ফিস্-ফিস্ করে সাংকেতিক চিহ্ন জানাল।

সরু পথ ধরে চলতে চলতে তারা পাতায় ঢাকা একটী আশ্রয়স্থলের কাছে থেমে লাল সৈনিকদের কথা-বার্ত্তা শুনতে লাগল।

বলত' তোমার কি মনে হয়?—শান্ত চিন্তাশীল স্বরে একজন জিজ্ঞাসা করছে।—যুদ্ধের পর আমরা কি জার্ম্মাণী ছেড়ে আসব? জার্ম্মাণী সম্বন্ধে কি করা হবে?

আর একটী গলা শোনা গেল—কি জানি, বাবা। ওখানে পৌছে পর সব দেখা যাবে।

খুশি হ'য়ে বোগারেভ বলল: আমাদের এই কঠিন পশ্চাদপসরণের সময় এই হ'চ্ছে আমার মতে সুস্থ আলোচনা।

বাবাদযানিয়ান্ হাতঘড়ীর চকচকে কাঁচের দিকে একবার তাকাল।

* * *

জ্বলন্ত সহরে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির পর উপযুক্ত বিশ্রাম তাদের হ'লনা; সার্জেণ্ট-মেজর এসে ইগনাতিয়েভ্, রদিমস্তেভ আর সেদভ্‌কে জাগিয়ে খেতে যেতে ব'লল। জঙ্গলের ভারী অন্ধকারে রান্না ঘরের চার কোণা জানালাগুলো নিষ্প্রভ চোখের মত জ্বলছে। চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সব লাল সৈনিক—চাপা কথাবার্ত্তার গুঞ্জরণ উঠেছে;

খাবারের টিনগুলির টুক্-টাক্ আওয়াজ হ'চ্ছে। সবাই জানে যে এই রাত্তিরেই আক্রমণ আরম্ভ হবে।

ঠক্ ঠক্ আওয়াজ ক'রে চামচ দিয়ে ঝোল খেতে খেতে ওরা তিনজন গল্প-গুজব করছিল। রদিম্স্তেভ তিনটি আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেছে। সে সঙ্গীদের কাছে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিল:

—প্রথমবার সব কেমন যেন গোলমেলে লাগল। কি যে করতে হবে তাইই জানিনা। কেমন যেন ভয় লাগে। কোথা থেকে কি যে হবে, তা' বুঝিনা। কিন্তু আমি দেখছি টমিগানকে ওই জোচ্চোরগুলো নিদারুণ ভয় করে, যদিও আসলে বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়না। মেসিন্‌গানেরও কোন্ বিশেষ লক্ষ্য থাকেনা। একমাত্র কাজ হ'চ্ছে কোন গর্ত্তের ভিতর বা ঢিবির আড়ালে থেকে এগিয়ে যাবার জায়গাটি দেখে ঠিক করে নেওয়া। কিন্তু ওদের মর্টার বড় সাংঘাতিক, ভারী বিচ্ছিরি। বলতে কি ভাই, এখনও মনে করতে যেন গা শিউরে ওঠে। এর থেকে বাঁচার একমাত্র পথ—এগিয়ে যাও। যদি শুয়ে থাক বা পিছন ফের, তা' হ'লে আর রক্ষে নেই।

—দুর ছাই, বলে ওর কথায় বাধা দিয়ে ইগনাতিয়েভ্ বলে উঠল: সেই ভেরার জন্য আমার মনটা যেন কেমন করছে। যেন মনে হয় সে এখনও বেঁচে, আমার সামনে। নাঃ, কি যে সব!···

—না, মেয়েদের কথা আর ভাবিনা। রদিমস্তেভ বলে। এই যুদ্ধের ভিতর মেয়েদের সম্বন্ধে আমার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা নষ্ট হ'য়ে গেছে। দেখতে ইচ্ছে ক'রে ছেলেগুলোকে। মেয়েদের ব্যাপারে আমি···আমি বাবা জার্ম্মাণ ষাঁড় নই।

—তোমার মাথা—তুমি কিছ্যু বোঝোনা। তার জন্য একটা দুঃখ হয়, এই। সেই শান্ত সুন্দর মেয়ে—এ তার কি পরিণাম! তার কেন এমন ঘটল! তাকে কেন ওরা মারল?

ঠাট্টা ক'রে রদিমস্তেভ্ ব'লে : দুঃখের পসরা নিয়ে চলেছ, দেখ্‌ছি। সমস্ত দিন ত' কেবল গিটার নিয়েই আছ।

সেদভ্ বল্‌ল : এর কোন মানে হয় না। ইপনাতিয়েভটা যেন কেমন!—পাতার ফাঁক দিয়ে সেদভ্ তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রদিম্‌স্তেভ্ তার গল্প ব'লে চলে। স্বরে তার ঘুমের জড়তা :

—বাড়ীতে দরজার শব্দে আমি চমকে উঠতাম। তখন রাত্তিরে বনে, বাগানে যেতে ভয় করত। কিন্তু এখন কিছুতেই আর ভয় পাই না। এক এক সময় ভাবি ব্যাপারটা কি? ক্রমে সব স'য়ে গেছে, কিম্বা এই যুদ্ধের ভিতর মনটাই বদলে গেছে, কঠিন হ'য়ে উঠেছে? অনেককে দেখেছি, ভয়ে কাঁপে। কিন্তু, কি কর্বে কর আমাকে নিয়ে,—ভয় আমি কিছুতেই পাব না। তা' ঠিক। আর এই আমি, কি ছিলাম! শান্ত, নিরীহ, সংসারী লোক।—এই যুদ্ধের মত এমন ভয়ানক কিছু আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আর আমি ওই দুরন্ত গোছেরও ছিলাম না—ছেলেবেলায়ও আমি কখনও মারামারি করিনি। এমন কি মার খেয়েও কখনও উল্টে মারিনি। আমি সব সময় কেঁদে ফেলতাম। ওদের জন্য কেমন যেন দুঃখ হ'ত।

এই পরিবর্ত্তনের কারণ দেখিয়ে সেদভ্ বলে : চারপাশে যা' দেখছি! বেসামরিক লোকদের কাছে সব শোনো, কাল রাত্তিরের আগুনের মত সব ব্যাপার দেখ—এর পর আর ভয় ব'লে কিছু থাকতে পারে না।

ভাবতে ভাবতে রদিমস্তেভ বল্‌লে—কি জানি। কিন্তু এখনও দেখি কেউ কেউ ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যায়। আমার মনে হয়, ব্যাটালিয়ন সেনাপতির কাছেই আমরা এ শিক্ষা পেয়েছি। যা' আছে, আঁকড়ে থাকব ; তাতে যাই হোক্।

সেদভ্‌ বলে: এক এক সময় বড় বেশী মূল্য দিতে হয়। কিন্তু জবরদস্ত সেনাপতি আমাদের। এমন সেনাপতি থাকতে ভাবনা কিছু নেই।

—ঠিক বলেছ। সৈনিকদের সম্বন্ধে বড় হুশিয়ার আমাদের সেনাপতি। অনর্থক বিপদের ভেতর ঠেলে দেবার লোক তিনি নন। আর সব চেয়ে বড় কথা,—বিপদ আপদ যাই-ই আসুক সেনাপতিকে সব সময়েই সৈনিকদের পাশে দেখতে পাবে। একটা ঘটনা শোনো—সেনাপতি তখন রীতিমত অসুস্থ; কিন্তু তা সত্বেও সমস্ত দিন বুক অবধি পাঁকে দাঁড়িয়ে তিনি কাজ করলেন আর শেষ পর্য্যন্ত থুথুতে তার রক্ত উঠতে লাগল। এ বলছি সেই যখন নোভাগ্রাদ ভলিনস্‌ক্‌এর দিকে শত্রুর ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছিল, তখনকার কথা। সেবার আমরা তাদের হঠিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর একটু গা শুকোনর জন্য আমরা গেলাম একটা জঙ্গলের ভিতর। সেনাপতি সেখানে শুয়ে পড়লেন—নড়বার শক্তিও আর নেই, এত দুর্ব্বল। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম: 'কমরেড ক্যাপ্টেন্‌, আপনি কিছু খান। কিছু রুটী আর মাংসের কাবাব এনেছি।' ক্যাপ্টেন চোখও খুললেন না। গলার আওয়াজেই তিনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। বললেন:—'ধন্যবাদ, কমরেড্‌ রদিম্‌স্তেভ্‌। আমি কিছু খাব না'। স্ত্রী ও ছেলেদের কাছ থেকে একখানি চিঠি আমি চাই। একেবারে সেই সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত তাদের কোন খবরই আমি পাইনি।—আর সে কেমন ভাবে এই কথাগুলি তিনি বললেন! ওর কাছ থেকে চলে আসতে আসতে ভাবলাম: হ্যাঁ, আমার পছন্দসই লোক বটে।

ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ উঠে দাঁড়িয়ে পা ছড়িয়ে আলস্য ভাঙবার জন্য হাত-পা ছড়িয়ে একবার কাশ্‌ল।

—আর কেবল গান নিয়েই এ আছে।

রদিমস্তেভের কথায় একটু রেগে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকের সুরে ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ বলল: তাতে হ'য়েছে কি?

—কিছু না, কিছু না। হবে আর কি। চ'লছে ত' বেশ, কিনা! রোজ মাংস, পরিজে প্রচুর মাখন, বাঁধাকপির ঝোল। আর কাজের কথা! গ্রামে তুমি এর থেকে বেশী কাজ করতে। তা' গান গাইবে না ত' আর করবে কি!

একটু দূরে অন্ধকারের ভিতর থেকে ইগ্‌নাতিয়েভের কথা শোনা গেল: তা' ঠিকই বলেছ ভাই, যুদ্ধ কিছু শক্ত কাজ নয়! রোস, এক কিলোগ্রাম বোমার টুকরো যখন নাড়ীভুঁড়ীর উপর মরিচের মত ছড়িয়ে দেবে, তখন বুঝবে কোনটা কঠিন;—বাড়ীর জীবন, না এখানকার!

সেদভ বলে: আহা, ঐ যে আমাদের কুরস্‌ক্‌-এর বুলবুল গান ধরেছে। —অন্ধকারে অদৃশ্য লোকটীর দিকে মুখ করে সে বলল, জার্ম্মাণদের গুলি বুঝি ভালো লাগে না?

বিরক্ত জবাব এল: আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে হে সময় মত।

৫]

ব্যাটালিয়ন্ এগোতে আরম্ভ করল। সৈনিকেরা সব নীরবে মার্চ্চ করে চলেছে। কখনও কখনও শোনা যাচ্ছে কোন সেনাপতির চাপা গলা; আর কখনও বা শোনা যায় গাছের শিকড়ে হোচট খেয়ে কোন সৈনিকের বিরক্তির কোন শব্দ। ওক্ গাছের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা। গাছগুলি নীঃশব্দ, একটী পাতাও নড়ছে না। আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সেই কালো স্থির জঙ্গলটী যেন এক প্রকাণ্ড ছাঁচেঢালা এক নীরেট বস্তুপিণ্ডের মত। সরু পথ ধ'রে জঙ্গলের ভিতর থেকে একটী প্রশস্ত খোলা জমিতে বেরিয়ে এসে হঠাৎ মাথার উপর তারা-ভরা গভীর নীল আকাশ। আকাশ এত কালো যে আকাশের বুকে কক্ষচ্যুত তারার গতিপথে উজ্জল আলোর রেখায় চমক লাগে। কিন্তু একটু পরেই আবার চারিদিকে ঘিরে এল ঘন জঙ্গল—আকাশ যেন চক্চকে সোনালী দানার পরিজে ভরা একটী পাত্র; প্রকাণ্ড ওকের থাবা তাকে নাড়ছে। জঙ্গল পিছনে পড়ে গেল—সামনে প্রশস্ত ক্ষেত। ফসল কাটা হয়নি। তারই ভিতর দিয়ে ওদের পথ। শীষ থেকে শস্য ঝরে পড়ার শব্দে, পায়ের নীচের খড়কুটোর শব্দে, পোষাকে শস্যের শীষ জড়িয়ে খস্খস শব্দে। অন্ধকারেও সৈনিকরা বুঝতে পারে যে এ গম, বার্লি আর ওকের ক্ষেত। এই পরিত্যক্ত ফসলের নরম গায়ে সৈনিকের ভারী বুটের দলন, অন্ধকারেও অনুভব করা যায় সে শস্য। বিষাদ মাখা বৃষ্টি-ধারার মত এই সোনালী শস্যের ঝরে পড়ার শব্দ ওদের কৃষক মনে যুদ্ধের দামামা হ'য়ে বাজে, যুদ্ধের স্বরূপ প্রকট করে তোলে। দিগন্তে আগুনের শিখা, তারার পানে ছুটে-চলা সন্ধানী বুলেটের লাল রেখা, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলিত বিলম্বিত সন্ধানী আলোর নীলাভ স্তম্ভ, দূরে বিধ্বংসী

বোমার প্রচণ্ড নির্ঘোষ—এ সবের থেকেও পরিত্যক্ত ফসলের অপমৃত্যু ওদের কাছে যুদ্ধের বিভৎসতার অধিকতর মর্ম্মস্পর্শ আবেদন। ইতিহাসে এই নিদারুণ যুদ্ধের কোন তুলনা নেই। এ যুদ্ধে শত্রু সমগ্র জাতীয় জীবনকে নির্ম্মমভাবে পদদলিত করে চলেছে—পিতা-পিতামহের কবরের উপরকার ক্রশ তারা মাটিতে চেপে পিষে দিয়ে যায়; ছোটদের বই তারা জালিয়ে দেয়; পূর্ব্বপুরুষের হাতে তৈরী আপেল আর কালো চেরীর বাগান ওরা নষ্ট করে ফেলে। উজ্জ্বল চোখ উৎসুক শিশুদের কাছে যে বুড়ী ঠাকমা সোনার টোপর পরা মোরগের গল্প করত, তার বুকের উপর দিয়ে চলে ওদের আক্রমণের চাকা; গ্রামের কামার বৃদ্ধ পাহারাদারকে ওরা ফাঁসী দেয়। ইউক্রাইন্, বিয়েলো রুশিয়া বা রুশিয়ার ইতিহাসে এর তুলনা নেই। সোভিয়েটের মাটিতে এমন আর কখনও ঘটেনি। রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভারী বুটে নিজেদেরই গম আর ওট্ পায়ে মাড়িয়ে লালসৈনিকরা একটি সরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠানে এসে পৌছল। এখানকার ছোট ছোট সাদা রংএর ইউক্রাইনী ধরণের কুটীরের আশে-পাশে রয়েছে সব লম্বা লেজওয়ালা ড্রাগন-আঁকা কালো রংএর ট্যাঙ্ক্। শান্ত প্রকৃতি, কোমল-স্বভাব রদিমস্তেভের চাপা ঠোঁটের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে: নাঃ, এদের সঙ্গে যুদ্ধে দয়া-মায়ার কোন স্থান আর নেই।

গোলাবাড়ীর কাছে প্রথম গোলা ফাটতে না ফাটতেই একজন লাল সৈনিক কাঁটাতারের বেড়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল। তার নাম আর কারও মনে নেই। কুটীরের আশ-পাশ দিয়ে সবার অলক্ষ্যেই সে বাগানের দিকে এগিয়ে গিয়ে গুঁড়ি মেরে একটী খড়ের গাদার উপর উঠে বসল; আগের দিনই জার্ম্মাণরা সেই খড় সংগ্রহ করে রেখেছে। একজন শাস্ত্রী ওকে দেখে চিৎকার ক'রে উঠল। লাল সৈনিক নীরবে গুঁড়ি মেরে এগিয়েই চলল। তার এই অদ্ভুত উদাসীনতা ও ধৃষ্টতায়

হতবুদ্ধি জার্মাণ শান্ত্রী মাথা ঠিক ক'রে টমিগান বের ক'রতে ক'রতেই লাল সৈনিক খড়ের গাদা থেকে কয়েক গজ দূরে গিয়ে বুকে গুলি বিঁধবার ঠিক আগের মুহূর্ত্তেই খড়ের গাদায় পেট্রোলের বোতলটা ছুড়ে মারল। জ্বলন্ত খড়ের লাল্‌চে হল্‌দে শিখায় গ্রামের স্কয়ারে জার্মান্ ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ীগুলি আলোকিত হ'য়ে উঠল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছয় শত গজ দূর থেকে কামানগুলি থেকে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হল।

রাগতস্বরে কমিসার নাভ্‌তুলভকে রুমিয়ান্‌স্তেভ্ বলল: পদাতিকরা দেরী করছে।

অনতিবিলম্বে একটা লাল রকেট আক্রমণের সংকেত জানাল। সঙ্গে সঙ্গে কামানগুলি থেমে গেল। মুহূর্ত্তের নীরবতা ভেঙ্গে আক্রমণের এই সংকেতের জন্য উদগ্রীব অপেক্ষায় প্রস্তুত লাল সৈনিকেরা লাফিয়ে উঠে এগিয়ে চলল। অন্ধকারে ঢাকা গাছের ঝোপ আর গমের ক্ষেতের উপর দিয়ে ভেসে এল এক বিলম্বিত স্বর: "হুর্‌-রা!" বাবাদযানিয়ানের দল আক্রমণে এগিয়ে চলেছে।

বাবাদযানিয়ান্ অধীর হ'য়ে সংকেতকারীর হাত থেকে টেলিফোন তুলে নিল। খাস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এক নম্বর কোম্পানীর সেনাপতি কথা বলছে—আমরা গ্রামের সীমানায় এসে গেছি। শত্রু পালাচ্ছে।

বাবাদযানিয়ান্ বোগারেভের কাছে এগিয়ে গেল। কমিসার দেখল ব্যাটালিয়ন সেনাপতির আগুনে-কালো চোখে অশ্রুর রেখা।

—শত্রু পালাচ্ছে, কম্‌রেড কমিসার, শত্রু পালাতে আরম্ভ করেছে।—নিঃশ্বাস ফেলারও তার অবকাশ নেই।—কিন্তু, আঃ, এদের বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা যেত!—স্বর তার ক্রমে চড়ছে—প্রায় চিৎকার করে বলল—কোচেত্‌কভের ব্যাটালিয়নকে মারতসালভ্ ঠিক জায়গায় রাখেনি। ব্যাটালিয়নকেও পিছনে রাখল কেন? ওদের ত' পাশে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে দেখা গেল গ্রামের সীমানা থেকে জার্ম্মাণরা স্কয়ারের দিকে ছুটে চলেছে। অনেকেই অর্দ্ধসজ্জিত; হাতে অস্ত্র-শস্ত্র আর কাপড় চোপড়ের বাণ্ডিল। লম্বা ব্যারাক জ্বলছে, স্কয়ারে ট্যাঙ্ক-গুলিতে আগুন লেগেছে, তেলের গাড়ীগুলি থেকে আকাশে উঠেছে ধোঁয়া আর আগুনের দীর্ঘ লাল শিখা। সৈনিকদের মাঝে দেখা গেল অফিসারেরা পিস্তল ঘুরিয়ে চিৎকার করে ভয় দেখাচ্ছে আর নিজেরাও ছুটছে।

প্রতীক্ষায় ছিল যে রিজার্ভ কোম্পানী তাদের কাছে ছুটে গিয়ে মারতসালভ্ চিৎকার করে নির্দ্দেশ জানালঃ মেসিনগান, মেসিন্গান এগিয়ে যাও!—মেসিনগান বাহিনীর সঙ্গে সে গ্রামের দিকে ছুটে এগিয়ে চলল।

কর্দ্দমাক্ত পথ ধ'রে জার্ম্মাণরা প্রায় নয় কিলোমিটার দূরে মারচিথিনা-বুদা গ্রামের দিকে হ'ঠে চলল। জার্ম্মাণরা অনেক সাঁজোয়া গাড়ী, ট্যাঙ্ক ও আহতদের নিয়ে যেতে পেরেছে।

ভোর হ'য়ে আসছে। বোগারেভ্ ধোঁয়ায় বিবর্ণ জার্ম্মাণ গাড়ী-গুলিকে পরীক্ষা করে দেখছিল—রং ও তেলের পোড়া গন্ধ, মৃত ধাতব দেহগুলি তখনও গরম।

বোগারেভ্ ভাবেঃ আজকের এই প্রভাত; এর সঙ্গে কালকের কোন মিল নেই। যুদ্ধ জয়ের বাড়া আনন্দ আর নেই।

লাল সৈনিকেরা হাসছে, মুখে চোখে আনন্দের জ্যোতি, সেনাপতিরা হাসছে; ঠাট্টা-তামাসার কথা চলছে। আহতরাও উত্তেজিত হয়ে রাত্তিরের যুদ্ধের কথা আলোচনা করছে, যদিও রক্তহীন ওষ্ঠ তাদের পাংশু।

বোগারেভ্ বোঝে যে সরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠানে জার্ম্মাণ ঘাঁটীর উপর এই দ্রুত পরিচালিত আকস্মিক আক্রমণ আমাদের দীর্ঘ পশ্চাদ-

পসরণেরই মাঝে একটী ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র। মর্ম্মে মর্ম্মে সে উপলব্ধি করে, কি বিস্তীর্ণ সোভিয়েটভূমি ছেড়ে আমাদের পিছু হঠতে হয়েছে। সে জানে যে গত কয়েক মাসে আমাদের হাজার হাজার গ্রাম শত্রুর হাতে চলে গেছে আর এই রাত্রে তারই মাত্র একটী গ্রাম ফিরে পাওয়া গেল। কিন্তু এই রাত্রে সে নিজের চোখে দেখেছে জার্ম্মাণ দস্যুকে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালিয়ে যেতে; সে শুনেছে ওদের ভীত, বিব্রত অফিসারদের বিহ্বল চিৎকার। লাল সৈনিকদের আলাপ আলোচনায় আজ প্রাণ-খোলা আনন্দের স্বর। ইউক্রাইন্ আর বিয়েলোরুশিয়ার সীমান্তের একটী গ্রাম থেকে জার্ম্মাণ দস্যুকে তাড়িয়ে দিয়ে সুদূর আর্ম্মেনিয়ার সেনাপতির চোখে আসে আনন্দের অশ্রু। তা-ও বোগারেভ দেখেছে। বিরাট বিজয়-মহীরুহেরই ক্ষুদ্র বীজ এই।

গত রাত্রির সকল আক্রমণে যারা অংশ গ্রহণ ক'রেছে তাদের ভিতর বোধ হয় একমাত্র বোগারেভই এই রেজিমেণ্টের বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থা জানে। বিদায় নেবার সময় ডিভিসানাল্ কমিসার তার শেষ নির্দ্দেশ জানিয়ে গেছেন—ঠেকাতেই হবে, দাঁড়াতেই হবে; শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও।

যুদ্ধক্ষেত্রের হেড্ কোয়ার্টারে বোগারেভ্ মানচিত্র দেখেছে। রেজিমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তার ধারণা খুবই স্পষ্টঃ সরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠানের পাশে এই অবস্থানে ওই কর্দ্দমাক্ত রাস্তাটী অধিকার ক'রে থাকতে হবে—রেজিমেণ্টের শেষ সামর্থ্য দিয়ে শত্রুর বড় রাস্তায় ঢোকার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে হবে; ওই বড় রাস্তাই পশ্চাদপসরণকারী প্রধান বাহিনীর পিছনে গিয়ে পড়েছে। বোগারেভ জানে যে এই রেজিমেণ্টের ভবিষ্যৎ মোটেই সহজ নয়।

সকাল সাতটায় এল এক ঝাঁক জার্ম্মাণ বোমারু।

জঙ্গলের পিছন থেকে ওরা হঠাৎ এসে পড়েছে। শাস্ত্রীরা উচ্চৈঃস্বরে জানাল—এরোপ্লেন! ঝাঁপিয়ে-পড়া বোমারুগুলি ঝাঁক ভেঙ্গে একটী

একটা করে এক লাইনে এসে এমন একটা বৃত্তাকারে দাঁড়াল যে প্রথম বিমানটার নাক একেবারে শেষ বিমানটার লেজের কাছে এসে পৌছল। সোজা সরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠানের উপরে এই বৃত্তাকার বোমারুর ঝাঁক ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল—তারা দেখছে নীচের অবস্থা কি। প্রায় দেড় মিনিট ধ'রে এই ভীষণ ঘুর্ণী চলল। নীচের সৈনিকরা ছেলেদের লুকোচুরি খেলবার মত লাফিয়ে লাফিয়ে এক আশ্রয় থেকে আর এক আশ্রয়ে ছুটোছুটি করছে। উঁচু গলায় সেনাপতিদের নির্দ্দেশ এল: "শুয়ে পড়! ছুটোছুটি কোরোনা!" হঠাৎ প্রথম বোমারুটা ঝাঁপিয়ে এল, তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টা। ভীষণ শব্দে বোমা ফাটলো। কালো ধোয়া, ধূলো আর মাটীর টুকরোতে আকাশ ছেয়ে গেল। যে যেখানে যত ঘনিষ্ঠভাবে সম্ভব মাটী আঁকড়ে পড়ে থাকল। বোমার শব্দ, বিস্ফোরণের আওয়াজ আর বোমারু ইঞ্জিনের গর্জ্জন যেন ওদের মাটী-মার বুকে বিঁধে ধরেছে।

একজন উঠে ঝাপিয়ে-আসা বোমারু লক্ষ্য করে টমিগান থেকে গুলি চালাতে আরম্ভ করল। সে ইগনাতিয়েভ্।

মিশানস্কী তার ট্রেঞ্চ থেকে চিৎকার করে বলল—কি করছ? পাগলের মত অমন ক'রে নিজেদের অবস্থানটা শত্রুকে জানিয়ে দিচ্ছ কেন!

ওর কথা সৈনিকের কাণে পৌছল না। সে টমিগান চালাতেই থাকল।

মিশানস্কী চিৎকার করে বলল—আমার আদেশ, বন্দুক থামাও!

খুব নিকটেই আর একটা টমিগান থেকে গুলি ছুটতে আরম্ভ করল।

—আর একজন···একি, আরম্ভ হ'ল কি···ব'লতে ব'লতে মাথা তুলে তাকিয়েই সে হঠাৎ থেমে গেল: কমিসার বোগারেভই দ্বিতীয় ব্যক্তি।···

রেজিমেণ্টের চিফ্ অব ষ্টাফ এসে জানাল : বোমা ফেলে জার্ম্মাণরা কিছুই করতে পারে নি। কি-কাণ্ড, পঁয়ত্রিশ মিনিট ধরে প্রায় পঞ্চাশটা বোমা ফেলার ফলে মাত্র দুই জন আহত হয়েছে; একজনের আঘাত অতি সামান্য। আর মাত্র একটা মেসিনগান জখম হয়েছে।

বোগারেভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে ভাবল : না, ফলটা অত সামান্য নয়—সৈনিকদের গলার স্বর আবার নেমে গেছে, আবার তাদের চোখে সেই নিদারুণ শঙ্কিত দৃষ্টি; সৈনিকদের উৎসাহ কমে গেছে।

ঠিক তখনই কোজলভ এসে হাজির হল। তার মুখ যেন শুকিয়ে গেছে। ভয়ানক রকমের যুদ্ধের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলে যেমন হয়, তার মুখে তেমনি ধূলি-ময়লার মলিনতা। হয়ত আগুনের ঝুল, কিম্বা বিস্ফোরণের ধোয়া, কিম্বা বিস্ফোরণের পর বাতাসে চালানো ধূলো এসে জমেছে তার গায়ের ঘামে। যুদ্ধের পর কিন্তু সৈনিকদের মুখ একটু শীর্ণ দেখায়, একটু মলিন আর কঠোর হ'য়ে ওঠে; কিন্তু চোখ হয়ে ওঠে আরও গভীর এবং শান্ত।

সে রিপোর্ট পেশ করল : কমরেড্ রেজিমেণ্ট সেনাপতি, ঝাইতসেভ পর্য্যবেক্ষণ করে ফিরে এসেছে। মারচিখিনা বুদাতে জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক এসে পড়েছে। ও এক শতটা পর্য্যন্ত গুনেছে। বেশীর ভাগই মাঝারি, কিছু ভারীও আছে।

সেনাপতিদের ভ্রুকুটিযুক্ত মুখের দিকে একবার দেখে শান্ত স্বরে মারতসালভ্ বলল :

—দেখুন কমরেড, জার্ম্মাণদের পক্ষে আমাদের অবস্থানটা কি রকম দাঁড়িয়েছে; যেন গলায় কাঁটা বেঁধার মত।

এই ব'লে সে স্কয়ারের দিকে চলে গেল।

লাল সৈনিকরা রাস্তার ধার দিয়ে ট্রেঞ্চ্ খুঁড়ছে আর ট্যাঙ্ক-রোখা দলগুলির জন্য গর্ত্ত তৈরী ক'রছে।

সুন্দর চেহারা ঝাভেলেভ্ আস্তে রদিম্‌স্তেভকে জিজ্ঞাসা করল: রদিম্‌স্তেভ্ তুমিই প্রথম জার্মাণদের গুদামে ঢুকেছিলে। লোকে বলে ওখানে নাকি ডজন ডজন হাতঘড়ি ছিল! সত্যি নাকি?

—হঁ্যা, ছিল। যা' ছিল তাতে আমার ছেলেদের এবং তাদের ছেলেদের হ'য়েও আরও কিছু হবে!

চোখ টিপে ঝাভেলেভ্ জিজ্ঞাসা করল: উপহার পাঠাবার মত কিছু রেখে দাও নি?

—তার মানে?…তুমি বলছ কি?—সন্ত্রস্তস্বরে রদিমস্তেভ্ বলল—সে আমার স্বভাব নয়, ওদের জিনিষ ছুঁতেই আমার ঘৃণা হয়। আর নেবই বা কেন—মৃত্যুপণ এ যুদ্ধ।

তারপর একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল—ইগনাতিয়েভকে একবার দেখ—আমরা যদি এক কোদাল মাটী তুলি, ও তোলে তিন কোদাল। আমরা ছু'জনে মিলে একটা ট্রেঞ্চ্ খুঁড়েছি, আর ও একাই এর ভেতরই ছুটো ট্রেঞ্চ খুঁড়ে চলে গেছে।

সেদভ্ বলে: আর দেখনা, হতভাগা আবার গান করছে। আর তা-ও জেনো, ছু'দিন ও ঘুমোয়নি।

কোদাল তুলে দাঁড়িয়ে রদিমস্তেভ্ কাণ পেতে সেই গান শোনে।

খুশীতে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে সে বলে—ও গান গাইছে! ব্যাপারটা দেখছ!

* * * *

সেদিন রাত্রে মারত্‌সালভ্ আর বোগারেভ একত্রে হেড্‌কোয়ার্টারে খেতে বসল। এক টুকরো মাংস তুলে মারত্‌সালভ বললে:

—কেউ কেউ গরম করে খায়, আমি কিন্তু ঠাণ্ডাই পছন্দ করি।

টিনের মাংসের পর এল রুটী আর পনির। তারপর চা। টিন খুলবার কাজ চলেছে বেয়োনেট দিয়ে। বেয়োনেটের ছুছল দিক দিয়ে মারতসালভ বড় এক খণ্ড চিনি থেকে টুকরো কেটে নিল।

মারতসালভ হঠাৎ উৎসাহে চিৎকার করে বলল—ওহো, একেবারেই ভুলে গেছলাম। কিছু র‍্যাস্‌প্‌বেরী জ্যাম রয়েছে যে। আপনি পছন্দ করেন ত কমরেড্‌ কমিসার?

—রীতিমত। র‍্যাস্‌প্‌বেরীই আমার প্রিয় জ্যাম।

—চমৎকার! আমি অবশ্যি চেরীই পছন্দ করি। চেরী বড় চমৎকার জ্যাম্‌।

একই সঙ্গে সশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একই সাথে মুখ তুলে ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল্‌।

যুদ্ধক্ষেত্রে লোকে পরস্পরের মনের কাছে এগিয়ে আসে দ্রুত। এক রাত্তির একদিন একজনের সঙ্গে থাকলেই মনে হয়, তার সম্বন্ধে জানবার বুঝবার কিছুই আর বাকী নেই—কি সে খেতে ভালোবাসে, কোন্‌ পাশে ফিরে শোয়, ঘুমের ঘোরে নাক ডাকে কিনা, তার স্ত্রীকে কোথায় পাঠান হয়েছে। সাধারণ শান্তির সময়কার দশ বৎসরের অতি নিকট বন্ধুত্বে যা জানা যায়, অনেক সময় এই যুদ্ধক্ষেত্রে তার থেকেও বেশী জানাজানি হ'য়ে যায়। যুদ্ধের ক্লান্তির ঘাম আর রক্তের বাঁধুনীতে গাথা বন্ধুত্ব বড় শক্ত। চায়ে চুমুক দিয়ে বোগারেভ জিজ্ঞাসা করে:

—আপনার মত কি, কমরেড্‌ মারতসালভ, আমাদের গত রাত্রির আক্রমণকে কি কৃতকার্য্য বলা যেতে পারে?

হেসে মারতসালভ্‌ বলে: অদ্ভুত আপনার প্রশ্ন, কমরেড্‌ কমিসার। রাত্রির অন্ধকারে আক্রমণ হল হঠাৎ, শত্রু পালিয়ে গেল, একটি বসতি অঞ্চল আমাদের হস্তগত হল।...আমাদের ত' পদক দেওয়া উচিত।

আপনি কি মনে করেন আমরা অকৃতকার্য্য হয়েছি, কম্‌রেড কমিসার ?

—নিশ্চয়ই। আমরা সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হয়েছি।

ওর দিকে ঝুঁকে মারতসালভ্ জিজ্ঞাসা করে : কেন ?

—কেন ? ট্যাঙ্কগুলি পালিয়ে গেল ! একি সহজ কথা, আপনি মনে করেন ? আরও ভাল পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগ থাকলে ওর একটী ট্যাঙ্কও পালাতে পারতনা। আর, আসলে ঘটল কি : প্রত্যেক ব্যাটালিয়ন্ সেনাপতি নিজের খুশিমত কাজ করে গেল, আর সবাই কি করছে না করছে, তা কেউ খোঁজ রাখেনি। ফলে, যেখানে শত্রুর ট্যাঙ্কগুলি ছিল, সেই কেন্দ্রস্থলেই গিয়ে পড়ল সমস্ত চাপ। এই হ'ল এক নম্বর। দ্বিতীয়তঃ, জার্ম্মাণরা যখন পিছু হঠতে আরম্ভ করল তখন ওদের পিছু হঠবার পথে গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণ চালনা করা দরকার ছিল ; তা' হলে ওদের একটী প্রাণীও বেরিয়ে যেতে পারত না। প্রাথমিক কয়েক ঝাঁক গুলি ছুড়বার পরই আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী চুপ করে গেল ; মনে হয়, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল এবং ওরা আর নতুন কোন নির্দ্দেশও পায়নি। শত্রুকে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যেত—কিন্তু তারা গেল পালিয়ে।

তারপর আঙ্গুলে গুণে গুণে বোগারেভ বলে : আরও অনেক কিছু আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। যেমন ধরুন, কিছু মেসিনগান শত্রুর পিছনে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। দেখুন না, ঐ যে ঝোপটা, ওটাত একেবারে যেন এই জন্যই ফরমাইশ করে তৈরী। শত্রু যখন পিছু হঠছিল তখন তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য মেসিনগান তৈরী থাকা দরকার ছিল। তা' না করে আমরা সব কিছুই সামনা-সামনি আক্রমণে নিয়োগ করে সোজা এগিয়ে গেছি ; প্রকৃতপক্ষে শত্রুর পাশ দিয়ে আক্রমণ করা সম্বন্ধে কিছুই করা হয়নি।

—এ কথা ঠিকই।—মারতসালভ ক্রটী স্বীকার করে।—ওরা একটা টমিগানের ভাঁওতা দেখিয়ে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীকে সেই দিকেই আকৃষ্ট করে রেখেছিল।

—তা' হ'লে বলুন, পদক পাবার যোগ্যতা আমাদের কই?—ব'লতে ব'লতে বোগারেভ হো-হো ক'রে হেসে ওঠে।—পদক পাবার কারণ কি এই যে একজন রেজিমেণ্ট সেনাপতি, কমরেড মারতসালভ, তার গোলন্দাজ বাহিনীর আগুন, তার রাইফেল্, মেসিনগান, টমিগান, ভারী ও হাল্কা কামান, এসবের উপযুক্ত অবস্থানাদি ঠিক না করে নিজেই একটি রাইফেল নিয়ে একটা কোম্পানীকে নিয়ে আক্রমণে এগিয়ে গিয়েছিল; এই? রাইফেল নিয়ে ছুটোছুটি না করে, রেজিমেণ্ট সেনাপতির উচিত ছিল ব'সে ভাবা,—ভাবতে ভাবতে তার কপালে ঘাম ফুটে উঠুক; দ্রুত ও স্পষ্ট সব কৌশলের সিদ্ধান্ত তার এই চিন্তার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসুক।

চায়ের পেয়ালা একধারে ঠেলে রেখে মারতসালভ বলল: এ সম্বন্ধে আপনি আর কি ভেবেছেন, কমরেড কমিসার?—ওর সুর ক্ষুণ্ণ।

হাসতে হাসতে বোগারেভ বলে: আরও অনেক কিছু ভাবছি। মনে হয়, ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল মোঘিলেভে। ব্যাটালিয়নগুলি কাজ করল সব নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী; আর রেজিমেণ্ট সেনাপতি একটি পর্য্যবেক্ষক কোম্পানী নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ল।

ধীরে মারতসালভ জিজ্ঞাসা করে: আর কি?

—আবার কি? সিদ্ধান্ত খুবই স্পষ্ট—রেজিমেণ্টে পারস্পরিক যোগাযোগ নেই; ইউনিটগুলি যুদ্ধে যোগ দিতে নিয়মিতভাবে দেরী করে; গোটা রেজিমেণ্টটাই চলে ধীরে, অগোছালো ভাবে; আর যুদ্ধের সময়কার সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও খারাপ, একেবারে যা' তা'। আক্রমণ চালাচ্ছে একটা ব্যাটালিয়ন্; কিন্তু জানেনা তার পাশে কে,—শত্রু, না

মিত্র! চমৎকার সব অস্ত্র যথাযথ উপায়ে ব্যবহৃত হয়না। যেমন, মর্টার যুদ্ধে লাগানই হ'ল না—সেগুলিকে কেবল সঙ্গে টেনে নিয়েই বেড়াচ্ছেন। শত্রুর পাশ দিয়ে এগিয়ে যাবার কোন চেষ্টাই রেজিমেণ্টের নেই; পাশে আক্রমণ করার পদ্ধতিই যেন অজ্ঞাত—কেবল সোজা-সুজি এগিয়ে চল! এই!

অস্ফুট স্বরে মারতসালভ্ বলে: হু, বেশ, তা' বেশ। এর থেকে কি সিদ্ধান্ত আসছে?

বিরক্ত হ'য়ে বোগারেভ্ বলে: সিদ্ধান্ত কিসের?···হ্যা, সিদ্ধান্ত সহজ: রেজিমেণ্ট ভাল লড়ছেনা; আরও অনেক ভাল হওয়া উচিত ছিল এর যুদ্ধ।

তবুও মারতসালভ জিদ্ ক'রে জিজ্ঞাসা করল: হ্যা, তা' ত' হ'ল। কিন্তু সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ আসল, মূল সিদ্ধান্তটা কি?

সে ভাবছিল যে কমিসার নিশ্চয়ই চরম মূল সিদ্ধান্তের কথাটা আর মুখে বলবেনা।

কিন্তু বোগারেভ্ সহজ স্বরেই বলল:

আপনি সাহসী, জীবনের ভয় আপনার নেই। কিন্তু আপনার পরিচালনা ভাল নয়। এ যুদ্ধ বড় জটীল। এ যুদ্ধে লাগছে বিমান, ট্যাঙ্ক, সমস্ত রকমের আগ্নেয়াস্ত্র—এ সব কিছু চলছে অতি দ্রুত এবং পরস্পরের সহযোগীতায়; প্রতি মুহূর্ত্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নানা জটীল সমস্যা দেখা দিচ্ছে; দাবার ছকের মত সমস্যা নয়, আরও জটীল; আর তার সমাধানও চাই দ্রুত।

—অর্থাৎ মারতসালভ্ উপযুক্ত নয়?

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে উপযুক্ত। কিন্তু আমি চাইনা যে সব ঠিক আছে ভেবে মারতসালভ্ নিশ্চিন্ত থাকে। মারতসালভের মত লোকেরা যদি সেই মনোভাব নিয়ে থাকে, তা' হ'লে জার্ম্মাণদের পরাজিত

করা তাদের দ্বারা হবেনা। জনসাধারণের এই যুদ্ধে কেবল যুদ্ধের অ-আ-ক-খই যথেষ্ট নয়, আরও গভীর জ্ঞান প্রয়োজন।—তারপর মারতসালভের দিকে তাকিয়ে নরম স্বরে বলল—আপনি চা খাচ্ছেননা যে?

মারতসালভ্ পেয়ালাটা আরও দূরে ঠেলে দিয়ে বিষন্ন ভাবে বলল: দরকার নেই।

বোগারেভ মৃদু হেসে বলে:

—এই দেখুন, কত তাড়াতাড়ি আমরা বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম; এই ত' আমরা চমৎকার র‍্যাসপ্‌বেরী জ্যামের সাথে চা খাচ্ছিলাম; কয়েকটা রূঢ়, অপ্রিয় কথা বললাম, আর অমনি আমাদের চায়ের মজলিস গেল ভেঙ্গে। আপনি আমার ওপর রাগ করে থেকে অসন্তুষ্ট হ'য়ে মনে মনে আকাশ-পাতাল গ্যালাগালি করতে থাকলে আমার খুব আনন্দ হয় না,—তা' নিশ্চয়ই বোঝেন, কিন্তু তবুও আমি খুশি হ'য়েছি, আমি সত্যিই খুশি হ'য়েছি আজকের এই ঘটনায়। কেবল বন্ধুত্ব করলেই আমাদের চলবেনা; শত্রুকে ধ্বংস করা আমাদের কাজ। রাগ আপনি করতে পারেন; সে আপনার মর্জ্জি; কিন্তু মনে রাখবেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি আজ আপনাকে বলেছি এবং তার প্রতি বর্ণ ই সত্য।

বোগারেভ বেরিয়ে গেল।

যতদূর দেখা গেল মারতসালভের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করল। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে সদ্য ঘুম-ভাঙ্গা চিফ্-অব্-ষ্টাফ্‌কে বলল:

কমরেড মেজর, শুনলেন কেমন করে আমাকে ধোলাই করে গেল, এ্যা? ওর দৃষ্টিতে আমি কিছু না! এ্যা! ভাবুন ত' একবার! 'সোভিয়েট ইউনিয়নের বীর' সম্মান. আমি পেয়েছি; চারবার আমি গুলি খেয়েছি বুকে!

হাই তুলে চিফ্-অব্-ষ্টাফ্ বলে :

—আমি গোড়াতেই বুঝেছিলাম ; বড় কড়া লোক।

তার কথায় কান না দিয়েই মারতসালভ্ বলে চলে :

—উঃ কি ভয়ানক! র‍্যাস্প্বেরী জ্যাম্ দিয়ে চা খাচ্ছে আর অনায়াসে ব'লছে, যেন কোন গুরুত্বই নেই : সিদ্ধান্ত? খুবই সহজ! বলে : আপনার রেজিমেণ্ট চালনা খারাপ! ভাবুন, কি ভয়ানক! একেবারে অপ্রত্যাশিত, আশ্চর্য্য! আমাকে কি না,…

৬]

মেরিয়া তিমোফিয়েভ্না চেরেদ্নিচেঙ্কো ডিভিসান কমিসারের মা। তার গায়ের রং ময়লা, বয়স সত্তর। সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার জন্য তৈরী হ'চ্ছে। প্রতিবেশীরা তাকে দিনের বেলায় তাদের সঙ্গে যেতে বলেছিল; কিন্তু তখনও তার রাস্তার জন্য রুটী তৈরী হয়নি, বিকেলের আগে রুটী তৈরী হবেনা। স্থানীয় কালেক্টিভ ফার্মের সভাপতি পরদিন সকালে যাবে। মেরিয়া তিমোফিয়েভনা তারই সঙ্গে যাবে ঠিক করেছে। তার পৌত্র লেনিয়া। বয়স এগারো বছর। যুদ্ধ আরম্ভ হবার তিন সপ্তাহ আগে স্কুলের ছুটীতে সে কিয়েভ্ থেকে বুড়ীর কাছে এসেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া থেকে বুড়ী ছেলের কোন খবরই পায়নি। তিন বছর আগে লেনিয়ার মা মারা গেছে। বুড়ী ঠিক্ করেছে লেনিয়াকে কাজানে তার মায়ের আত্মীয়দের কাছে নিয়ে যাবে। ডিভিসান কমিসার মাকে অনেকবার কিয়েভে গিয়ে থাকতে বলেছে,—কিয়েভের সুন্দর ফ্ল্যাটে বুড়ী বেশ আরামেই থাকতে পারত। বুড়ী প্রতি বছরই ছেলের কাছে যেত, কিন্তু একমাসের বেশী কখনও থাকেনি। ছেলে তাকে সহরের ভিতর গাড়ী ক'রে নিয়ে বেড়াত; বুড়ী দুবার ইতিহাস-মিউজিয়ামে গেছে; আর থিয়েটারেও যেত নিয়মিত। থিয়েটারে সবাই অর্কেষ্ট্রার সামনে প্রথম সারিতে এই কর্ম্মক্লিষ্ট জীর্ণ-হাত দীর্ঘাঙ্গী বৃদ্ধা কৃষক মহিলার দিকে আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়ে দেখত। তার ছেলের কাজ শেষ হতে দেরী হত; সে প্রায়ই শেষ অঙ্ক আরম্ভ হবার সময় আসত। পাশাপাশি চলতে চলতে ওরা যখন বেরিয়ে যেত, সবাই পথ ছেড়ে দিত—ওদের দিকে তাকিয়ে মেয়েরা ফিস ফিস করে বলত: মা—ছেলে।

অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় মেরিয়া তিমোফিয়েভ্না ১৯৪০ সালে ছেলের কাছে যেতে পারেনি। তাই, জুলাই মাসে একটা মহড়ায় যাবার পথে ছেলে এসে দুদিনের জন্য মায়ের কাছে থেকে গেছে। এবারেও সে মাকে কিয়েভ্-এ গিয়ে থাকতে বলেছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার জীবন চলেছে নিঃসঙ্গ, একক। তার চিন্তা যে লেনিয়া নারীর যত্ন ও আদরের থেকে বঞ্চিত; আর এই সত্তর বছর বয়সেও তার বুড়ী মা কালেকটিভ্ ফার্মের কাজ করে; জল তোলে, কাঠ কাটে—এও তার সহ্য হ'ত না।

বাবার হাতে লাগান আপেল গাছের নীচে বাগানে বসে চা খাবার সময়, সন্ধ্যার দিকে বাবার সমাধিস্থলে যাবার সময় সে নানা যুক্তি দেখিয়েছে। বুড়ী সব শুনেছে। শেষে সমাধিস্থলে গিয়ে বলেছে:

বলতে চাও, এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব? এখানেই আমি মরব। তুমি কিছু ভেবোনা বাছা।

আজ তাকে সেই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। আগের দিন সন্ধ্যায় সে এক প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। লেনিয়া সঙ্গেই ছিল। সে বাড়ী গিয়ে দেখে দরজা খোলা; উঠোনে দাঁড়িয়ে কালেকটিভ্ ফার্মের বুড়ো রাখাল ভ্যাসিলি কার্পোভিচ্ আর তার পাশে দুই পায়ের ভিতর লেজ ঢুকিয়ে দাড়িয়ে বাড়ীর ছোট বাদামী রং-এর কুকুরটা।

ভ্যাসিলি জানাল: ওরা চলে গেছে। ওরা জানত যে তুমি সকালে যাবে।

লেনিয়া বলল: না, আমরা কাল যাব। সভাপতি আমাদের একটি গরুর গাড়ী দিয়েছেন।

জানালার বাক্সে গৃহকর্ত্রী বৃদ্ধার হাতে সযত্নে তৈরী টোমাটোতে পাক ধরেছে; বাড়ীর সামনে বাগানে রকমারি ফুল; ফলগাছগুলির গুড়িতে চুণকাম করা—অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে এ সব এক অপরূপ

রূপে ফুটে উঠেছে। সামনের বাগানে সবুজ পাতার মাঝে সোনালী কুমড়ো চিক্ চিক্ করে ওঠে, সবুজ আবরণে শস্যের সাদা শাঁস ফুলে উঠছে, কলাই আর সীমের ডগা ভারী হয়ে ঝুলে পড়েছে ; সূর্য্যমুখীর কালো গোল চোখে স্থির দৃষ্টি।

মেরিয়া তিমোফিয়েভ্না পরিত্যাক্ত বাড়ীর ভিতরে গেল। এখানেও সব কিছুতে এক সুন্দর শান্তির ছাপ ; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ফুলের প্রতি গৃহকর্ত্রীর আকর্ষণের প্রমাণ সর্ব্বত্র—জানালার বাক্সে পুরো ফোটা গোলাপ ; টবে টবে আরও নানা ফুল ও গাছ-পালা। রান্নার টেবিলের উপর গরম লোহার পাত্রের বৃত্তাকার কালো দাগ, সাদা ফুল আঁকা সবুজ রংএর হাত-ধোয়ার জায়গা, অব্যবহৃত পেয়ালা রাখা পেয়ালাদান, দেয়ালে ঝাপ্সা ছবি—সব কিছুতে একটী শান্তিপূর্ণ দীর্ঘ ঘর-কন্নার ইতিহাসের আভাষ।—আজ এই বাড়ী ছেড়ে যেতে হ'য়েছে, ছেলেদের পড়ার বই গুলো নিয়ে যাওয়া হয়নি—এখানেই ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, নাতি-নাতনীদের কত শান্ত সুন্দর গ্রীষ্ম শীতের সন্ধ্যা কেটেছে কত আনন্দে। এমনিতর হাজার হাজার ইইক্রাইনীয় কুটির আজ পরিত্যক্ত—যারা কুটীর তৈরী করেছিল, যারা সেখানে বাস করত, কুটীর ঘিরে ঘিরে যারা সুন্দর গাছপালা তৈরী করেছিল, তারা সেই কুটীর পিছনে ফেলে ধূলো ঢাকা পথ ধরে চলেছে পূব দিক পানে।

লেনিয়া জিজ্ঞাসা করে : দাদু, ওরা কুকুরটাকে ছেড়ে গেছে ?

বুড়ো বলল : ওরা ওকে নিতে চায়নি। আমার কাছেই ও থাকবে। বল্‌তে বল্‌তে বুড়োর চোখে জল আসে।

সান্ত্বনা জানিয়ে মেরিয়া তিমোফিয়েভ্না বুড়োকে বলে : কেঁদে আর কি হবে ?

অসহায়ভাবে হাত নেড়ে বুড়ো তার কথায় সমর্থন জানায়।

তার ভারী হাতের এই অসহায় ভঙ্গীতে ফুটে ওঠে তাদের জীবনের

নিদারুণ কাহিনী। মেরিয়া তিমোফিয়েভ্না বাড়ী যাবার পথে বড় তাড়াতাড়ি চলতে থাকে। রোগা লেনিয়া বাবার মত হৃষ্টপুষ্ট নয়, মায়ের মতই সে একটু দুর্ব্বল। বুড়ীর সঙ্গে চলাই তার কষ্ট।

লেনিয়া জিজ্ঞাসা করে: ঠাক্‌মা, বলত, মুরগীর কি মেরুদণ্ড আছে?

ঠাক্‌মা অস্পষ্ট শব্দ ক'রে ওর প্রশ্ন থামিয়ে দেয়।

গ্রামের এই পথ দিয়ে চলা যে আজ আর যায় না।···এই রাস্তা দিয়েই সে বিয়ের সময় গাড়ী করে গীর্জ্জায় গিয়েছিল। এই রাস্তা দিয়েই সে মা, বাবা ও স্বামীর কফিনের পিছনে পিছনে গেছে। আর এই রাস্তা দিয়েই কাল তাকে তাড়াতাড়ি বাঁধা পোটলা-পুটলী নিয়ে গরুর গাড়ীতে করে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে—পঞ্চাশ বছর হ'ল সে এই বাড়ীর গৃহিনী, এই বাড়ীতেই তার ছেলেদের জন্ম হয়েছে আর এই বাড়ীতেই তার শান্ত মেধাবী পৌত্র তাকে দেখতে এসেছে।···

বিকেলের সূর্য্যের কিরণে গ্রামটী ঝক্ ঝক্ করে ওঠে। সাদা রংএর কুটীরগুলিতে, ফুলের বাগানে, সুন্দর পার্কে সবাই কাণাকাণি ক'রে একটি কথাই বলাবলি করছে—নদী পর্য্যন্ত কোথাও একজনও লাল সৈনিক নেই আর গ্রামে যৌথ কৃষিপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হবার সময় যে কোটেঙ্কো বুড়ো ডন্‌বানে চলে গেছল এবং পরে ফিরে এসেছিল, সে বাড়ীর বুড়ীকে বলেছে তাদের কুটীর চুণকাম করতে, ঠিক যেমনটি ইষ্টারের আগে করা হয়। বিধবা বুড়ী গুলিকেন্‌স্কায়া কূয়ো থেকে জল তুলতে তুলতে সবাইকে গল্প শোনায়:

—সবাই বলছে যে জমি আমার ভাগ হবে।···

গ্রামে নানা ভয়ানক দুষ্ট গুজব ছড়িয়ে পড়ে। বুড়োরা রাস্তায় এসে দূর পশ্চিম দিগন্তে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে—ঐ পথে আকাশে ধূলো তুলে দিনের শেষে গরু বাছুর ভেড়া ঘরে ফেরে—ঐ পথে দূর জঙ্গলের ওপার থেকে ওক গাছের পিছন থেকে কোন্ খান থেকে নাকি

জার্ম্মাণরা আসবে। বুড়ীরা কাঁদে, বিলাপ করে আর বাগানে, ঘরের মেঝেয় গর্ত্ত খুড়ে সব কিছু লুকিয়ে রাখে—লেপ, বুট, হাঁড়ি-কুড়ি, কাপড়-জামা—আর ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখে দূর পশ্চিম দিগন্তে। কিন্তু পশ্চিমে সব পরিস্কার, শান্ত।

কালেক্টিভ্ ফার্ম্মের সভাপতি গ্রিশচেঙ্কো কোটেঙ্কোর বাড়ী গেল মাসখানেক আগে তাকে যে চারটী বস্তা ধার দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি আনবার জন্য।

কোটেঙ্কো বেশ লম্বা, তার কাঁধ চওড়া, গোফজোড়া বেশ মোটা; বয়স পয়শট্টি। টেবিলে বসে সে চুনকামের কাজ দেখছিল।

শুভেচ্ছা জানিয়ে গ্রিশচেঙ্কো জানাল যে বস্তাগুলি নেবার জন্যই তার আসা।

বিদ্রূপের স্বরে কোটেঙ্কো বলে:

—যৌথ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, গ্রাম ছেড়ে যাবার জন্য তৈরী হ'চ্ছ, এ্যা?

কুটীল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে সভাপতি বলে: নিশ্চয়ই, যেতে ত' হবেই।—কোটেঙ্কো যেন এই কদিনে আরও সুস্থ সবল সোজা ও লম্বা হয়ে উঠেছে। তার কথাবার্ত্তা বেশ কাটাকাটা, কোন্ তাড়া নেই; আর সভাপতির সঙ্গে কথায় কোন সম্ভ্রমের লেশও নেই।

—হ্যা, হ্যা, যাবেই ত'। গ্রামের সোভিয়েটের সভাপতি চলে গেল, অফিসের সবাই গেল, কেরাণীরা গেল; তোমার সব লোকইত প্রায় চলে গেল; ডাক পিওন্ আর কৃষি-প্রতিষ্ঠানের ফোরম্যান্‌রাও চলে গেল। তা তুমি আর কি করবে!

বলতে বলতে সে হো হো করে হেসে ওঠে।

—এই ত' সব ব্যাপার।…কিন্তু বস্তাত' দিতে পারছিনা। বস্তাগুলি

আমার জামাই নিয়ে গেছে, বিয়েলি কোলোডিয়েভ্স্-এ। ওর ফিরতে ত' সেই পরশু।

মাথা নেড়ে গ্রিশচেঙ্কো শান্ত স্বরে বলে:

—তা' থাক্। তা' হঠাৎ যে বাড়ী চুনকাম্ করতে লেগেছ?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোটেঙ্কো বলে ওঠে: "বাড়ী চুণকাম?" ওর বলতে ইচ্ছা করছিল কেন ও বাড়ী চুণকাম করছে। কিন্তু স্বভাব-সতর্ক ও, গোপন করতে ও অভ্যস্ত—এখনও ওর মনে ভয় আছে। ও ভাবে: "কে জানে বাবা, এখনও হয়ত' ধরে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে!" যদিও পশ্চিম দিক এখনও পরিস্কার, এখনও যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বাড়ী বাড়ী ঘুরছে, তবুও ও আর ইচ্ছা দমন করতে পারছেনা; আনন্দে ও মাতাল হ'য়ে উঠেছে—মন খুলে আজ ও সব বলতে চায়; সুদীর্ঘ শীতের রাত্রির কত চিন্তা, কত কথা; বুড়ীর কাছ থেকেও গোপণ করা সব কথা, আজ ও প্রকাশ করতে চায়। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ও একবার ওর এক খুড়োর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। খুড়ো একজন এস্তোনীয়ার ধনী চাষীর খেত-মজুরী করত। সেই ধনী চাষীর প্রকাণ্ড গোয়াল, বাষ্পীয় কল, তার পাকা দাড়ী ঢাকা মুখ আর পশুর লোম দেওয়া লাল ওভারকোট ও কিছুতেই ভুলতে পারেনা। ওর মনে পড়ে, একদিন ও যখন জঙ্গলের ভিতর ক্ষেত-মজুরদের কাজ দেখতে গিয়েছিল, সেই মালিক পকেট থেকে একটি বোতল বের করে সিপি খুলে কি সুন্দর ভোদ্‌কা খাচ্ছিল। সে ব্যবসায়ীও নয়, কোন ভারী জমিদারও নয়; সাধারণ লোক—চাষী, কিন্তু ধনী এবং ক্ষমতাশালী। তখন থেকে কোটেঙ্কোর স্বপ্ন যে সে-ও অমনি ধনী হবে; অমনি সুন্দর সুন্দর গরু, ভেড়ার পাল, আর শত শত লালচে রং-এর শূকর তার হবে; ওর খামারেও অমনি সব ক্ষেত-মজুর কাজ করবে কয়েক ডজন। এই স্বপ্ন সার্থক করবার জন্য ও অক্লান্ত

ভাবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়েছিলও কম দূর নয়। ১৯১৫ সালে ওর বেশ কিছু জমি হয়েছিল এবং একটা বাষ্পীয় কলও তৈরী করিয়েছিল। তারপর এল বিপ্লব। ওর সব গেল; ওর দুই ছেলে লালফৌজে যোগ দিয়ে গৃহযুদ্ধের সময় মারা গেল। কোটেস্কো স্ত্রীকে বলল যে ও ছেলেদের ছবি ঘরে ঝুলানো হবেনা। আবার বুক বেঁধে দিনগুণে ও অনেক অপেক্ষা করেছে। ১৯৩১ সালে ডন্‌বাসে গিয়ে ও আট বছর এক খনিতে কাজ করেছে। কিন্তু ওর ধনী চাষীর স্বপ্ন ভাঙ্গবার নয়, ভাঙ্গেনি।

ও ভাবে আজ সেই স্বপ্ন সার্থক হবার দিন এসেছে।

বছরের পর বছর ও চেরেদ্‌নিচেঙ্কো বুড়ীর ঈর্শায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়েছে। কোটেস্কো দেখে, যে সম্মানের স্বপ্ন ও দেখেছিল জারের শাসনে পাবার আশায়, তাইই বিপ্লবের পর শ্রমের গৌরবে ওই বুড়ীর জীবনে সার্থক হয়েছে।—গাড়ী এসে তাকে সহরে নিয়ে যায়; সেখানে থিয়েটারে সে বক্তৃতা করে। জেলার খবরের কাগজে বুড়ীর ছবি দেখে ওর মন ঈর্ষায় পুড়ে ওঠে।—বুড়ীর ছবি—পাতলা ওষ্ঠ, কাঁধে কালো শাল,—যেন বিজ্ঞের দৃষ্টিতে কঠোরভাবে ওকে দেখে; সে যেন ওকে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসে। ছবির বুড়ী যেন বলেঃ "এঃ কোটেস্কো, জীবনটা তোমার বিপথে চলেছে।" বুড়ীকে যখন শান্ত মুখে ক্ষেতে কাজ করতে যেতে দেখে, প্রতিবেশীরা যখন বলেঃ "তিমোফিয়েভ্‌না ছেলেকে দেখতে কিয়েভ্ গেছে,—একজন লেফ্‌ট্ন্যান্ট এসেছিল নীল মোটরগাড়ী করে ওকে নিয়ে যেতে," তখন ঘৃণায় বিদ্বেষে ওর মন বিষিয়ে ওঠে।

কিন্তু আজ কোটেস্কো বোঝে যে তার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়নি, সে ঠিক পথেই চলেছে, মেরিয়া তিমোফিয়েভ্‌নারই ভুল। সেই এস্তোনিয়ার ধনী চাষীর অনুকরণে তৈরী তার এই দাড়ী অকারণ নয়, তার প্রতীক্ষা ব্যর্থ নয়, স্বপ্ন তার অলীক নয়।

সভাপতি ওকে তাকিয়ে দেখছিল ; যেন ওর ভেতর কিছু খুঁজছিল। ও তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিল : "ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ; দীর্ঘ প্রতীক্ষা তোমার শেষ হ'য়ে এল ; আর একটী দিন।"

তারপর হাইতুলে বলল :

—জানিনা, বুড়ীর হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে। আর স্ত্রীলোকের মাথায় একবার কিছু ঢুকলেই হ'ল ; তার ত' আর চারা নেই।

সভাপতির সঙ্গে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ ধরে ওর শূন্য দৃষ্টি পড়ে থাকল জনহীন রাস্তার উপর দিয়ে,—মাথায় তখন ওর নানা আনন্দের উত্তেজনার চিন্তা নড়ে চড়ে উঠছে।

"আমার জমিতে চেরেদ্‌নিচেঙ্কোর বাড়ী। তা' হ'লে বাড়ীখানা হবে আমারই। আর, থাকতে চাইলে আমাকে সোনার মুদ্রায় ভাড়া দিতে হবে।...যৌথ আস্তাবলও আমার জমিতে, অর্থাৎ ও আস্তাবলও হবে আমার।...আর যৌথ ফলের বাগানওত আমরই জমিতে ; তা' হ'লে ওখানকার চেরী আর আপেল গাছগুলিও আমার হবে।...আর এ-ও আমি প্রমাণ করে ছাড়ব যে যৌথ প্রতিষ্ঠানের মৌমাছিগুলি আমারই ; বিপ্লবের পর আমার মৌচাকগুলিই ওরা নিয়েছিল।..."

নির্জ্জন নিস্তব্ধ পথ। মুখ থুবড়ে ধুলোগুলি যেন পড়ে আছে ; রাস্তার দু'ধারে গাছের একটি পাতাও নড়ছেনা। দূর দিগন্তে পূর্ণ সূর্য্য শান্ত মুখে আবির ছড়িয়ে মাটীতে মিশে যায়।

কোটেঙ্কো ভাবে : আর দেরী নেই।

* * *

লেনিয়া প্রশ্ন করে : আমরা ঠিক সময়ে চলে যেতে পারব ত ঠাকুমা ?

—তা' পারব, লেনিয়া।

—কিন্তু, ঠাকুমা, আমরা যে কেবল পেছিয়েই চলেছি। কেন ? জার্ম্মাণরা কি সত্যিই বেশী শক্তিশালী ?

—ঘুমিয়ে পড়, লেনিচ্কা। দিনের আলো ফুটতেই কাল বেরিয়ে পড়তে হবে। ঘণ্টাখানেকের জন্য আমিও একটু বিশ্রাম ক'রে নেব; তারপর উঠে সব গুছিয়ে নেব। উঃ, বুকে যেন পাথর চেপে আছে, শ্বাস ফেলতেও যেন কষ্ট হয়। এ পাথর ঠেলে ফেলার সামর্থ্যও যে আমার নেই।

—বাবাকে কি ওরা মেরে ফেলেছে, ঠাক্‌মা?

—কি বলছ তুমি, লেনিয়া! সে ক্ষমতা ওদের নেই। তোমার বাবা ঢের শক্তিশালী।

—হিটলারের থেকেও?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তোমার ঠাকুরদার মত তোমার বাবাও ছিল একজন কৃষক; এখন সে জেনারেল্ হ'য়েছে। খুব তেজী তোমার বাবা, খুব শক্তিশালী।

—কিন্তু ঠাক্‌মা, বাবা ত' কিছু বলে না। আমায় কেবল হাটুর ওপর তুলে নেয়; কিছু বলে না ত'! কিন্তু আগে আমরা এক সঙ্গে গান গাইতাম।

—এখন ঘুমোও, লেনিয়া, ঘুমিয়ে পড়।

—গরুটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, ঠাক্‌মা?

আজকের মত এমন দুর্ব্বলতা মেরিয়া তিমোফিয়েভ্‌নার জীবনে আর কখন আসেনি। করবার রয়েছে কত কিছু, কিন্তু হঠাৎ যেন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। শ্রান্তি আর অবসন্ন ভাব ঘিরে আসে।

বেঞ্চির উপরে তোষক পেতে একটী বালিশ মাথায় দিয়ে সে শুয়ে পড়ে। আগুনে ঘরটী বেশ গরম। উনুন থেকে বের করা সোনালী সদ্য রুটীগুলি থেকে সুন্দর গন্ধ বেরিয়ে ঘরটীকে ভরিয়ে দিয়েছে। এমনি করে উনুন থেকে তৈরী রুটী বের করা এই কি শেষ? নিজের গমের রুটী আর কি কখনও হবে না? এও কি সম্ভব? কত চিন্তা

কত ভাবে এলোমেলো হয়ে মাথায় ভীড় করে আসে। ···ছেলেবেলায় বাবার বিছানায় শুয়ে এমনি করেই ত' সে তার মাকে রুটী তৈরী করতে দেখত। ঠাকুরমা ডাকত ঃ "মাস্কা, এদিকে এস।" ··ছেলের কথা মনে আসে। সে এখন কোথায়? বেঁচে আছে ত'? তার কাছে সে কেমন করে যাবে?···দিদি ডাকত, "মাস্কা, ও মাস্কা," আর ঠাণ্ডা মেঝের উপর দিয়ে ও ছুটে যেত।···দেয়াল থেকে সমস্ত ছবিগুলি খুলে নিতে হবে। ফুল থাকবে। ফলের গাছ থাকবে। কবরগুলি সব থাকবে। শেষ বিদায় নেবার জন্য সমধিস্থানে যেতে হবে একবার।···বিড়ালটাও থাকবে। কৃষকরা গল্প করেছে, জ্বালিয়ে দেওয়া গ্রামগুলিতে কেবল বিড়ালগুলিই থাকে। কুকুর প্রভুর সঙ্গে চলে যায়, কিন্তু বাড়ীতে অভ্যস্ত বেড়াল ঘর ছাড়তে চায়না।···কী গরম, নিঃশ্বাস ফেলতে কি কষ্ট, হাত দুটো কী ভারী হয়ে উঠেছে! সত্তর বছরের জীবনের সমস্ত পরিশ্রমের অবসাদ যেন আজ একসঙ্গে এসে ওকে ঘিরে ধরেছে। গাল ব'য়ে চোখের জল ঝরে অবিরাম।···একবার যখন নেকড়ে এসে পালের সবচেয়ে মোটা হাঁসটাকে চুরি করে পালিয়েছিল, বিকেলে বাড়ী ফিরলে মা জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ

মাস্কা, হাঁস কোথায়?

কোন জবাব না দিয়ে ও কেবল কেঁদেছিল। সাধারণতঃ গম্ভীর আর মেজাজী ওর বাবা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল ঃ "কেঁদনা মা, কেঁদনা।" আজ মনে হয় যে এখনও যেন বাবার সেই রুক্ষ হাতের আদুরে স্পর্শের আনন্দেই সে কাঁদছে।

জীবনের এই অতি নিদারুণ রাত্রে তার কাছ থেকে সময়ের অস্তিত্ব মুছে যায়—ছাড়বার মুখে আজ এই ঘরে তার মনে ভেসে ওঠে ছেলেবেলার কথা, কিশোরী জীবনের কথা, বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনগুলির কথা। সদ্যোজাত শিশুর কান্না কাণে ভেসে আসে, কাণে আসে

তুষ্টু বান্ধবীদের চাপা আনন্দের গুঞ্জরণ। চোখের সামনে যেন তার কালো চুলে যুবক স্বামী নিমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে টেবিলে বসেছে, ছুরি কাঁটার শব্দ উঠেছে, তরমুজ কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সবাই গান ধরল; সে-ও সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানে যোগ দিল; সবার দৃষ্টি তার উপর, তাও সে অনুভব করল। তার দিকে তাকিয়ে তার স্বামীর চোখে কি গর্ব্বের দৃষ্টি! আফান্‌সি বুড়ো মাথা নেড়ে বলেছিল: "আমাদের সেই মেরিয়া!..."

ঘুমিয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গে এক অদ্ভুত শব্দে—অতি বিকট শব্দ, এ গ্রামে এমন নিদারুণ শব্দ সে জীবনে শোনেনি। লেনিয়া জেগে ডাকছিল: "ঠাক্‌মা, ঠাক্‌মা, শিগগির ওঠ। ওঠ ঠাক্‌মা, আর ঘুমিও না।..."

তাড়াতাড়ি ও জানালার কাছে যায়।...

এখনও রাত্রি, না কোন নিদারুণ নূতন দিনের হল সুরু? সব লাল হ'য়ে গেছে, সমস্ত গ্রামটা—ঘরগুলি, গাছের গুঁড়ি, ফলের বাগান, বাগানের বেড়া—সব কিছুর উপরে যেন রক্তাক্ত জল ঢেলে দিয়েছে। গুলির শব্দ, মোটরের ইঞ্জিনের গর্জ্জন, গোলমাল, চিৎকার। জার্ম্মাণরা এসে গেছে। দস্যুদল চড়াও করেছে গ্রাম।...

মেরিয়া তিমোফিয়েভ্‌না বোঝে যে সামনে তার মৃত্যু উপস্থিত।

—লেনিয়া, ছুটে ভ্যাসিলি কার্পোভিচের কাছে চলে যাও, সে তোমাকে নিয়ে তোমার বাবার কাছে যাবে।

বুড়ী লেনিয়াকে কাপড় পরিয়ে দিল। সে দুর্ব্বলতা আর নেই, চোখ শান্ত। সে জানে যে সে মরতে বসেছে, আর সে মৃত্যু বরণ করবার উপযুক্ত শক্তিও সে অনুভব করে। চিন্তা আর এলোমেলো নয়; পরিস্কার তার চিন্তার ধারা।

—টুপি কই?

—ঠাণ্ডা নেই, টুপি ছাড়াই যেতে পারবে।

লেনিয়া যেন সব বুঝতে শিখেছে, বড় হয়েছে—সে সহজেই বোঝে যে সোনার বোতামের নাবিকের জ্যাকেট্ পরা ঠিক হবেনা।

আস্তে লেনিয়া জিজ্ঞাসা করে ঃ

—ছোরা আর বড়সী নেব ?

—নিতে পার, নিয়ে নাও—বলতে বলতে বুড়ী ওর খেলার পিস্তলটা এনে দেয়।

লেনিয়াকে জড়িয়ে ধরে বুড়ী ওর গালে চুমু দেয়।

—এবার যাও, লেনিচ্‌কা। বাবাকে বোলো, আমার স্নেহ আর তোমাকে আমি পাঠালাম ; আর ভুলোনা যেন বুড়ী ঠাকুমাকে।

ওদের উঠোনের দিকে জার্ম্মাণরা আসতে আসতেই লেনিয়া ছুটে বেরিয়ে গেল।

—শব্জী বাগানের ভিতর দিয়ে যাও, শব্জী বাগানের ভিতর দিয়ে।

লেনিয়া ছুটে বেরিয়ে গেল। অপরিপক্ক শিশুমনে ঠাকুমার বিদায়-কালের কথাগুলি যেন গেঁথে যায়। তখন সে বোঝেনা যে এই কথাগুলি আবার তার মনে জাগবে, সে কথাগুলি জীবনে সে ভুলবেনা।

রাত্রে মারতসালভ্ টেলিফোনে ডিভিসান্ সেনাপতি কর্ণেল পেট্রভ্‌কে ডাকল। কথা চালান বড় শক্ত, বারবার সংযোগ কেটে যায়, কথা শোনাও শক্ত। কথা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, লাইন্ একেবারে কেটে গেল। কর্ণেল যা' ব'লেছে তার থেকেই মারতসালভ্ বুঝল যে যুদ্ধক্ষেত্রের এই ডিভিসানের অংশের অবস্থা গত কয়েক ঘণ্টার ভিতর আরও অনেক খারাপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মিশান্‌স্‌কিকে জাগিয়ে সে বারো কিলোমিটার দূরে ডিভিসান্ হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিল। এক ঘণ্টার ভিতর ডিভিসান সেনাপতির একটী লিখিত নির্দ্দেশ নিয়ে মিশান্‌স্‌কি ফিরে এল। একটী ঘন জঙ্গলের পূব দিকে একটী জলা আগষ্ট মাসের গরম আর ক্ষরায় শুকিয়ে গেছে। সেই স্থযোগে একটী জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক-বাহিনী অনেক মোটর চালিত পদাতিক নিয়ে এই ডিভিসনের পিছনে ঢুকে গেছে। মারতসালভের রেজিমেণ্টের পাহারায় রক্ষিত পথটী এড়িয়ে জার্ম্মাণরা বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে। এই নূতন পরিস্থিতিতে ডিভিসনের উপর নির্দ্দেশ এসেছে বড় রাস্তায় এগিয়ে গিয়ে এখনকার অবস্থানের দক্ষিণে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। একটী হাউইৎজার-ইউনিটের সঙ্গে মারতসালভের রেজিমেণ্ট রাস্তা আগলে পিছিয়ে পড়বে। মিশানসকি বলল, সে ডিভিসান হেড্‌কোয়াটারে থাকতে থাকতেই টেলিফোনের তার গুটিয়ে, সব মাল গাড়ী বোঝাই করা হচ্ছিল; দুটী পদাতিক রেজিমেণ্ট, ডিভিসানের গোলন্দাজ বাহিনী ও হাউইৎজার রেজিমেণ্ট বেরিয়ে পড়বার জন্য তৈরী হয়ে গেছে; ফিল্ড-হাসপাতাল সকাল ছ'টার সময়ই রওনা হ'য়েছে।

লেফটেন্যাণ্ট্ কজলভ্ জিজ্ঞাসা করে—তা' হ'লে আনিচ্‌কার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?

—আনিচ্কা ? আমি ওখানে থাকতে থাকতে দু'জন 'সংযোগ কৰ্ম্মী' আসে—একজন সামরিক হেড কোয়ার্টার থেকে আর একজন দক্ষিণ পার্শ্বের হেড কোয়ার্টার থেকে। এর নাম মেজর বিলিয়ায়েভ্—আগে, ব্রেষ্ট্এ ওর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল। ও বলে, ওদের অংশে দিন রাত ভয়ানক যুদ্ধ হচ্ছে। আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী বেশ ভালো হাতেই ওদের দিয়েছে, কিন্তু তবুও ওরা চাপ দিচ্ছে।

চিফ্ অব্ ষ্টাফ্ বলে—হ্যাঁ, অবস্থাটা বেশ শক্ত হ'য়ে উঠেছে!

তার দিকে ঝুঁকে মিশানসকি চাপা গলায় বলে—এক কথায় ব্যাপারটা দাঁড়ায়ঃ পরিবেষ্টিত।

রাগতস্বরে মারতসালভ্ শাসিয়ে বলে—থামাও ওসব পরিবেষ্টিত হবার কথা—। আমাদের কাজ—নির্দ্দেশ পালন করা।

আর্দ্দালীর দিকে ফিরে বলল—ব্যাটালিয়ন্ সেনাপতিদের আর হাউইৎসার ইউনিটের সেনাপতিকে ডেকে দাও। কমিসার কোথায়?

চিফ্ অব্ ষ্টাফ্ জবাব দিল—

—কমিসার স্যাপারদের সঙ্গে আছেন।

—তাকে হেড্ কোয়ার্টারে আসতে বল।

অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রির মাঝে যেন কি একটা আশঙ্কা গুঁড়ি মেরে রয়েছে। তারায় তারায় কম্পিত আলোকে আশঙ্কা, শান্ত্রীর পায়ের নীচের শুকনো পাতায় ওঠে আশঙ্কার ক্ষীণ মর্ম্মরধ্বনি, আশঙ্কা ঘিরে আসে নিশ্চল গাছের সারির অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট ছায়ার জগতে। শুকনো ডাল ভেঙ্গে ঝোপ-ঝাপের [redacted] স্কাউট্দের পাশ দিকে আশঙ্কা গুঁড়-গুঁড় ক'রে ফেরে—রেজিমেণ্ট হেড কোয়ার্টারের খুব কাছাকাছি না এলে সে স্কাউটের সঙ্গ ছাড়ে না। কাছাকাছি কোন্ পুকুরে অন্ধকার জলে ছিপ্-ছ্বাপ্ খল্ খল্ ক'রে ওঠে আশঙ্কার পায়ের আঘাত। আকাশে মাটীতে, জলে—সর্ব্বত্র চাপা আশঙ্কার ভুতুড়ে উপস্থিতি। এই আশঙ্কার

আবহাওয়ায় হেড্ কোয়ার্টারে যেই ফেরে তাকে সবাই নানা প্রশ্ন করে, খারাপ খবর কিছু যদি থাকে; দূর আকাশে ক্ষীণ মেঘের গর্জ্জনে সবাই কাণ খাড়া ক'রে শোনে; এতটুকু শব্দ হ'তেই রাইফেল উচিয়ে শাস্ত্রী হুঁসিয়ারী হাঁকে "থাম, নইলে গুলি করব!" এই অবস্থার ভিতর বোগারেভ রাইফেল্ রেজিমেণ্টের সেনাপতি মারতসালভ্কে বার বার দেখে আর খুশীতে তার মন ভরে উঠে। একমাত্র মারতসালভই হেসে কথা বলে, তার কথায় আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে; স্বাভাবিক সহজ তার কথাবার্ত্তা চাল-চলন। সে হাসে, ঠাট্টা করে আর এই বিপদের ছায়ায় ঘেরা এই রাত্রিতে হাজার হাজার লোকের জীবন, তাদের অস্ত্র-শাস্ত্র আর তাদের রক্ষিত ভূমির গুরু দায়িত্ব সমগ্র ভাবে তারই উপর।

এই রকমের একটী রাত্রির ভিতরই লোকের মনের কত উচ্চ চেতনা ফুটে উঠে স্বচ্ছ সবল দৃঢ় হ'য়ে ওঠে! আর এই সমগ্র বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রের সর্ব্বত্র হাজার হাজার লেফ্‌টেন্যাণ্ট, মেজর, জেনারেল, কমিসার এই রকমের কত গুরু দায়িত্বপূর্ণ মুহূর্ত্ত, দিন, সপ্তাহের ভিতর দিয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ইস্পাতের মত মজবুত ক'রে গ'ড়ে পিটিয়ে শানিয়ে তুলছে।

তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সব সেনাপতিদের সঙ্গে মারতসালভ্ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রল। পয়ত্রিশ বছর বয়সের এই মেজর এই গভীর সমস্যার ভিতরও ধীর, শান্ত।

চিফ্ অব্ ষ্টাফ্ জিজ্ঞাসা করে ব্যাটালিয়নকে সংকেত জানান হবে কি না।

—আর এক ঘণ্টা ঘুমুতে দিন। ঘুম থেকে উঠতে ত' সৈনিকের দেরী হয়না। আর বুট পরেই ত' সব শুয়েছে নিশ্চয়।—বোগারেভের দিকে ফিরে বলে—ডিভিসান সেনাপতির নির্দ্দেশ শুনান।

বোগারেভ্ প'ড়ে শোনালো। রেজিমেণ্টের উপর নির্দ্দেশ, রেজিমেণ্টের বর্ত্তমান লক্ষ্য: একটীমাত্র ব্যাটালিয়ন্ দিয়ে কর্দমাক্ত

রাস্তায় জার্ম্মাণদের অগ্রগতি বন্ধ রাখতে হবে আর বাকী শক্তি উঝ্ নদীর পারাপার রক্ষার জন্য নিযুক্ত হবে।

মারতসালভের যেন কিছু একটা অতি সাধারণ কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে: হ্যা, আর একটু কথা আছে।—রুমাল দিয়ে কপাল মুছে বলল: বেশ গরম পড়েছে। খোলা বাতাসে বাইরে যাওয়া দরকার।

কয়েক সেকেণ্ড অন্ধকারে নীরবে কেটে গেল। মারতসালভ্ ধীরে বলল:

—অবস্থাটা এই। মিশানসকি আসার প্রায় পনের মিনিট পরই জার্ম্মাণরা রাস্তাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ডিভিসান্ হেড্ কোয়ার্টার কিম্বা আশপাশের কোন ইউনিটের সঙ্গেই আমাদের যোগাযোগ আর নেই। এক কথায়, আমাদের রেজিমেণ্ট পরিবেষ্টিত হ'য়ে পড়েছে। এই আমার সিদ্ধান্ত: রেজিমেণ্ট নদীর পারঘাটে যাবে এবং সেখানে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করে' পাশের ইউনিটে যাবার পথ করে নেবে; আর বাবদযানিয়ানের ব্যাটালিয়ন্ এবং হাউইৎসার-ইউনিট রাস্তার জঙ্গলী অঞ্চলে থেকে শত্রুকে আটকে রাখবে।

আবার সব চুপ-চাপ।

মারতসালভ্ বলে—অবিরাম সন্ধানী বুলেট্ ছুড়েই চলেছে।

বোগারেভ্ বলল: হ্যা, আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক।

—আচ্ছা, তা' হ'লে—মারতসালভ্ আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল···একটা সবুজ আলো। আমি ব্যাটালিয়নের সঙ্গে থাকব। ···ঐ আবার একটা শিখা।

বোগারেভ্ হঠাৎ বলল: না। ব্যাটালিয়নের সঙ্গে আমিই থাকব। আমি দেখাচ্ছি, আমি কেন সঙ্গে থাকব, আর আপনি কেন চালনায় থাকবেন।

বোগারেভ্ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিল। অন্ধকারেই ওরা বিদায়

নিল। বোগারেভ্ মারতসালুভের মুখ দেখতে পেলনা, কিন্তু বুঝল যে চায়ের টেবিলের সেই অপ্রীতিকর আলোচনার কথা তার মনে আছে।

এক ঘণ্টার পর রেজিমেণ্টের যান-বাহন চলতে আরম্ভ করল। ঘোড়াগুলি নিঃশব্দে চলেছে, ওদের হ্রেসারবও চাপা, ওরাও যেন বুঝেছে যে রাত্রির এই গোপন গতিবিধি অসংযত চিৎকারে শত্রুর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। লালসৈনিকরা অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার অন্ধকারে মিশে যায়। যারা থাকলো তারা নীরবে চেয়ে দেখে। এই নীরব বিদায় যেন এক বিরাট পবিত্র অনুষ্ঠান, কিন্তু তেমনি করুণ।

ভোরের আগে হাউইৎসার ইউনিট নির্দ্দিষ্ট অবস্থানের জন্য বেরিয়ে পড়ল। গোলন্দাজরা পরিখা খুঁড়ে জঙ্গল থেকে ডাল-পালা টেনে কামানের উপর মুখোস টেনে দিল। হাউইৎসার-ইউনিটের সেনাপতি রুমিয়ান্‌স্তেভ্ আর কমিসার নাভতুলভ গোলাবারুদ রাখবার গুদাম তৈরীর কাজ পরিচালনা করল। শত্রুর ট্যাঙ্ক আক্রমণের সম্ভাবনা যেখানে বেশী সেগুলি দেখে ঠিক করা, আগত যুদ্ধের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি সম্ভাবনার কথা বিচার করা, কামানগুলিকে যথাযথ অবস্থানে স্থাপন করা, সমগ্র পরিকল্পনা তৈরী করা, যোগাযোগ রাখবার পরিখা খোরা এবং অন্যান্য পরিখার স্থান নির্ব্বাচন করা—এ সবই বিষদ ভাবে স্থির হল। দাহ্য তরল পদার্থে ভর্ত্তি বোতল আর হাত-বোমা মজুত আছে বেশ প্রচুর। বোগারেভ্ ইউনিটের কর্ত্তব্য ব্যাখ্যা করে বলল।

—কাজ শক্ত। রুমিয়ান্‌স্তেভ মন্তব্য প্রকাশ করে জানাল—কিন্তু এ কাজ নূতন নয়।—সে জার্ম্মাণদের সাঁড়াশী আক্রমণের কৌশল, ওদের ঝাপিয়ে আসা বোমারু এবং জঙ্গী বিমানের দুর্ব্বলতা ও শক্তির দিক এবং জার্ম্মাণ গোলন্দাজবাহিনীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নানা কথা বলল।

তারপর বলল—আমাদের সঙ্গেই মাইন্ আছে। রাস্তায় কি মাইন্ পুতব, কমরেড্ কমিসার?

নাভ্‌তুলভ্‌ কথাটা এগিয়ে নিয়ে বলল : সরকারী খামার থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটি জায়গা আছে, মাইনের পক্ষে চমৎকার—একদিকে গহ্বর, আর একদিকে ঘন ঝোপ। শত্রুকে ওপথে আসতেই হবে।

বোগারেভ্‌ সম্মতি জানাল।

বোগারেভ হঠাৎ নাভ্‌তুলভ্‌কে জিজ্ঞাসা করল—তোমার বয়স কত?

—চব্বিশ বছর।—তারপর যেন সাফাই হিসাবে বলল—কিন্তু আমি বাইশে জুন থেকেই যুদ্ধ করছি।

—হু, যুদ্ধটা কেমন হ'ল?

—যদি কয়েক মিনিট সময় আপনার থাকে, তা' হলে আমি সবিস্তারে বলতে পারি।

রুমিয়ান্‌স্তেভ বলল—হ্যা, প'ড়ে শোনাও, সেরিওঝা। দেখুন না, প্রথম দিন থেকেই ও ডায়েরী লিখে এসেছে।

নাভ্‌তুলভ্‌ ব্যাগ থেকে একখানি নোটবুক বের করল। পকেট-বাতির আলোতে বোগারেভ দেখল নোটবুকের মলাট কাগজের রঙীন অক্ষর এঁটে সাজান।

নাভ্‌তুলভ্‌ পড়তে আরম্ভ করল :

বাইশে জুন রেজিমেণ্টের উপর দেশ রক্ষার যুদ্ধে যোগ দেবার নির্দেশ এল। বিকেল তিনটের সময় ক্যাপ্টেন রুমিয়ানস্তেভের প্রথম ইউনিট শত্রুর উপর শক্তিশালী এক আক্রমণ চালাল। বারোটা ১৫২ মিলিমিটার হাউইৎসার ফ্যাশিষ্টদের মাথায় প্রতি মিনিটে দেড়টন ধাতুর বৃষ্টি ছড়াল।...

রুমিয়ানস্তেভ বলল : সেরিওঝা লেখে বেশ।

বোগারেভ পড়ে যেতে বলল।

—পঁচিশে জুন ক্যাপ্টেন্‌ রুমিয়ান্‌স্তেভের ইউনিট্‌ কামেনি ব্রুদের

পুলের উপর অগ্নি বৃষ্টি করল। পুলটা ধ্বংস হ'ল আর সঙ্গে শত্রুর এক কোম্পানী মোটর সাইকেল আরোহী আর দুই কোম্পানী পদাতিকও নিশ্চিহ্ন হ'ল।···

ক্যাপ্টেন্ রুমিয়ানস্তেভ্ বলেঃ আর দিনের পর দিন ঠিক এই ভাবেই চলেছে। ও লেখে বেশ ভালো কি না, কমরেড্ কমিসার।

বোগারেভ বলে—ভালো যোদ্ধা আপনারা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রুমিয়ান্স্তেভ্ ছাড়ে নাঃ

—কিন্তু সত্যিই সেরিওঝার সাহিত্যিক প্রতিভা রয়েছে। যুদ্ধের আগে 'স্মিয়েনা' পত্রিকায় ওর একটা গল্পও বেরিয়েছিল।

বোগারেভ্ ভাবে—এখানে সব ঠিক আছে। এবার বাবাদ্-যানিয়ানের কাছে যাব।

বোগারেভ্ বেরিয়ে পড়ল। গাঢ় অন্ধকার। টর্চের আলোর চক্রের বাইরে কিছুই দেখা যায় না। রুমিয়ান্স্তেভ্এর কথা কানে আসেঃ কাল আর দাবা খেলা হবার কোন আশা দেখছি না।

বোগারেভ্ থেমে ডেকে বললঃ

—রুমিয়ান্স্তেভ্, কামানটানা ট্রাক্টরগুলো কোথায় রেখেছ?

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে রুমিয়ান্স্তেভের কথা শোনা যায়ঃ সমস্ত ট্রাক্টর, অগ্নি গাড়ী ও গ্যাস জঙ্গলে আছে, কমরেড কমিসার। সেখান থেকে কামানের অবস্থানে যাবার পথ শত্রুর কামানের পাল্লার বাইরে।

পরিচালনা কেন্দ্রে বোগারেভ্ বাবাদযানিয়ানের সঙ্গে দেখা করল। ব্যাটালিয়ন সেনাপতি আত্মরক্ষা সম্বন্ধে তার প্রস্তুতির কথা রিপোর্ট করল। তার কথা শুনে বোগারেভ্ তার চোখের দিকে তাকায়। তার কালো চোখ জ্বলছে; তার গাল শীর্ণ।

—আপনাকে এমন বিষণ্ণ দেখছি কেন?

বাবাদ্যানিয়ান্ "ও কিছু না" বলে হাত নাড়ল।

—যুদ্ধের প্রথম থেকেই স্ত্রী আর ছেলেদের কোন খবর পাইনি, কমরেড কমিসার। রুমানিয়ার সীমান্ত থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে কোলোমিয়াতে ওদের রেখে এসেছি। তারপর একটু অদ্ভুত হেসে বলল, দেখুন, কাল আমার স্ত্রীর জন্মদিন, আমার কেমন যেন দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে কাল তার একটা চিঠি আমি নিশ্চয়ই পাব। হ্যাঁ, চিঠি না হ'লেও, একটা কিছু খবর অন্ততঃ। এই দিনটির জন্য আমি একমাস ধরে অপেক্ষা ক'রে আছি, আর আজই আমাদের রেজিমেণ্ট্ পরিবেষ্টিত হ'য়ে পড়ল। আর যোগাযোগ যখন ভালই ছিল তখনও আমাদের ডাকবিভাগ তেমন ভাল কাজ করে নি। এখন ত' সব বন্ধ, অনেক দিনের ভিতর আর কোন চিঠি-পত্র আসবে না।

বোগারেভ্ চিন্তাযুক্ত মুখে বলল—না, কাল আর চিঠি আসবে না।

হঠাৎ বোগারেভ্ বলে—ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত। আজকাল দেখছি, যে-সমস্ত পরিবারের সঙ্গে জড়িত লোক স্ত্রী, ছেলে, মায়ের প্রতি বেশী আকৃষ্ট, তারাই যেন কি ক'রে বিশেষ ভাবে ভাল যুদ্ধ করে।

—ঠিকই। আমার ব্যাটালিয়নেই এমন লোক র'য়েছে। রুমিয়ানস্তেভের কথাই ধরুন। আমার সৈনিকদের ভিতরও সেরাদেরই একজন। আর ওর মত আরও অনেকে আছে।

বোগারেভ্ ওকেই ইঙ্গিত করে বলল: আপনার ব্যাটালিয়নে আমি আরও একটি উদাহরণ জানি।

লজ্জিত হয়ে বাবাদযানিয়ান্ বলে:

—কম্রেড্ কমিসার, আমি বলছি।··· কথা আর শেষ করা হয় না।

সূর্য্য উঠলে সেনাপতিরা একটা পাহাড়ে উঠল। রুমিয়ানস্তেভের দূরবীণ নিয়ে বাবাদযানিয়ান্ মনোযোগ দিয়ে রাস্তাটা দেখল। [illegible] শীতল

আবহাওয়া, পাতায় পাতায় শিশির বিন্দু, পাতলা কুয়াসার জাল, ঝি ঝি পোকার ঐক্যতান—সব মিলে রাত্রিশেষে এক উজ্জ্বল সুন্দর আনন্দময় নূতন প্রভাতের শোভায় বোগারেভ্ মুগ্ধ হয়ে গেল। কি যেন পোকার দল বালির উপর দিয়ে চলেছে—তাদের গতিতে কর্মচাঞ্চল্য, জড়িমা নেই। পিঁপড়েরা কাজে চলেছে। এক ঝাঁক পাখী একটী গাছের ডাল থেকে উড়ে এসে বালিতে বসল, পরমুহূর্ত্তেই কিচির-মিচির করে উড়ে নদীর দিকে চলে গেল।

মানুষের মনে যুদ্ধের প্রভাব বড় শক্তিশালী;—যুদ্ধের নানা ছবি মানুষের মন থেকে অমর প্রকৃতির রূপকেও যেন দূরে ঠেলে দেয়। পাহাড় থেকে ওদের কাছে আকাশে সাদা মেঘের ছোট টুক্‌রোগুলো যেন বিমানধ্বংসী গোলা ফাটার ধোঁয়া, পপ্‌লার গাছগুলি যেন ভারী বিস্ফোরক বোমায় উৎক্ষিপ্ত ধোঁয়া আর মাটীর দীর্ঘ কালো থাম, দূর আকাশে পাখীর ঝাঁক যেন জঙ্গীবিমানের দল, উপত্যকার কুয়াসা যেন কোন জ্বলন্ত গ্রামের ধোঁয়া, রাস্তার ধারে ধারে ঝোপগুলি যেন আক্রমণের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ডাল-পালা দিয়ে ঢাকা সারিবদ্ধ লরী আর গাড়ী। গোধূলীতে বিমান-আক্রমণের সময় বোগারেভ্ অনেকবার শুনেছে, কেউ বলছে: দেখ, "জার্মানরা একটা লাল শিখা ছেড়েছে," আর কেউ হেসে উত্তর দিয়েছে, "দূর, ওত সন্ধ্যা-তারা,"; কতদিন সাধারণ গরমের সন্ধ্যায় ক্ষীণ বিজলী রেখাকে লোকে ভেবেছে কামানের গোলার ঝলক।...আর এখন, পূব দিক থেকে গাছের উপর দিয়ে এক ঝাঁক বাবুই উড়ে আসতে দেখে হঠাৎ মনে হ'ল যেন এরোপ্লেন্ উড়ছে।

নাভ্‌তুলভ্ বিরক্ত হয়ে বলে: এগুলো আবার কোত্থেকে এল। জার্মাণ আক্রমণের [illegible] এমন বাবুই ওড়ার বিরুদ্ধে একটা আইন দরকার।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই ঠিক ওই পাখীগুলির মতই গাছের সারির উপর দিয়ে দেখা দিল এরোপ্লেন। কালো বিমানগুলি খুব নীচে দিয়ে উড়ছিল—ওদের চড়া-আওয়াজে হঠাৎ বাতাস ভরে উঠল।

বাবাদযানিয়ান্ চিৎকার করে বলল—আমাদের, আমাদের বিমান!

রুমিয়ান্স্তেভ্ মন্তব্য প্রকাশ করে—আক্রমনে চলেছে। দেখ, দেখ, প্রথম বিমানটীর ডানা নীচু হল,—মানে, বলছে, 'দেখেছি শত্রুকে, এখুনি করব আঘাত'।

এই নয়খানি বিমান আসাতে প্রত্যেকের মনের জোর বেড়ে গেল, সবাই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। বিভিন্ন অস্ত্রের এই চমৎকার ও শক্তিশালী বন্ধুত্ব—যুদ্ধক্ষেত্রে এই বন্ধুত্ব বারবার পরীক্ষীত হ'য়েছে, বারবার কার্য্যকরী হয়েছে। যুদ্ধের ভিতর পদাতিক বাহিনীর সহায়তার জন্য বাহিনীর আক্রমনের গতির দিকেই গর্জন করে ছোটে যে গোলাগুলি, তার আওয়াজ লাগে বড় মিঠে, বড় আনন্দের। এ কেবল দৈহিক সহায়তাই নয়; এ নৈতিক সমর্থনও, মৈত্রীর সমর্থন।

কিন্তু সেদিন বিমানগুলির এই প্রভাতের অভিনন্দন ছাড়া আর কোন সাহায্যই এই ব্যাটালিয়ন পায়নি।

ভোরের সাথে এল জার্ম্মাণরা। ট্যাঙ্কের সৈনিকরা ঢাকনী খুলে আপেল চিবোতে চিবোতে সূর্য্য ওঠা দেখছিল। কেউ কেউ হাফ্‌প্যাণ্ট আর হাফ্ সার্ট প'রে। এদের পরিচালক-ট্যাঙ্কটা ভারী; সে একটু আগে আগে চলছিল। এই ট্যাঙ্কের পরিচালক লোকটা বেশ মোটা, মাংসল; বৃত্তাকার মুখ তুলে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে হাই তুলছে। কপালের উপর তার হাল্কা এক গোছা লম্বা চুল ঝুলে পড়েছে। ট্যাঙ্কের উপর সে ব'সে—যেন ধৃষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক, অন্যায় যুদ্ধের জাগ্রত দেবতা। ওর ট্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই মারচিখিনা বুদা থেকে অন্ততঃ ছয় কিলোমিটার দূরে এসে পড়েছে, আর এখনও এই ট্যাঙ্কের সারির শেষ গ্রামের সীমান্তের মোড় ঘুরে সোজা রাস্তায় এসে পৌছয়নি।

হঠাৎ মোটর সাইকেল্ আরোহীরা ট্যাঙ্কগুলির পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল। উঁচু-নীচু এবড়ো-থেবড়ো রাস্তায় প্রবল ঝাঁকুনি সত্ত্বেও তারা গতি মন্থর করেনা; যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী সবুজ রং করা মোটর সাইকেলের পাশগাড়ীগুলি যেন ছিটকে বেরিয়ে যেতে চায়। পরিচালক ট্যাঙ্কটিকে পেরিয়ে যেতে যেতে মোটর সাইকেল্ আরোহীরা মুখ না ফিরিয়েই দু'হাত তুলে অভিনন্দন জানিয়ে আবার দ্রুত হাতল ধরে এগিয়ে যায়। পেট মোটা ট্যাঙ্কের লোকটা অলস ভাবে তার ভারী হাত তুলে আস্তে-সুস্থে প্রত্যভিবাদন জানায়। সাদা ধুলোর মেঘ তুলে মোটর সাইকেল্ কোম্পানী এগিয়ে চলে যায়। সেই ধুলোর মেঘে গোলাপী রং লাগে সূর্য্যের কিরণ থেকে, আর তারই ভিতর গর্জন করে এগিয়ে আসে প্রথম [illegible]ট্যাঙ্কটা। ক্ষীণ গুণ-গুণ শব্দে আকাশে ওড়ে "মেশারকুচ [illegible]" বিমান। 'মেসার'গুলির ক্ষীণদেহ ডাইনে-

বায়ে হেলে-দুলে হঠাৎ উপরে উঠে দ্রুত ঝাপিয়ে আসে। 'মেসার'গুলি এক-একবার ট্যাঙ্কের সারির থেকে এগিয়ে আসে, কিন্তু আবার সমানতালে চলবার জন্য পিছন ফিরে যায়। বিমানগুলির শব্দ এত কর্কশ আর চোখা যে ট্যাঙ্কগুলির অতি গুরুগম্ভীর গর্জনেও সে আওয়াজ চাপা পড়েনা। ঝোপ-ঝাপ, খাল-বিলের উপর দিয়ে, না-কাটা শস্যের মাঠের উপর দিয়ে বিমানগুলি ঝাপিয়ে এগিয়ে আসে। ট্যাঙ্কের সারির পরই দেখা দেয় সাত-টন্ সব কালো লরীভর্ত্তি পদাতিক বাহিণী। বেঞ্চির উপর সারিবদ্ধ ভাবে ব'সে সৈনিকরা, মাথায় সব 'ফোরেজ্' টুপি একদিকে বাঁকিয়ে পরা, সঙ্গে সব টমিগান। গ্রীষ্মের জোরালো রোদও ধুলোর পুরু মেঘ কেটে লরীগুলিতে পৌছুতে পায়না। মাঠের উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল এক বিরাট ধুলোর মেঘ আর গাছগুলি ডুবে গেল ঘোলাটে-ঘন কুয়াসার আবরণে। দম-আটকানো শুকনো ধোঁয়া তুলে পুড়ছে যেন পৃথিবীর বুক।

* * *

কাদার রাস্তা থেকে প্রায় দশ মিটার দূরে মাঠে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর গর্ত্ত খোঁড়া হ'য়েছে। এই সব গর্ত্তে বুক অবধি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে খাকী রংএর অঙ্গরাখা পরা সব লাল সৈনিক, মাথায় তাদের লাল তারা আঁকা ফোরেজ টুপি। গর্ত্তের ভিতর সাজানো সব ... সরু বোতল আর ধারে হেলান রাইফেল। সৈনিকদের প্যাণ্টের পকেটে চুকচুকে তামাকের থলে, শোবার সময় চেপ্টে-যাওয়া দেশলাই, 'রাস্ক্' আর চিনির টুকরো; অঙ্গরাখার পকেটে ভাজকরা চিঠি—স্ত্রীর কাছ থেকে এসেছে গ্রাম থেকে—চিবোনো পেন্সিল্ আর খবরের কাগজের টুকরোয় জড়ানো হাত-বোমার 'ডিটোনেটর'। পাশেই গর্ত্তের গায়ে ঝুলানো ক্যান্ভাসের 'হ্যাভারস্যাক্, তাতে ভর্ত্তি হাত-বোমা। গর্ত্তগুলি অবশ্য একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এক জায়গায় দু'জন ... জায়গায় একটি

গ্রামের পাঁচজন সাথী কি রকম কাছাকাছি তাদের প্রত্যেকের গর্ত্ত খুঁড়েছে। যদিও সার্জেণ্ট বলেছিল: "অত কাছাকাছি নয় হে, ওটা ঠিক নয়," তবুও এই বিপদের সময় পাশে বন্ধুর ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি দেখতে পেলে, যেন সাহাস বাড়ে; "এই, ফেলোনা সিগারেটটা, দাও একটান দিই" বলতেও যেন কিছু স্বস্তি পাওয়া যায়; সাথীর ঠোটে লাগা সিগারেট থেকে কেমন ধোঁয়া উঠছে, তা' দেখতেও যেন বড় ভালো লাগে।

এমনি করে বুক অবধি মাটিতে ডুবিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে—সামনে খোলা মাঠ, একটা নির্জন রাস্তা।...মিনিট কুড়ি পরেই কামান সাজানো দু'হাজার পুড্ ভারী সব ট্যাঙ্ক্ ধোয়ার মেঘ তুলে গর্জন করে এগিয়ে আসবে—সার্জেণ্ট চিৎকার করে বলবে: "ঐ আসছে, দেখ, ওরা আসছে!"

ওদের পেছনে, পাহাড়ের ঢালুতে আছে সব মেসিন গান; আরও উপরে, আরও দূরে মেসিনগানের পিছনে আছে পরিখার ভিতর সব রাইফেলধারী সৈনিক, তাদেরও পিছনে গোলন্দাজবাহিনীর কামানের সারি; আবার তারও পিছনে আছে পরিচালনা কেন্দ্র আর হাসপাতাল ইউনিট।...দূরে, এসবের পিছনে, দূরে আছে হেড্ কোয়ার্টার, বিমান-ঘাঁটী, রিজার্ভ-বাহিনী, রাস্তা, ফাঁড়ী, জঙ্গল, রাত্রিতে নিষ্প্রদীপ সহর আর রেল-ষ্টেশন, 'মস্কো'। আরও দূরে, তারও পিছনে আছে ভল্গা নদী, উজ্জ্বল বিজলী আলোয় আলোকিত সব কল-কারখানা, কাগজ-না-লাগানো জানালার সুন্দর শার্সি আর কামা নদীর বুকে আলোক-সজ্জিত সব ষ্টিমার। সমগ্র সুন্দর দেশ ওদের পিছনে। আর ওরা দাঁড়িয়ে এই গর্ত্তে, ওদের সামনে আর কেউ নেই। অঙ্গরাখার পকেটে চিঠিখানিকে হাতের তালুতে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে ওরা খবরের কাগজের টুকরোয় জড়ানো সিগারেট টানে। মাথার উপর আকাশে মেঘ; একটা পাখী উড়ে যায়; আর বুক অবধি গর্ত্তে দাঁড়িয়ে ওরা অপেক্ষা

করে, কখন শত্রু আসবে! ওদেরকেই শত্রুর এই ট্যাঙ্ক আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। এখন আর বন্ধু-বান্ধব খোঁজেনা ওদের দৃষ্টি; শত্রুকে খুঁজতেই সে ব্যস্ত। বিজয় আর শান্তির দিন যখন আসবে, তখন আজ যারা পিছনে আছে তারা নিশ্চয়ই এই ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসীদের মনে করবে; দাহ্য তরল পদার্থের সরু বোতল আর হাত-বোমা ভর্ত্তি হ্যাভারস্যাক্ নিয়ে গর্ত্তে দাঁড়িয়ে এই খাকী অঙ্গরাখা পরা লোকগুলিকে তারা ভুলবেনা।...

ওদের বাঁ'দিকে পাঁকে-ভরা নদী থেকে রাস্তা অবধি একটা চওড়া ট্যাঙ্ক-রোখা খাদ; রাস্তার ডান দিকে জঙ্গল।

রদিমস্তেভ্, ইগ্নাতিয়েভ্ আর মস্কোর যুব কম্যুনিষ্ট লীগের সভ্য সেদভ্ এই বুক অবধি গর্ত্তে দাঁড়িয়ে রাস্তার উপর নজর রাখছে। ওদের গর্ত্ত খুব কাছাকাছি। ওদের ডানদিকে, রাস্তার উপর দিয়ে আছে ঝাভেলেভ্, সার্জ্জেণ্ট মেজর মোরেভ্ আর এই ভলাণ্টীয়ার ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী দলের নেতা জুনিয়র রাজনৈতিক অফিসার ইয়েরেটিক্। এদের পিছনে আছে গ্ল্যাগ্লিয়েভ্ আর কারদাখিনের মেসিনগান। একটু নজর দিলে দেখা যায়, রাস্তার উপর কালোমাটী আর কাঠের তৈরী গুহার ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে ওদের মেসিনগান্; ডাইনে, ওদের পিছনে গোলন্দাজ বাহিনীর পর্য্যবেক্ষকরা রয়েছে পরিখাতে;—ওক্ গাছের ডালে ঢাকা ওদের পরিখা।

গোলন্দাজদের একজন পর্য্যবেক্ষক চিৎকার করে বলে—ওহে ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী ভায়ারা সব, চলনা মাছ ধরতে যাই; সকালে টোপ গেলে ভাল।

ট্যাঙ্কধ্বংসীরা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় না। ওরত বেশ মজাই—সামনে ওর ট্যাঙ্ক-রোখা খাদ, আর ওর বায়ে, রাস্তার ধারে ও দেখে ট্যাঙ্ক-ধ্বংসীদের চওড়া পিঠ। ওদের পিঠের দিকে তাকিয়ে পর্য্যবেক্ষক অমনি দুটো হাল্কা কথা বলে।

সেদভ বলে—একটু ধোঁয়া হলে কেমন হয়?

ইগনাতিয়েভ্ সাড়া দেয়—বেশ ত'।

রদিম্স্তেভ্ নিজের ভাণ্ডার এগিয়ে দেয়; 'মাখোরকা' তামাকে আধা-ভর্ত্তি একটা অডিকোলোনের বোতল ও ইগনাতিয়েভের কাছে ছুড়ে মারে।

—এইটে নাও, বেশ কড়া আছে।

—তোমার রইল কই?

—সিগারেট টেনে মুখ যেন একেবারে জুতোর চামড়ার মত লাগছে। আমি বরং একটা রাস্ক্ চিবোব। দাওত' ফেলে একটা, তোমার গুলো বেশ সাদা।

ইগ্নাতিয়েভ একটা 'রাস্ক' ছুড়ে দেয়। সযত্নে ফুঁ দিয়ে ধুলো আর তামাকের টুকরো পরিস্কার ক'রে রাদিম্স্তেভ 'রাস্ক'-এ কামড় দেয়।

সেদভ্ বলে: যদি তাড়াতাড়ি আসত, তারা। সিগারেটে একটান মেরে বলে: এই অপেক্ষা করার থেকে খারাপ আর কিছু নেই।

ইগ্নাতিয়েভ ছাড়ে না: কি, বড় বিরক্তি লাগছে? গিটারটা আনতে ভুলে গেছি।

রদিম্স্তেভ্ ধমক দিয়ে বলে: এখন এসব ইয়ার্কি রাখ।

সেদভ্ বলে: যাই বল, বড় বিদঘুটি লাগছে। সাদা রাস্তাটা পড়ে রয়েছে যেন মড়ার মত। কোথাও কোন কিছুর নড়ন-চড়ন সাড়া-শব্দও নেই। শত বছর বেঁচে থাকলেও এদিনের কথা আমি ভুলবোনা।

হাতের তালুতে ভর দিয়ে গর্ত্তের কানায় একটু উঁচু হ'য়ে ইগ্নাতিয়েভ কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে থাকে।

সেদভ্ বলে: গত বছর এমনি সময় আমি বিশ্রাম-কেন্দ্রে গিয়েছিলাম।—এই বলে সে সজোরে থুথু ফেলে। সাথীদের নীরবতায় ওর বিরক্তি লাগে। ও দেখে, রদিম্স্তেভ্ও ঠিক ইগনাতিয়েভের মত স্থির দৃষ্টিতে সামনে [illegible]রের পানে তাকিয়ে আছে।

রদিম্‌স্তেভ্‌ হুসিয়ারী জানায় : সার্জেণ্ট মেজর, জার্মাণরা আসছে।

—ওরা আসছে, ব'লে সেদভ মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে রদিম্‌স্তেভ্‌ বলে : কি ধূলোই তুলছে! হাজারটা ষাঁড় ছুটে আসছে যেন।

—আর ওদের শায়েস্তা করতে হবে বোতল দিয়ে।—সেদভ্‌ হাসে, একবার থুথু ফেলে, শত্রুর উদ্দেশে দুটো গালাগালিও বেরিয়ে আসে ওর মুখ দিয়ে। ও উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে, দ্রুত স্পন্দন ওর বুকে, গরম ঘামে হাতের তালু ভেজা। বালির গর্তের ধারে ও হাত মোছে।

ইগনাতিয়েভ নীরব; রাস্তায় ধূলোর উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

* * *

পরিচালনা কেন্দ্রে টেলিফোন বেজে ওঠে। রুমিয়ান্‌স্তেভ্‌ ফোন্‌ ধরল। পর্য্যবেক্ষক কথা বলছে : জার্মাণ মোটর সাইকেল্‌ আরোহীদের অগ্রগামী দল মাইন-পোতা অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে। কয়েকজন ছিটকে পড়েছে রাস্তার দু'ধারে; কিন্তু বাকী সবাই এগিয়ে গেছে, আবার রাস্তা ধরে চলেছে।

বাবাদযানিয়ান্‌ উত্তেজিত স্বরে বলে—এসে পড়েছে; এবার ওদের অভ্যর্থনা করতে হবে।

বাবাদযানিয়ান্‌ মেসিন্‌গান কোম্পানীর সেনাপতি কোসিয়ুক্‌কে টেলিফোনে ডেকে নির্দ্দেশ জানাল : আরও নিকট-পাল্লায় আসতে দাও।

কোসিয়ুক্‌ জিজ্ঞাসা করে : কত মিটার?

—মিটার দিয়ে কি হবে? রাস্তার ডাইনে ওই মরা গাছটা অবধি।

কোসিয়ুক্‌ যেন মনে গেথে নিচ্ছে : মরা গাছটা অবধি।

তিন মিনিট বাদে মেসিনগানের আগুন-বৃষ্টি সুরু হ'ল। প্রথম গোলা ঠিক পৌছল না। রাস্তায় ধূলোর কুণ্ডলী উঠল, যেন খুব বড় এক ঝাঁক চড়ুই পাখী ধূলোয় স্নান করছে। দ্রুত এগিয়ে আসতে আসতে জার্মাণরাও গুলি ছুড়তে আরম্ভ করল। ওরা জানে না লক্ষ্যবস্তু

কোথায়, কিন্তু ওদের আগুন খুব কেন্দ্রীভূত। সমগ্র আবহাওয়া অদৃশ্য মৃত্যুবর্ষী ধারায় ভরপুর হ'য়ে গ'র্জ্জে ওঠে। ধূলো আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী এক হয়ে মিশে পাহাড়ের গা' ব'য়ে মেঘ হ'য়ে গুঁড়ি মেরে মেরে ওঠে। পরিখাতে লাল সৈনিকেরা নীচু হ'য়ে বসে; আশঙ্কায়, প্রতীক্ষায় স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে উপরে শব্দমুখর নীল আকাশের দিকে।

ঠিক তখনই দ্রুতগামী অগ্রবর্ত্তী মোটর সাইকেল-আরোহী দলটীর একেবারে মাঝখানে গোলা ফাটল। এক মুহূর্ত্ত আগেও মনে হচ্ছিল যে অগ্নিবর্ষী ওই দ্রুতগামী দলটীকে কোন শক্তিই আর রুখতে পারবে না। সবার চোখের সামনে সেই দলটীই ধূলো ধূলো হ'য়ে গেল। মোটর সাইকেল-গুলি থেমে উল্টে পড়ল, চাকা তখনও ঘুরছে, তাতে ধূলো উঠছে। আরোহীদের ভেতর যারা বেঁচে গেছে তারা মাঠের ভিতর চালিয়ে গেল।

বাবাদযানিয়ান্ রুমিয়ান্স্তেভ্‌কে বলল—কি বলহে? ওহে গোলন্দাজ ভাইসব, আমাদের মেসিনগানওয়ালারাও মন্দ নয়, এ্যা?

পা ভেঙ্গে একজন যুবক জার্ম্মাণ উল্টে পড়া মোটর সাইকেলের নীচে পড়ে গেছল। সে কোন মতে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে হাত উচু করল। গুলি থামল। ছেড়া ইউনিফরম পরে সে দাঁড়িয়ে, নোংরা রক্তমাখা মুখে নিদারুণ যন্ত্রণা আর ত্রাসের প্রকাশ; ক্রমেই সে হাত বাড়াচ্ছে, যেন আর একটু উঁচুতেই পাকা আপেলটী আছে। তারপর সে চীৎকার করতে আরম্ভ করল; ধীরে ধীরে খুঁড়িয়ে উপরে তোলা হাত নাড়তে নাড়তে সে আমাদের পরিখার দিকে এগিয়ে এল। এগোতে এগোতে সে অবিরাম চিৎকার করছে, আর আমাদের পরিখা থেকে পরিখায় ছড়িয়ে পড়ছে এক হাসির লহর। উপরে হাত তোলা এই জার্ম্মাণটিকে পরিচালনা কেন্দ্র থেকেও দেখা যাচ্ছে; কিন্তু সেনাপতিরা বুঝতে পারে না যে এত হাসি কেন। হঠাৎ টেলিফোন বাজল—অগ্রসর-পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে হাসির কারণ জানা গেল। কোসিয়ুক্ প্রাণপণে হাসি চাপতে চাপতে বলল:

—কম্রেড ব্যাটালিয়ন্ সেনাপতি, ওই জার্মাণটা প্রাণপন চিৎকার করছে, ওর চিৎকারে মরা মানুষও জেগে ওঠে। ও বলছে: 'রুশ, আত্ম-সমর্পণ কর!' আর ও-ই আত্মসমর্পণ করবার জন্য হাত তুলেছে।··· ভয়ে ওর রুশভাষা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

অন্যান্যের সঙ্গে হাসতে হাসতে বোগারেভ্ ভাবে—এ ভারী সুন্দর, শত্রুর ট্যাঙ্ক যখন এগিয়ে আসছে, সেই সময় এই হাসি আর আনন্দ বড় চমৎকার। রুমিয়ান্‌স্তেভ্‌কে জিজ্ঞাসা করে: সব তৈরী, কমরেড ক্যাপ্টেন?

—সবই তৈরী, কমরেড কমিসার। আগে থেকেই আমাদের সমস্ত স্থির করা আছে। কামান ঠিক পাতা আছে। যে দিক দিয়ে ট্যাঙ্ক আসবে, সে সমগ্র অঞ্চলে আমরা কেন্দ্রীভূতভাবে আগুন বর্ষাব।

কয়েকজন লোক একসঙ্গে বলে উঠল—এরোপ্লেন্!

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটী টেলিফোন বেজে উঠল।

রুমিয়ান্‌স্তেভ বলে—ওই আসছে। প্রথম ট্যাঙ্কটা হাজার দুই মিটার দূরে হবে। ওর চোখে ফুটেছে দৃঢ় গাম্ভীর্য্য, মুখে তখনও হাসি লেগে।

বিমান আর ট্যাঙ্ক প্রায় একই সময়ে এল। ছ'খানা "মেসারশ্‌মিড্‌ট্ ১০৯" খুব নীচে দিয়ে এল। তাদের উপরে দুই ঝাঁক বোমারু, আর তারও উপরে, প্রায় ৫,০০০ ফুট উপরে, এক ঝাঁক "মেসারশ্‌মিড্‌ট্"।

নাভ্‌তুলভ্‌এর এ নূতন অভিজ্ঞতা নয়। সে বলে:

—এ একেবারে চোস্ত কায়দা। নীচের বিমানগুলি বোমারুগুলিকে ঝাঁপিয়ে ওঠার সময় আড়াল দেয়, আর ঝাঁপ দেবার সময় আড়াল দেয় উপরেরগুলি। এইবার একটু গরম হবে দেখছি।

রুমিয়ান্‌স্তেভ্ দ্রুত সিদ্ধান্ত করে: আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। তা' ছাড়া উপায় নেই। তবে আমরাও দেব বেশ গরম গরম। ব্যাটারী সেনাপতিদের ও গুলি চালাবার নির্দ্দেশ জানাল।

বোগারেভের হাতে টেলিফোন। শোনা গেল: "চালাও গুলি।" তারপর কয়েক সেকেণ্ড পরই আর সমস্ত শব্দ ডুবিয়ে কানে লাগল কামানের গোলার অতি ভয়ংকর আওয়াজ। আর অনতিবিলম্বেই এল উড়ন্ত গোলার হাওয়া ফেটে এগিয়ে যাবার অতি তীক্ষ্ণ আওয়াজ—পপলার, আস্‌প্‌ আর বার্কের গোটা বনটাই যেন প্রবল হাওয়ার দাপটে তাদের সমস্ত ডাল-পাতাসমেত মাথা নুইয়ে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে হাহাকার ক'রে উঠল; অতি পরাক্রান্ত, অতি সূক্ষ্ম ঝড়ের গতি যেন সরু ডালগুলিকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে; মনে হয় উড়ন্ত ইস্পাতের অমোঘ গতিবেগ যেন মানুষজন, এমন কি মাটী পর্য্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যাবে। দূরে বিস্ফোরণের আওয়াজ—একটা, দুটো, একত্রে কতকগুলি, আবার একটা।

বোগারেভ শুনতে পায় দূরে কে গোলন্দাজদের পাল্লার নিশানা দেবার জন্য সংখ্যা ব'লে চ'লেছে। উচ্চারিত হ'চ্ছে কেবল সংখ্যা; কিন্তু তাতেই ফুটে উঠছে যুদ্ধের সমস্ত তীব্রতা, প্রচণ্ডতা। সংখ্যা জয় ক'রছে, সংখ্যাই চ'লেছে প্রচণ্ড বেগে, জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে গণিতের সংখ্যা—মাতিয়ে তোলে, গ'র্জ্জে চলে; তুহিন-শীতল আর রাঙ্গা আগুন-তপ্ত সে একই সাথে। হঠাৎ সুর বদলাল, আর একজন সংখ্যা বলবার কাজ নিয়েছে: "লোজেঙ্কো, তুমি কি এক মোড়ক মাখোরকা নিয়েছ?" "নিয়েছি ত হ'য়েছে কি? তুমি যেন কখনও আমার থেকে নাওনি!" তারপরই একজন সেনাপতির গলার সুর, চেঁচিয়ে বলছে সব সংখ্যা; আর একজন সেই সংখ্যাগুলিই আবার ব'লে চ'লেছে।

আর সব সময়েই বোমারুর ঝাঁক ঘুরে ঘুরে আকাশে অবিরাম উড়ছে লক্ষ্য বস্তুর সন্ধানে। নাভ্‌তুলভ্‌ ছুটে গেল কামানের কাছে।

প্রথম ব্যাটারীর সেনাপতিকে চিৎকার ক'রে সে নির্দ্দেশ জানাল গুলি থামাবে না কিছুতেই!

কামানের অবস্থানের উপর ঝাঁপিয়ে এল দু'খানা "জাঙ্কার"। চারনলা বিমানধ্বংসী কামানগুলি তাদের লক্ষ্য করে ছুড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে আগুনের গোলা।

নাভ্‌তুলভ্‌ হুশিয়ারী জানাল: ক'টা আবার ঝাপিয়ে আসছে। বেশ কড়া বলতে হবে।

লেফট্‌ন্যাণ্ট্‌-এর নির্দ্দেশ আসে—চালাও গুলি!

তিন-কামানের ব্যাটারীটা এক পত্তন গোলা ছুড়ল। বোমার বিস্ফোরণের সঙ্গে মিশল সেই কামানের বজ্রনির্ঘোষ। গোলন্দাজদের গায়ে মাটী আর ধূলোর বৃষ্টি নেমে এল।

মুখের ঘাম মুছে ওরা আবার চালাল গোলা।

লেফটন্যাণ্ট জিজ্ঞাসা করল—মোরোজভ্‌ ঠিক আছত?

—খুব ঠিক, কমরেড লেফট্‌ন্যাণ্ট। আরও গরম ক'রে তোলা যাক্‌, কমরেড লেফট্‌ন্যাণ্ট্‌।

আবার এল লেফট্‌ন্যাণ্টের আগুনে নির্দ্দেশ—চালাও!

বাকী বিমানগুলি অগ্রবর্ত্তী অবস্থানগুলির উপর ঘুরে ঘুরে ফিরছে—মেসিনগান আর বোমা ফাটার আওয়াজ আসছে।

গোলন্দাজরা কাজ ক'রেছে ঘৃণার আগুন জ্বেলে, তীব্র উৎসাহের তেজে। তাদের সুসংবদ্ধ গতিবিধি, স্থির লক্ষ্য আর ভ্রাতৃত্বের বাঁধনে একত্রিত প্রচেষ্টায় ফুটে উঠেছে মিলিত শ্রমের জয়যুক্ত শক্তি। আলাদা আলাদা ব্যক্তি—একজন ভারী জর্জ্জিয়াবাসী, চওড়া কাঁধের বলিষ্ঠ একজন তাতার, একজন ইহুদী, কালো চোখের প্রথম শ্রেণীর গোলন্দাজ

ইউক্রাইনের মোরোজভ্—তা'আর নয়। এখানে কাজ করছে একটী ব্যক্তি। সে তাকিয়ে দেখে "জাঙ্কার"গুলি ঝাপ দিয়ে এগিয়ে আসছে একটু হেলে কামানের দিকে; হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ফেলে, সংক্ষিপ্ত হেসে কামানের গর্জ্জনের সাথে স্বর মিলিয়ে তোলে স্বর; আবার সে মনোযোগ দেয় জটীল সূক্ষ্ম কাজে, আঙ্গুল চলে সুষ্ঠুভাবে দ্রুত তালে; শ্রমের মহান উদার স্বেদ বিন্দু বিন্দু ঝরে' মুছিয়ে দেয় ভয়-ভাবনার শেষ চিহ্নটুকু। এই সে-ই কাজ করে প্রথম ব্যাটারীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কামানে; এই সে-ই কাজ করছে দ্বিতীয় ব্যাটারীর কামানগুলিতেও। সে থামে না, নুয়ে পড়ে না, চোখের সামনে বোমা নেমে আসতে দেখেও আশ্রয় নেবার জন্য ছোটে না। বিস্ফোরণের কঠিন আঘাতের মাঝেও তার কাজ থামে না। রিজার্ভের তৃতীয় কোম্পানীর লোকেরা যখন কারও উদ্দেশ্যে বলে ওঠে: "আমাদের গোলা নিয়েছে ওটাকে, আগুনের শিখায় ঘিরে ও পড়ছে", তখনও সে তাকিয়ে দেখবার জন্য থামে না। এতটুকু সময় সে নষ্ট করে না; সে কাজ করেই চলে। এদের আছে একটী চিন্তা, একটি কাজ; চালাও, গুলি চালাও! এই শব্দ আর তাদের শ্রমের মিলনে জন্মায় বিধ্বংসী আগুন।

উত্তেজনায় মোরোজভের চুল খাড়া হ'য়ে ওঠে, মুখে ফোটে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ও চিৎকার করে বলে: আরও, আরও গরম ক'রে তোলা যাক!

আর, নিশানা সংশোধকরা গোলন্দাজদের অব্যর্থ লক্ষ্য দেখে উৎসাহিত হ'য়ে আগুনের মাঝে ঢেলে যায় সংখ্যা, সংখ্যা আর সংখ্যা।

জার্ম্মাণদের পক্ষে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ওদের ট্যাঙ্ক-সারির মাঝখানে গোলা ফাটতে লাগল। প্রথম গোলা পড়ল একটা ভারী ট্যাঙ্কের গায়ে। সেটা উড়ে গেল। পর্য্যবেক্ষণ ঘাঁটী থেকে সবাই দূরবীণে দেখল ট্যাঙ্ক চালকরা দ্রুত মাথা সরিয়ে লুকিয়ে প'ড়ছে।

গোলন্দাজ ফাঁড়ীতে একজন স্কাউট বলল—কমরেড লেফ্‌টেন্যাণ্ট, ঠিক নেউলের মত গর্ত্তে লুকোচ্ছে দেখুন।

—হু, ঠিক তাই, ব'লে লেফট্‌ন্যাণ্ট টেলিফোনওয়ালাকে বলল—ওগুরেচেস্কো, ৪ নম্বর ধর।

কেবল মাত্র প্রথম ট্যাঙ্কটীর সেই মোটা লোকটা লুকোল না। হাত তুলিয়ে সে যেন পিছনের ট্যাঙ্কগুলিকে সাহস দিচ্ছে। তারপর সে একটা আপেল বের ক'রে এক কামড় লাগাল। সারি না ভেঙ্গেই ট্যাঙ্কগুলি এগিয়ে গেল। যেখানে একটা অকর্ম্মণ্য ট্যাঙ্ক রাস্তা বন্ধ ক'রেছে, কেবল সেখানে তারা একটু ঘুরে এগিয়ে চলল। কতকগুলি ট্যাঙ্ক আবার রাস্তায় না উঠে মাঠের ভিতর দিয়েই এগিয়ে চলল।

রক্ষিত অঞ্চলের দুই কিলোমিটার দূর থেকে ট্যাঙ্কগুলি সারি ভেঙ্গে অমনিই এগিয়ে চলল। ডাইনে জঙ্গল আর বাঁয়ে নদীর মাঝে সঙ্কীর্ণ পথে ওরা বেশ কয়েকটী ট্যাঙ্ক পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি হ'য়ে এগিয়ে চ'লল। রাস্তায় জ্বলছে প্রায় কুড়িটা।

রুশদের কামান থেকে মাঠের উপর দিয়ে ক্রমে পাখার মত প্রসারিত হ'য়ে পড়ল নীরেট একটা আগুনের বেড়া। ট্যাঙ্কগুলিও জবাব দিল; ওদের প্রথম গোলা ট্যাঙ্কধ্বংসীদের উপর দিয়ে গিয়ে পড়ল পাহাড়ের ঢালুতে পদাতিকদের অবস্থানের ভিতর। তারপর জার্ম্মাণরা গোলা চালাল আরও উপর দিয়ে; লক্ষ্য: গোলন্দাজদের ঘাঁটী। অনেকগুলি ট্যাঙ্ক থেমে গেল। আকাশে উঠল জার্ম্মানদের একটা লক্ষ্যসন্ধানী বিমান। ট্যাঙ্কের সাথে সে রেডিও যোগাযোগ স্থাপন করল। সোভিয়েট পরিচালনাকেন্দ্রে রেডিও অপারেটর অভিযোগের সুরে বলল:

—উঃ, কানে যেন হাতুড়ী মারছে। জার্ম্মাণটা কেবল কর্কশ সুরে 'গাট্‌ গাট্‌'* করছে।

* 'পেয়েছ'—(লক্ষ্যবস্তুর প্রসঙ্গে)

বোগারেভ্ বলে—ঠিক আছে। 'গাট্', তবে খুব যে 'গাট্' তা' নয়।

বাবাদযানিয়ান্ ফিসফিস ক'রে বোগারেভকে বলল: এইবার ট্যাঙ্কগুলি আক্রমণ আরম্ভ করবে, কমরেড কমিসার। আমি ওদের কৌশল বুঝি—এই নিয়ে তৃতীয়বার।

টেলিফোনে মর্টারগুলিকে সক্রিয় করে তুলবার নির্দ্দেশ দিয়ে বাবাদযানিয়ান্ বলে উঠল: আমার স্ত্রীর জন্মদিনে এইটুকু।

একজন গোলন্দাজ সেনাপতি একটু ভবিষ্যত ভেবে বলল: ভাঙ্গন ধরলে আমাদের গোলন্দাজবাহিনী হঠিয়ে নেওয়াই ভাল হবে।

বিরক্তস্বরে রুমিয়ান্‌স্তেভ্ জবাব দিল:

—একবার কামান হঠতে আরম্ভ করলে জার্ম্মাণরা ভেঙ্গে-চুরে সব ধ্বংস করে দেবে। কমরেড কমিসার, দুটী ব্যাটারীকে একটু এগিয়ে নিয়ে সোজা পাল্লায় গুলি চালাবার অনুমতি চাইছি আমি।

—অবিলম্বে; এক মুহূর্ত্তও নষ্ট কোরোনা। বোগারেভের স্বরে উত্তেজনার প্রকাশ। সে বুঝেছে চরম মুহূর্ত্ত এসে গেছে।

গোলন্দাজবাহিনী নীরব হওয়ায় জার্ম্মাণরা ধরে নিয়েছে যে ওরা পিছু হ'ঠেছে। জার্ম্মাণরা গোলা-বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিল। কয়েক মিনিট পরে সমগ্র ট্যাঙ্কের সারিটী আক্রমণ আরম্ভ করল। কামান আর মেসিনগানের আগুন ছড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল ট্যাঙ্কের সারি।

উপরের আশ্রয় থেকে কয়েকজন লাল সৈনিক হামাগুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। একজনকে গুলি বিধল, আর সবাই আরও নীচু হ'য়ে পরিচালনা কেন্দ্রের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল।

বাবাদযানিয়ান্ বেরিয়ে এল।

পিস্তল ঘুরিয়ে বলল—কোথায় চলেছ সব ?

হাঁফাতে হাঁফাতে একজন বলল—ট্যাঙ্ক, কমরেড্ ক্যাপ্টেন্, ট্যাঙ্ক।

রাগে জ্ব'লে উঠল বাবাদযানিয়ান্।

—হ'য়েছে কি তোমাদের? ব্যাপারটা কি? মাথা তোল! ট্যাঙ্ক্ আসছে, হ্যাঁ, তার সামনে দাঁড়াতে হবে। ইঁদুরের মত পালানো চলবে না। নিজেদের জায়গায় ফিরে যাও; চল!

ইতোমধ্যে হাউইৎসার থেকে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এইবারে গোলন্দাজরা শত্রুকে দেখতে পেয়েছে। ভারী গোলার আঘাত পড়ল অতি নিদারুণ। সোজা আঘাতে ট্যাঙ্কের ধাতু দুমড়ে গেল; ছোট দরজা দিয়ে আগুনের শিখা ছুটল ট্যাঙ্কের গা বেয়ে। খুব ভারী রকমের একটা গোলা ট্যাঙ্কের দেহ ভেদ ক'রে অকর্ম্মণ্য ক'রে ফেলল। মোটর গর্জ্জন ক'রে চলছে, আর চাকা ঘুরছে একই জায়গায়।

ব্যাটালিয়ন্ সেনাপতির কানের কাছে রুমিয়ান্তেভ্ চিৎকার করে বলল:

—আমাদের গোলন্দাজরা খুব খারাপ নয়; খুব খারাপ নয়, বলুন কমরেড্ বাবাদযানিয়ান।

ট্যাঙ্কের আক্রমণ বন্ধ হ'ল। কিন্তু কর্দ্দমাক্ত রাস্তা ধরে জার্ম্মাণরা তখনও এগোচ্ছে। ভারী প্রথম ট্যাঙ্কটা কামানের গর্জ্জন করতে করতে আর মেসিনগানের গুলি ছড়িয়ে ট্যাঙ্ক-ধ্বংসীদের অবস্থান অঞ্চলে এগিয়ে গেল। তার পেছনে আরও চারটে ট্যাঙ্ক এগিয়ে চলল।

গোলন্দাজদের শক্তি দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে—দুটো কামান জখম হ'য়ে বন্ধ হ'য়ে গেছে—আর তৃতীয়টা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে। কঠিন আঘাতে আহত গোলন্দাজদের সরিয়ে নিয়ে গেছে আর্দ্দালীরা। যারা মরেছে, তাদের দেহ তখনও কামানের কাছে—শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত তারা লড়েছে।

রুমিয়ান্‌স্তেভ্‌ চেঁচিয়ে বলল:

—সময় এসেছে ভাই, যাই হোক্‌, দাঁড়াও সোজা!”

ওরা তিন জন শক্ত হাতে তুলে নিল ওদের সেই বোতল।

সেদভ্‌ই প্রথম গর্ত্ত থেকে উঠেছে। প্রথম ট্যাঙ্কটা সোজা ওর দিকেই আসছে। মেসিনগানের গুলি লাগল সেদভের বুকে, মাথায়; সে গড়িয়ে পড়ল গর্ত্তের নীচে।

ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ চোখের সামনে দেখল সাথীর মৃত্যু। ওর মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক মেসিনগানের গুলি গিয়ে মাটীতে গেঁথে গেল। ট্যাঙ্কটা বেশ কাছে এসে গেছে—ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ এক পা পিছনে সরে দাঁড়াল। মুহূর্ত্তের জন্য তার চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠল ছেলেবেলার একটা ঘটনা—গাড়ীতে ক'রে যাত্রী নিয়ে বাবার সঙ্গে এসে ও রেল-ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল, আর তখন পোড়া তেলের তাপ আর গন্ধ ছড়িয়ে একটা এক্‌স্‌প্রেস্‌ গাড়ী বেগে বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। সোজা দাঁড়িয়ে ও বোতল ছুড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবল: এই বোতলেই ওকে সাবাড় করব!

ট্যাঙ্কের চূড়ায় গিয়ে পড়ল বোতল—সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল একটি ক্ষীণ আগুনের শিখা। সেই শিখা হাওয়ায় ছড়াল। ঠিক তখুনই বদিমস্তেভ্‌ দ্বিতীয় ট্যাঙ্কের নীচে এক বাণ্ডিল হাত-বোমা ছুড়ল। ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ ছুড়ল আর একটা বোতল। মুহূর্ত্তে মনে এল: ওটা ছোট, পাইণ্ট বোতলেই চলবে।

বিরাট প্রথম ট্যাঙ্কটা অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়েছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, চালক ট্যাঙ্কটাকে ফেরাবার চেষ্টা করল; কিন্তু আগুনের জন্য তা সম্ভব হ'ল না। উপরের ছোট্ট দরজা খুলে গেল আর আগুন থেকে মুখ বাঁচিয়ে টমিগান্‌ নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল জার্ম্মাণরা।

কে যেন বলল ইগ্‌নাতিয়েভ্‌কে: ও-ই মেরেছে সেদভ্‌কে।

চিৎকার ক'রে "থাম!" ব'লে রাইফেল্ তুলে ও গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এল।

বাকী কেবল সেই বিশাল দেহ, চওড়া কাঁধ, পেটমোটা জার্ম্মাণটা। ওর ট্যাঙ্কের আর সবাই হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়েছে। কেবল ঐ জার্ম্মাণটাই তার বিশাল দেহ নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে। ইগ্নাতিয়েভ্‌কে ছুটে আসতে দেখে ও টমিগান ছুড়ল। ইগ্নাতিয়েভের লাগল না, কিন্তু ওর রাইফেলের কুঁদোয় লাগল একটা গুলি। মুহূর্ত্তের জন্য থেমে ইগ্নাতিয়েভ্ জার্ম্মাণটার উপর লাফিয়ে পড়ল। জার্ম্মাণটা আবার টমিগানে গুলি চাপাবার চেষ্টা করল, কিন্তু দেখল যে তার আর সময় নেই। ও কিন্তু ভয় পায়নি; বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে ও কাপুরুষ নয়। ভারী অথচ হাল্কা ভাবে ও ইগ্নাতিয়েভকে হঠাৎ আক্রমণ করল।

ইগ্নাতিয়েভের মাথায় আগুন। এই লোকটাই সেদভকে হত্যা করেছে, এই লোকটাই এক রাত্তিরে একটা বড় সুন্দর সহর জ্বালিয়ে দিয়েছে। এ-ই সেই সুন্দরী ইউক্রাইনী মেয়েটাকে হত্যা করেছে, এ-ই শস্যের ক্ষেত ধ্বংস ক'রেছে, দেশের জনসাধারণের মৃত্যু নিয়ে এসেছে এই দুর্বৃত্তটাই।

দূর থেকে সার্জেণ্ট মেজর বলল—হেই, ইগ্নাতিয়েভ্।

জার্ম্মাণটা নিজের শক্তি ও সাহসে বিশ্বাস রাখে। অনেক বছরের সামরিক শিক্ষায় ও শিক্ষিত। কুস্তীর অনেক ভয়ানক প্যাচ ওর জানা আছে।

"এস, এস, আইভান্," ব'লে সে ডাকল।

নিজের যুদ্ধোন্মত্ত মূর্ত্তির কল্পনাতে ও নিজেই মুগ্ধ। জ্বলন্ত ট্যাঙ্ক আর গোলাগুলির বিস্ফোরণের মাঝে বিজিত দেশে দাঁড়িয়ে সে;—বেলজিয়াম্ আর গ্রীসের উপর দিয়ে সে মার্চ্চ ক'রে এসেছে; বেল্‌গ্রেদ্ আর

এথেন্‌স্‌এর মাটী মাড়িয়ে সে এসেছে; হিটলার নিজে ওর বুকে লোহার ক্রশ্‌ এঁটে দিয়েছে।

পুরাতন দ্বৈরথ যুদ্ধের দিন ফিরে এসেছে যেন; যুদ্ধ বিধ্বস্ত মাটীতে যুদ্ধোন্মত্ত ওদের দিকে যেন কত লোক তাকিয়ে আছে। ইগ্‌নাতিয়েভ, তুলার সেই ইগনাতিয়েভ্‌! ইগ্‌নাতিয়েভ হাত তুলল। রুশ সৈনিকের এই আঘাত অতি সাধারণ ধরণের, কিন্তু ভয়ানক। ও শত্রুর বুকে মারেনি, কোন প্যাঁচ ও জানেনা; ও যেমন মনে এসেছে, তেমনি মেরেছে সোজা ওর মুখে।

হঠাৎ একটী সংক্ষিপ্ত রাইফেলের আওয়াজ, রদিম্‌স্তেভ্‌ ছুড়েছে গুলি।

জার্ম্মাণদের আক্রমণ হঠিয়ে দেওয়া হ'ল। জার্ম্মাণদের ট্যাঙ্ক আর চলনশীল পদাতিক চার বার আক্রমণ করেছে, আর চার বারই বাবাদ-যানিয়ান্‌ হাত-বোমা আর বোতলে সজ্জিত তার ব্যাটালিয়নকে ওদের বিরুদ্ধে চালনা করেছে।

ভাঙ্গা গলায় কামানের অফিসাররা নির্দ্দেশ জানিয়েছে। কিন্তু ক্রমে ওদের গর্জ্জন কমে এসেছে

ওরা যুদ্ধ করতে করতেই মরেছে।

কমিসার নাভতুলভ বলে—তোমার সঙ্গে দাবা খেলা আর হবে না, ভাসিয়া। একটা বড় রকমের বুলেট বিঁধেছে ওর বুকে, আর প্রতি নিঃশ্বাসে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। রুমিয়ান্‌স্তেভ ওকে চুম্বন করল। ওর চোখে জল ঝরে।

ব্যাটারী সেনাপতির নির্দ্দেশ এল: চালাও গুলি! কামানের গর্জ্জনে ডুবে গেল নাভ্‌তুলভের শেষ নিঃশ্বাস।

জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কের চতুর্থ আক্রমণের সময় বাবাদযানিয়ানের পেটে মারণ আঘাত লেগেছে। সৈনিকরা একটী ভাঁজ করা চাদরে

ওকে শুইয়ে দিয়েছে; তারা ওকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

সে বলে: এখনও নির্দ্দেশ দেবার ক্ষমতা আমার আছে।

জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত হওয়া পর্য্যন্ত তার নির্দ্দেশ শোনা গেছে। বোগারেভের হাতের উপরই তার জীবন শেষ হ'ল।

তার শেষ কথা: 'আমাকে ভুলে যাবেন না, কমরেড কমিসার। এই কঠিন সময়ে আপনাকেই পেয়েছিলাম আমার বন্ধু হিসাবে।

মৃত্যুর মুখে এই সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে বোগারেভ বুঝল মৃত্যুপণ এই যুদ্ধের মাঝে এখানকার সাথীদের থেকে প্রিয় ওর আর কিছুই নয়।

সৈনিকরাও জীবন হারাল অনেকে। সাধারণ সৈনিক বিয়াবোকন্ শেষ কার্ত্তুজটী থাকা পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক'রেছে। রাজনৈতিক অফিসার ইয়েরেতিক্ কয়েক কুড়ি জার্ম্মাণকে মেরে শেষে অসাড় হাতে নিজেকেই উড়িয়ে দিয়েছে। জার্ম্মাণদের মধ্যে ঘেরাও হ'য়ে ম্লুকভ্ শেষ পর্য্যন্ত গুলি চালিয়েছে। মেসিনগান-চালক গ্লাগোলিয়েভ আর ফারদাখিন্ রক্ত ক্ষয়ে দুর্ব্বল হ'য়ে আঙ্গুলের শেষ শক্তি দিয়ে ট্রিগার টিপেছে, যুদ্ধের সমস্ত বিশৃংখল আবহাওয়ার ভিতর ক্ষীয়মান দৃষ্টিশক্তির শেষ সামর্থ্য দিয়ে তারা শত্রুকে খুঁজে বের করেছে।

যে উৎসাহ নিয়ে তারা শ্রমের সমস্ত কষ্ট বরণ করে নিয়েছিল, ঠিক সেই মন ও প্রাণ নিয়ে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু পণ করে এগিয়ে এসেছে। এমনি সহজে কঠিন মৃত্যুর মুখে ওরা এগিয়ে যায়। বিরাট মহান্ এই জনগণ।

গম্ভীর কাল-ঘুমে ওরা আজ আচ্ছন্ন; ঠিক এমনি ঘুমেই ঘুমিয়ে পড়েছে শ্রমের জীবন যাপন করে ওদের পিতা, পিতামহরাও,—এই মহান্ দেশের যারা ছিল ছুঁতোর, খনির শ্রমিক, তাঁতী, কৃষক। অনেক শ্রম

ঢেলেছে এই মহান্ দেশের জন্য ওরা; সে শ্রমের মাত্রা অনেক সময় শক্তিকেও অতিক্রম ক'রে গেছে। তারপর এল যুদ্ধ—এবার ওরা দিল রক্ত, জীবন। শ্রম, যুক্তি, সম্মান আর স্বাধীনতার গৌরবে চিরগৌরবান্বিত হবে এই দেশ। পবিত্রতা আর বিরাট মহিমায় অতুলনীয় এই শব্দ: "জনগণ!"

মৃতদের দেহ কবর দেবার পর বোগারেভ্ রাত্রে এল মাটীর নীচের ঘরে।

আর্দ্দালী জানাল: কম্‌রেড কমিসার, ডাকহরকরা এসেছে।

—কোন্ ডাক? কোথা থেকে?—বোগারেভ্ বুঝতেই পারে না।

হ্যাভারস্যাক পিঠে রাইফেল হাতে এসে ঢুকল একজন বেটে লাল সৈনিক।

—কোথা থেকে আসছেন আপনি, কমরেড্?

—ডিভিসন্-হেড কোয়ার্টার থেকে; আমি ডাক নিয়ে এসেছি।

—কি কাণ্ড! কি ক'রে এলেন আপনি? রাস্তা যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে।

—এই এসে প'ড়েছি, কম্‌রেড কমিসার। প্রায় চার কিলোমিটার পথ এসেছি একেবারে উপুড় হ'য়ে টেনে-হেঁচড়ে; নদী পার হ'য়েছি রাত্তিরে; জার্মাণ শাস্ত্রী একটাকে খতম করেছি; এই যে নিয়ে এসেছি তার তকমাটা।

—ভয়ানক ব্যাপার, এ্যা?

হেসে ও বলে—ভয়ের আর আমার কি আছে। আমার দাম আর কি! নেহাৎই সস্তা এ জীবন আর তার জন্য আমি ভয়ও পাই না। এ জীবনের জন্য মোটা কোন দামের হাঁক আমার নেই। ভয় কিসের?

বোগারেভ্ গম্ভীর হ'য়ে প্রশ্ন করে: সত্যি? সত্যিই নাকি আপনার এই মত?

সৈনিকটী মৃদু হেসে চুপ করেই রইল।

প্রথম চিঠিখানিই বাবাদযানিয়ানের। বোগারেভ্ তাকিয়ে দেখল প্রেরকের নাম-ঠিকানাটা কি। আর্ম্মেনিয়া থেকে বাবাদযানিয়ানের স্ত্রী লিখেছে চিঠি।

কোম্পানী সেনাপতি অদ্‌চিনিকফ্, স্থলাইকিন্ আর রাজনৈতিক অফিসার মাখোৎকিন্ চিঠি বেছে রাখতে রাখতে বিড়-বিড় ক'রে বলছে:

"এ আছে, নেই···নেই···এ র'য়েছে।···নেই···", আর মৃতদের চিঠিগুলি আলাদা ক'রে রাখছে।

বাবাদযানিয়ানের চিঠিখানি নিয়ে বোগারেভ্ গোরস্থানে গেল। চিঠিখানি কবরের ঢিবির উপর একটী গোলার টুকরোয় চাপা দিয়ে তার উপর মাটী দিয়ে ঢেকে দিল।

অনেকক্ষণ সে ব্যাটালিয়ন কমিসারের কবরের কাছে দাঁড়িয়েছিল।

শেষে বেশ জোরেই ব'লে উঠল:

—লিসা, তোমার চিঠি পাব কবে?

ভোর তিনটেয় রেডিও অপারেটর একটী সংক্ষিপ্ত বার্ত্তা লিখে নিল। এদের সাহসিকতার জন্য আর্ম্মি-সেনাপতি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। জার্ম্মাণদের ট্যাঙ্কের ক্ষতি হ'য়েছে প্রচুর, নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য অতি সুষ্ঠুভাবেই পালিত হ'য়েছে, বেশ শক্তিশালী একটী শত্রু-বাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ হ'য়েছে। পশ্চাদপসরণ করবার নির্দ্দেশ এসেছে।

বোগারেভ্ জানে স'রে যাবার জায়গা নেই। স্কাউটরা খবর এনেছে, কর্দ্দমাক্ত রাস্তা পার হ'য়ে যে গ্রাম্য রাস্তাগুলি গেছে সেই পথে জার্ম্মাণরা রাত্রে এগিয়ে পড়েছে।

সেনাপতিরা এল নানা আশঙ্কার কথা নিয়ে। তারা বলল:
—আমরা ঘেরাও হ'য়ে গেছি।

বাবাদযানিয়ানের মৃত্যুর পর এখন সিদ্ধান্ত করতে হবে তাকে একাই। যুদ্ধক্ষেত্রে বার বার শোনা যায়: "অবস্থা বিবেচনায় আমি স্থির ক'রলাম"—রাত্তির কোথায় কাটান যায়, খাবার জন্য কোথায় থামা যায়; এমন সব অতি সাধারণ ব্যাপারেও ঐ এক কথা। আজ সেই কথাই এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় সেনাপতি আর রাজনৈতিক অফিসারদের সঙ্গে আলোচনায় বোগারেভের মুখে।

ব'লে সে নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবে: লিসা যদি এখন আমায় একটু দেখত।

—কমরেড সেনাপতিসব, অবস্থা বিবেচনায় আমি এই স্থির করলাম: আমরা জঙ্গলে হ'ঠে যাব। সেখানে বিশ্রাম ক'রে, নূতন ক'রে সংগঠিত হ'য়ে লড়াই ক'রে এগিয়ে যাব নদীর ধারে; নদীর পূব পারে যাওয়া চাই। ক্যাপ্টেন রুমিয়ানস্তেভকে আমার সহকারী নিযুক্ত ক'রছি। ঠিক এক ঘণ্টার ভিতর আমরা চলতে আরম্ভ করব।

বোগারেভ তাকিয়ে দেখল সেনাপতিদের ক্লান্ত চেহারা; রুমিয়ানস্তেভের দৃঢ় মুখে কত বেশী বয়সের ছাপ; তারপর সম্পূর্ণ অন্য এক সুরে বলল:

—বন্ধুগণ, পশ্চাদপসরণের সময়ও যারা এমনি যুদ্ধ ক'রতে পারে, তাদের জানবেন, পরাজয় নেই। আমাদের সাথী লাল সৈনিক, রাজনৈতিক অফিসার আর সেনাপতিদের সম্মানে আসুন আমরা দাঁড়াই, এগিয়ে চলি।

১০]

ফ্রন্ট হেডকোয়ার্টার একটা জঙ্গলে। বিভিন্ন ষ্টাফ্-বিভাগ, রাজনৈতিক বিভাগ আর অগ্রসর যোগানদার বিভাগের কর্ম্মীরা থাকে কুঁড়ে ঘরে আর সবুজ ডাল-পাতায় ঢাকা মাটীর নীচের ঘরে। গভীর হ্যাজেলের ঝোপে পাতান সব ডেস্ক্; নানা ডাল-পালায় ঢাকা প্রায় অদৃশ্য পথে আর্দ্দালীরা এসে এসে দোয়াতে কালী দিয়ে যায়, ঘোরে—ফেরে। সকালে শিশিরে ভেজা গাছের নীচে পাখীর গানকে ডুবিয়ে দিয়ে খট্ খট্ ক'রে চলতে থাকে টাইপ-রাইটারের কাজ। ঝোপ-ঝাপের ভিতর দিয়ে কোথাও দেখা যায় মেয়েদের সোনালী হ'লদে চুলে ঢাকা মাথা; কেরাণীদের নীরস স্বরের সাথে মিশে ভেসে আসে মেয়েদের হাসির আওয়াজ। স্বল্পালোকিত একটা উঁচু কুঁড়ে ঘরে খুব বড় বড় ডেস্কএ পাতা সব মানচিত্র। এই কুঁড়ের চারিধারে র'য়েছে শাস্ত্রীরা। একটা গর্ত্তওয়ালা বুড়ো গাছে একটা পেরেকে ঐ ঘরের প্রবেশদ্বারের শাস্ত্রী ছাড়পত্র ঝুলিয়ে রাখে। রাত্রে গাছের পচা গুঁড়িগুলোকে নীলাভ দেখায়। কোন প্রাচীন পোল-রাজপ্রাসাদেই হোক, কোন বড় গ্রামের কুটীরেই হোক্, আর জঙ্গলেই হোক; ষ্টাফের জীবনযাত্রার কোন পরিবর্ত্তন নেই। আর জঙ্গলেরও আছে নিজস্ব জীবন—কাঠবিড়ালী খুঁজে ফেরে তার শীতের আহার্য্যের সন্ধানে, টাইপ-কেরাণীর মাথায় ফেলে ফল; কাঠঠোক্‌রা পোকার খোঁজে অবিরাম ঠুক্‌রে চলে গাছের গায়ে; ওক্, আস্‌প্ আর লিন্‌ডন গাছের উপরে আকাশে ভেসে ফেরে চিলের দল, পাখীর ছানারা উড়ে বেড়ায় ডানার জোর বাড়াবে ব'লে আর অসংখ্য পিঁপড়ে, গুবরে পোকা, আরও কত কি সব পোকা কত দিকে ঘোরে তাদের নিজের নিজের কাজে।

কখনও কখনও পরিষ্কার আকাশে দেখা দেয় "মেসারশ্মিড্‌ট্"এর ঝাঁক ; তারা বৃত্তাকারে জঙ্গলের উপর দিয়ে ঘোরে সৈন্যশ্রেণী আর হেড-কোয়ার্টারের সন্ধানে।

তখন শাস্ত্রীরা চিৎকার ক'রে ঘোষণা করে: "এ-রো-প্লেন"! টাইপ-কেরাণীরা ডেস্ক্‌এর কাগজ জড় ক'রে মাথার উপর কালো কাপড় টেনে দেয় আর সেনাপতিরা টুপি খুলে ফেলে; টুপির নিশানীগুলি চক-চক করে তাই। ষ্টাফের নাপিত খরিদ্দারের আধা-কামানো গালের সাবান মুছে তোয়ালে গুটিয়ে ফেলে আর পরিচারিকারা খাবারের টেবিলে থালার উপর তাড়াতাড়ি চাপিয়ে দেয় সবুজ ডাল আর পাতা। সবই নিস্তব্ধ হ'য়ে যায়। সে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গে কেবল বিমানের মোটরের একঘেয়ে গুন্-গুন্ শব্দে আর সেই গোলাপী-গাল গোলন্দাজ-জেনারেলের সতেজ আনন্দিত স্বরে; সে তার কর্ম্মীদের ডেকে নেয় হ্যাজেলের ঝোপের নীচে।

প্রাচীন রাজপ্রাসাদের সেই স্বল্পালোকিত খিলান-তোলা বড় হল ঘরের মত এখানে, এই পাতার কুঁড়ে ঘরেও যুদ্ধ-কাউন্সিলের সভায় সেনাপতির জন্য আপেল আর অন্যান্যের জন্য "সেভেরনায়া পাল্‌মায়রা" সিগারেটের ব্যবস্থা হ'য়েছে।

সেদিন সকাল থেকেই হেড্-কোয়ার্টারে একটা ভয়-ভাবনার আব-হাওয়া। জার্ম্মাণদের ট্যাঙ্কের বহর নদীর ধারে পৌঁছে গেছে। নদীর এপারে মোটর-সাইকেল্-আরোহীদের দেখা গেছে। বড় বড় সমতল তলা-নৌকায় ক'রে ওরা নদী পার হ'য়েছে নিশ্চয়। তারা হেড্-কোয়ার্টারের এই জঙ্গলের সীমানার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ইয়েরেমিন্‌কে ষ্টাফ কমিসার এই খবর দিয়েছে। কমিসারের সঙ্গে যে ষ্টাফ্-সেনাপতিরা এসেছে তারা খুব নিবিষ্টভাবে নানা আশংকার জল্পনা-কল্পনায় উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে প্রধান সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে

দেখছে ; কিন্তু এ-সংবাদে তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করল ব'লে মনে হ'ল না। তিনি কেবল মাথা নেড়ে জানালেন যে ষ্টাফ কমিসারের রিপোর্ট তিনি শুনেছেন। তারপর এ্যাড্‌জুট্যান্ট্‌কে বললেন :

—লাজারেভ্‌, ডালটা একটু টেনে ধর না। দেখ, কত বাদাম।

সবাই নিবিষ্ট হ'য়ে দেখছে ইয়েরেমিন্‌ মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটী বাদাম তুলে নিচ্ছে। দৃষ্টিশক্তি তার বেশ প্রখর—একটীও থেকে গেল না, সবুজ খোলসে পাতার আড়ালের বাদামগুলিও বাদ গেল না। বেশ দীর্ঘ সময় ধরে এই স্থিরমস্তিষ্ক হবার পাঠ চলল।

তারপর ইয়েরেমিন্‌ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের কাছে গেলেন।

—জানি, আমি জানি আপনারা কেন এসেছেন। হেড্‌কোয়ার্টার এখানেই থাকবে। আমরা এখান থেকে কোথাও যাচ্ছি না। এর পর আমি অনুরোধ করছি, আমি যখন ডাকব, কেবল তখনই আপনারা আসবেন।

অপ্রতিভ হ'য়ে সব বিভাগীয় প্রধানরা ফিরে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে এ্যাডজুট্যান্ট খবর দিল, আর্মি-গ্রূপ-সেনাপতি সামারিন্‌ টেলিফোনে ডাকছে।

ইয়েরেমিন্‌ ঘরের ভিতর গেল।

বার বার "হাঁ, হাঁ" ব'লতে ব'লতে তিনি সামারিনের কথা শুনলেন। তারপর "হাঁ, হাঁ" বলবার সেই সুরেই বললেন :

—শোনো সামারিন্‌, হতাহতের সংখ্যা যাই হোক্‌, তোমাকে কতকগুলি নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছে ; তুমি একা থাকলেও সে-নির্দ্দেশ তোমার পালন করতে হবে, বুঝলে ?

তারপর, তার নির্দ্দেশ সামারিনের কাছে স্পষ্ট হয়েছে শুনে "খুশী হ'লাম" ব'লে ফোন্‌ রেখে দিলেন।

চেরেদ্‌নিচেঙ্কো এই কথাবার্ত্তা শুনেছে। সে বলল :

—সামারিনের ওখানকার অবস্থা নিশ্চয়ই খুব খারাপ। না হ'লে অমন কথা সে ব'লত না।

—হ্যাঁ, লোহার মানুষ সামারিন্।

—ঠিক; লোহার মানুষ। কিন্তু যাই হোক্, এই লোহার মানুষের কাছে কাল আমি যাচ্ছি।

—অদ্ভুত, চমৎকার আজকের দিনটা। বাদাম খাবেন? আমি নিজেই তুলেছি।

—হ্যাঁ, দেখলাম ত'। মৃদু হেসে চেরেদ্নিচেঙ্কো একমুঠো তুলে নিল।

একজন আহত লেফ্টেন্যান্ট্ শত্রুর বেষ্টনী ভেদ ক'রে এসেছে। সমস্ত দিনের বিমান পর্য্যবেক্ষণে তার সংবাদই সমর্থিত হ'ল। বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে এসে জার্ম্মান ট্যাঙ্কবহর, গোবুলোভেৎস্ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে। যে নীচু জমির এলাকায় ট্যাঙ্ক্গুলি কেন্দ্রীভূত হ'চ্ছে, লেফ্টেন্যান্ট্ সে-জায়গাটা মানচিত্রে দেখিয়ে দিয়েছে। আকাশ থেকে তোলা ফটোতে তা' সমর্থিত হ'য়েছে। যে রাখালরা নদী পার হ'য়ে এসেছে, তারা স্কাউট্দের খবর দিয়েছে যে দুপুরের পর, মেয়েরা গরু দোহন করতে যাবার পর ঐ অঞ্চলেই আরও দুটো মোটর চালিত পদাতিক সেনাদলও এসেছে। এই জায়গাটা নদী থেকে বাইশ কিলোমিটার দূরে। যুদ্ধক্ষেত্রের এই অংশে আমাদের বিমানশক্তি দুর্ব্বল জেনে জার্ম্মানরা বেশ নিশ্চিন্ত। ওরা বর্ম্ম-ঢাকা সাঁজোয়া গাড়ী আর লরী রেখেছে ঠাসাঠাসি ক'রে, কোন মতে পরস্পরের আঘাত বাঁচিয়ে; আর সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি আবার সামনের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই আলোয় পাচকেরা পরের দিন সকালে রান্নার আলুর খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছে।

ফ্রন্টের সেনাপতি গোলন্দাজবাহিনীর প্রধানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন:

—ওখানে পৌঁছুতে পারবেন? তিনি মানচিত্রে একটা ডিম্বাকৃতি চিহ্ন দেখালেন।

—পারি, কম্‌রেড লেফটেন্যান্ট্ জেনারেল্।

উচ্চ পরিচালনাকেন্দ্রের রিজার্ভ ভারী গোলন্দাজবহর ছিল ইয়েরেমিনের জিম্মায়। হেড্ কোয়ার্টারে আসার দিন এই বিরাট ইস্পাত দানবগুলিকেই বোগারেভ্ পথে দেখেছিল। খুব বেশী শক্ত পুল প্রয়োজন মনে ক'রে ষ্টাফের অনেকে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে ওদের নদী পার করে আনা সম্ভব হবে না। বোগারেভ্ জানেও না যে সরকারী কৃষি-প্রতিষ্ঠানের যুদ্ধ আর জার্মান ট্যাঙ্কবহর ধ্বংস করবার ফলেই নির্মাণ-বিভাগ এই প্রকাণ্ড কামান পার করার উপযুক্ত পুল তৈরী করবার সময় পেয়েছে।

সেনাপতি গোলন্দাজবাহিনীর প্রধানকে নির্দ্দেশ দিলেন: ওই লক্ষ্যের জন্য রাত্তির দশটায় সমস্ত কামান একত্রিত করুন।

গোলন্দাজ-প্রধান একজন লাল-মুখ জেনারেল। প্রায় সব সময়েই সে একটু একটু হাসে; স্ত্রীকে, বৃদ্ধা মাকে, মেয়েদের ও ছেলেকে সে ভালোবাসে। জীবনের অনেক কিছুর প্রতিই তার আকর্ষণ আছে—শীকার, আলাপ-আলোচনা, জর্জ্জিয়ার মদ, ভাল বই। কিন্তু সবার বেশী প্রিয় তার দূর-পাল্লার কামান। ও তাদের ভৃত্য, গুণগ্রাহী। একটা ভারী কামান নষ্ট হ'লে, ব্যক্তিগত ক্ষতির মতই তার বুকে বাজে। ওর বড় ক্ষোভ যে বর্ত্তমান দ্রুতগতি যুদ্ধ-বিগ্রহে দূর-পল্লার কামানের সম্পূর্ণ ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই বিশেষ হয় না। হেড্ কোয়ার্টারের অঞ্চলে যখন বহু সংখ্যক ভারী কামান আমদানী হ'ল, ও খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠল, আনন্দ আর ধরে না; কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে নিরাশ হবার আশংকা—এগুলিকে কাজে লাগাবার সুযোগ হবে ত? "সমস্ত কামান থেকে ছড়াও আগুন"—এই নির্দেশ যখন ইয়েরেমিন্

দেবার সুযোগ পেয়েছে, সেই হয়েছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রিয় আনন্দময় শুভ মুহূর্ত্ত।

সেদিন বিকেলে বিয়েলোরুশিয়ার কম্যুনিস্ট্ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর সভা একটী জঙ্গলের ভিতর একটী খোলা জমিতে। ওকের ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঝলমল ক'রছে উজ্জ্বল বিকেলের আকাশ। ঘন সবুজ নরম ঘাসের মখমলে যেন এই উৎসবের উপলক্ষ্যে চতুর বধূরা সব সযত্নে বিছিয়ে দিয়েছে শুকনো ধূসর পাতার বিছানা।

বিয়েলোরুশিয়ার শেষ স্বাধীন এই জঙ্গলী দেশখণ্ডে এই সভার এই অতি সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাব বর্ণনা করবার ভাষা নেই। বিয়েলোরুশিয়া থেকে বাতাস আসছে—সে বাতাসে চাপা বেদনার গুমরানো কান্নার সুর। বিভিন্ন জন-কমিসার্ আর কেন্দ্রীয় কমিটীর সভ্যদের মুখ শ্রান্তিতে ক্লিষ্ট, রোদে পোড়া। প্রত্যেকেরই পরণে সামরিক পোষাক; প্রত্যেকের কথাই সংক্ষিপ্ত, আর গাছের কালো পাতার ফাঁকে সেই বিকেলের হাওয়া বিষাদ-করুণ সুরে ব'লে যায় সেই জাতির শান্ত গভীর কথা—দাসত্বে মৃত্যু, বা সংগ্রামে মুক্তি।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। গোলন্দাজবাহিনীর আগুনের মুখ খুলে গেল। আঁধার পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত হ'ল আগুনের শিখায়। অন্ধকার থেকে ওক্-গাছের দেহ আত্মপ্রকাশ করল; যেন সমগ্র সহস্র-দেহ ওকের জঙ্গল এক পা এগিয়ে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেছে কম্পমান সাদা আলোর বেষ্টনীর মাঝে। কোন বিচ্ছিন্ন তোপধ্বনি বা কামানের বজ্র নির্ঘোষ এ নয়। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন মহাসাগরের গভীর বুক থেকে উঠেছিল বর্ত্তমান এশিয়া ও ইওরোপের পর্ব্বত শ্রেণী, তখন বুঝি এমনি ক'রে পৃথিবীর শূন্যে উঠেছিল বাতাসের এই মর্ম্মান্তিক হাহাকার ধ্বনি।

১০.৫০ মিনিটের সময় গোলন্দাজ প্রধান বিমানে উড়ে গেল সেই উপত্যকার উপর—যেখানে জার্ম্মাণীর প্যান্‌ৎসার বাহিনী কেন্দ্রীভূত ছিল। সেখানে যা দেখেছে সে, তা' এই গোলন্দাজ জেনারেলের মনে চিরকাল গর্ব্ব আর আনন্দের বস্তু হ'য়ে জাগরুক হ'য়ে থাকবে।

* * *

আর্ম্মিগ্রুপ সেনাপতি মেজর জেনারেল সামারিনের অন্যতম কর্ত্তব্য স্থির হ'য়েছে নদীর উপর একটা পারাপারের পথ খোলা রাখা—নদীর পশ্চিম পারে একটা বড় ফসল না-তোলা মাঠের শেষে একটা ছোট গ্রামে সামারিণের অগ্রসর পরিচালনা কেন্দ্র। জেনারেল থাকে যে কুটীরে, তাতে অনেকগুলি ঘর; সেখানেই সে কাজ করে, সেনাপতিদের সঙ্গে দেখা করে, আর খায়ও। খোলা মেলা না হ'লে চলে না ব'লে সে ঘুমোয় খড়ের গাদায়।

সামারিনের এ্যাড্‌জুটাণ্ট্‌ লিয়াদভ্‌। তার নাক খাঁদা, গাল খুব লাল, খুব কালো চোখ। আর আছে পাচক, বিষণ্ণ তার চেহারা, শোবার আগে "ছোট নীল রুমালখানি" গাওয়া তার চাই-ই; এরা দু'জন কুটীরেই খাটিয়াতে শোয়।

ভোরে খড়ের গাদা থেকে সামারিণ্‌ উঠে এলে লিয়াদভ্‌ বড় এক কলসী জল আর একখানা সাদা তোয়ালে নিয়ে হাজির। সূক্ষ্ম লাল চুলে ভরা জেনারেলের ছোট ঘাড়ে কূপের সেই ঠাণ্ডা জল ঢালতে ঢালতে লিয়াদভ্‌ জিজ্ঞাসা করে:

—কম্‌রেড্‌ মেজর জেনারেল, ঘুম হ'য়েছেত' ভাল? সমস্ত রাত্তির জার্ম্মাণ্‌রা জঙ্গলের ভিতর থেকে সন্ধানী বুলেট্‌ ছুড়ছে।

সামারিন স্বল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির লোক। যুদ্ধক্ষেত্রে সে ধীরে-সুস্থে চলা-ফেরা করে; উপযুক্ত আত্ম বিশ্বাসেরই প্রকাশ তার চলা-ফেরায়। যুদ্ধের খুব গুরুতর মুহূর্ত্তে সে রেজিমেণ্ট্‌ ও ব্যাটালিয়নের

পরিচালনা কেন্দ্রে হাজির হয়। সে সব সময়েই তার সমস্ত পদক ও নিশানীগুলি পরে থাকে; বোমার বিস্ফোরণ আর কামানের গোলা ফাটার ভিতরও তাকে দেখা যায়—বুকে তার 'সোভিয়েট্ ইউনিয়নের বীরের' স্বর্ণ তারকা আঁটা। যখন যুদ্ধে লিপ্ত কোন রেজিমেণ্ট্ পরিদর্শনে সে যায়; কামান আর রাইফেলের গোলাবৃষ্টির বিশৃঙ্খলার মাঝে, জ্বলন্ত কুটীর আর গোলাবাড়ীর ধোঁয়া আর আগুনের শিখার মাঝে, সোভিয়েট ও শত্রুর ট্রাঙ্কের অতি মেশামিশি বিশৃঙ্খল দুর্ব্বোধ্য গতিবিধির মাঝেও অবস্থার তাৎপর্য্য বুঝতে তার এতটুকু দেরী হয় না। ডিভিসান্, রেজিমেণ্ট্ আর ব্যাটালিয়নের সেনাপতিরা তার নীরস কণ্ঠস্বর খুব ভালোভাবেই চেনে; আর হাসির লেশহীন বিরস তার মুখখানাও ভুলবার নয়। রেজিমেণ্টে হাজির হ'লে তার ভিতরই কেন্দ্রীভূত হয় যুদ্ধের সমস্ত তীব্রতা; তার সেই ভয়ানক উপস্থিতিতে যুদ্ধের সমস্ত আগুন আর নিদারুণ চিত্র ম্লান হয়ে যায়। কোন পরিচালনাকেন্দ্রে বেশীক্ষণ সে থাকে না; কিন্তু তার সেই সাময়িক উপস্থিতিই সর্ব্বক্ষণের জন্য স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে সমস্ত সেনাপতিদের উপর,—সেনাপতিরা সর্ব্বক্ষণই যেন তার সেই প্রশান্ত, দৃঢ়দৃষ্টি নিজেদের উপর অনুভব করে। একবার একজন মেজর, একটী রেজিমেণ্টের সেনাপতি, বিপদের আশঙ্কায় ও ভয়ে মতি স্থির ক'রে দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অসমর্থ হওয়ায় সামারিণ তাকে শাস্তি হিসাবে সাধারণ সৈনিকের মত আক্রমণে পাঠিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষদের এতটুকু দয়া না দেখিয়ে কঠোর ভাবে চরম দণ্ড, মৃত্যুদণ্ড দিতে সে কখনও ইতস্ততঃ করে না।

শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বীতশ্রদ্ধা তার অতি গভীর, অসীম। জার্ম্মাণরা জ্বালিয়ে দিয়েছে, এমন কোন গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলতে তার মুখের চেহারা হয়ে ওঠে ভীষণ; মনে হয় প্রতিহিংসার দেবতা যেন মাটীতে

নেমে এসেছে। আর্মিতে সামারিন্ সুপরিচিত। সৈনিকরা সামারিনের গল্প বলে—একবার এক ভয়ানক যুদ্ধের ভিতরই সে একখানা সাঁজোয়া গাড়ীতে এসে একজন আহত সৈনিককে তুলে তাকে নিজের জায়গা দিয়েছিল। একবার যুদ্ধের ভিতর একজন সৈনিকের ফেলে-দেওয়া রাইফেল কুড়িয়ে যত্ন ক'রে মুছে জমায়েত সমগ্র কোম্পানীর সামনে সেই সৈনিকের হাতে সে রাইফেলটা তুলে দিয়েছিল; লজ্জায় সৈনিকটার যেন মাথা কাটা গেল। তার উপর সৈনিকদের আস্থা আছে; তাই তারা তার সমস্ত কঠোরতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা আনন্দের সঙ্গেই পালন ক'রে চলে।

সামারিনের সমস্ত দিন কাটল অগ্রসর পরিচালনাকেন্দ্রে। তার দিকে সমস্ত অংশেই শত্রু চাপ বাড়িয়েছে। দিনে রাতে অবিরাম যুদ্ধ চ'লেছে। ক্লান্ত সৈনিকরা পরিখার ভিতর গরম খাবার খেতে চাইছে না—ভাপসা আবহাওয়া আর গরমে এমনই দাঁড়িয়েছে অবস্থা।

পরিচালনা কেন্দ্রে এসে সামারিন্ ইয়েরেমিন্‌কে টেলিফোনে ডেকে নদীর পূব পারে স'রে যাবার অনুমতি চাইল। ইয়েরেমিন্ সরাসরি "না" ব'লে দিয়েছে। যে রাইফেলবাহিনী পশ্চাদপসরণ করছে, ইয়েরেমিন্ তাদের শেষ সৈনিক ও সমরসজ্জা এসে পৌছান অবধি নদীর পারাপারের উপর কর্ত্তৃত্ব রাখতে চায়। ইয়েরেমিনের সঙ্গে কথাবার্ত্তার ফলে সামারিনের মেজাজ গেল বিগড়ে। পাচকের উপর পড়ল চোট:

—খাবার-টাবার পাবার কি কোন আশা আছে আজ?

—ডিনার তৈরী, কম্‌রেড মেজর জেনারেল। পায়ে পা ঠুকে এমন উৎসাহের সংগে সে ঘুরল যে তার সাদা এ্যাপ্রনের ভিতর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল। এই কুটীরের কর্ত্রী, যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধা কৃষক রমণী অলগা দিমিত্রিয়েভ্‌না গর্‌বাচেভা ভ্রূকুটী ক'রে তাকাল। পাচকের উপর তার বড় রাগ; পাচকটা গ্রামের রান্নায় অবজ্ঞা প্রকাশ করে। সে বুড়ীকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল:

—বল ত' দিমিত্রিয়েভ্না, 'কাৎলেৎ ছ ভোলাইল্' কিম্বা, ধর,—আলুর 'পাই' কি করে তৈরী করতে হয় ?

বুড়ী রেগে বলেছিল—রেখে দাও, রেখে দাও। আমার মত বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে তুমি আলু ভাজা শেখাতে এসেছ !

বুড়ীর রাগ যে অদ্ভুত অদ্ভুত নামের সব খাবার সে তৈরী করতে জানে না ; আর হতচ্ছড়া ঐ পাচকটা তার থেকে রান্নার কাজ ভালোই জানে।

সামারিন্ জিজ্ঞাসা করল : আবার বুঝি 'মাটন্ রোষ্ট' করেছ ? ছ'বার তোমায় মাছ ভাজতে বলেছি না আমি ? কাছেই ত' নদী, আর সময়ও বোধ হয় কিছু কম ছিল না।

দিমিত্রিয়েভ্না বিব্রত পাচকের দিকে তাকিয়ে ব'লল : ও কেবল পারে বুড়ো মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা করতে। আর জেনারেল যদি কিছু বলেন, সেদিকে ওর খেয়াল নেই !

খাবার সময় সামারিন্ অলগা দিমিত্রিয়েভ্নাকে চা খেতে ডাকল। বুড়ী ধীরে এ্যাপ্রনে হাত মুছে টেবিল থেকে একটা অদৃশ্য বালির কণা ঝেড়ে ফেলে আস্তে এসে টেবিলে বসল। কাপ থেকে চায়ে এক চুমুক দিয়ে সে তার কুঞ্চিত কপাল থেকে একবার ঘাম মুছে নিল।

—চিনি তুলে নিন, বুড়ী মা ! আপনার নাতি কেমন আছে ? অনিদ্রা হ'য়েছে নাকি আবার ?

—পায়ে বড় যন্ত্রণা। বড় কষ্ট বেচারার, নিজে ত' শেষ হ'ল, আমাদেরও একেবারে সারা করল।

সামারিন্ পাচককে ডেকে ছেলেটাকে কিছু 'জ্যাম্' দিতে ব'লল।

ঠিক তখনই বোগারেভের কাছ থেকে রেডিওতে খবর এল, জার্ম্মাণ্ ট্যাঙ্কবহর ধ্বংস হ'য়েছে।

লিয়াদভ্ জেনারেলের প্রকৃতি বেশ ভালো ক'রে জানে। সে জানত, যুদ্ধক্ষেত্রের খুব বিপজ্জনক এলাকায় যাবার আগে জেনারেল খুব ভালো

মেজাজে থাকে; সে জানত, অবস্থা যত গুরুতর আর সঙ্গীন হ'য়ে ওঠে সামারিন্‌ও তত ধীর প্রশান্ত হ'য়ে ওঠে। এই কঠোর লোকটীর একটী কোমল দিকও তার জানা ছিল। যখনই সামারিন্‌ কোন পরিত্যক্ত কুটীরে যেত, আর গৃহস্থলীর উপর আকর্ষণে পিছনে পড়ে থাকা বিড়াল দেখতে পেত, সে পকেট থেকে রুটী বের করে তাকে খেতে দিত; এই জন্যই সে রুটী রাখত; বিড়ালকে ডেকে কুঁজো হ'য়ে হ'য়ে সে তাকে রুটী খাওয়াত। একবার খুব গভীর চিন্তাশীলভাবে লিয়াদভ্‌কে বলেছিল:

—জান, গ্রামের বেড়াল সাদা কাগজ নিয়ে খেলা করে না কেন? অভ্যাস নেই। কালো কাগজ দেখলেই লাফিয়ে আসে; ভাবে, ইঁদুর।

এখনও লিয়াদভ্‌ বুঝতে পারে, বুড়ীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে আর রেডিওগ্রামের খবর পেয়ে সামারিণের মেজাজ আবার ঠিক্‌ হয়ে গেছে।

সে বলে:

—কমরেড্‌ মেজর জেনারেল, একটী রিপোর্ট আছে। আপনার খবর পেয়ে মেজর মারত্‌সালভ্‌ দেখা করতে এসেছেন।

—ও; বেশ, বেশ। ওকে আসতে বল। অলগা দিমিত্রিয়েভ্‌না যাবার জন্য দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে ফিরে সামারিন্‌ বলল: বসুন, বসুন, আপনি উঠছেন কেন? চা শেষ করুন। তাড়াতাড়ি করবার কিছু নেই।

মারত্‌সালভ্‌ সকালে এই গ্রামের রাস্তায় এসে ডিভিসানের সাথে যোগ দিয়েছে। ওর এই মার্চ্চ কৃতকার্য্য হয়নি। রাস্তায় তার গোলন্দাজবাহিনীর একটী অংশ নষ্ট হয়ে গেছে,—একটা জলাভূমিতে তারা আটকে যায়, আর ঠিক তখনই ট্রাক্‌টরের তেল ফুরিয়ে যায়। এক জায়গায় রেজিমেণ্টের বাহন-বহর রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল—এই বহরের সেনাপতিকে রাস্তা সম্বন্ধে ভুল নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল; শেষ

পর্য্যন্ত এই রেজিমেণ্ট্ রাস্তায় জার্ম্মাণ্দের একটী রাইফেল বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেছে; নিশান্স্কীর কোম্পানী পিছনের অবস্থান থেকে মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য লড়াই ক'রে না এগিয়ে, খোলা মাঠের পথে অগ্রসর হবার বিপদের সম্মুখীন হ'তে সাহস না পেয়ে; ইতস্ততঃ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত সেনাপতি সমেত জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেছে।

মারত্সালভ্ বোঝে, জেনারেলের সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনা মোটেই সন্তোষজনক হয়নি। কিন্তু সামারিণের কথা শুনে ও ভয়ানক আশ্চর্য্য হ'ল আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

—আপনার কাজে সন্তুষ্ট হ'তে পারলাম না। ভুল সংশোধন ক'রবার একটী সুযোগ দিচ্ছি। বোগারেভের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন; তার সঙ্গে একমত হ'য়ে নূতন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করুন; যাতে বোগারেভ্ বেরিয়ে আসতে পারে, আর আপনার ফেলে আসা কামানগুলিও উদ্ধার হ'তে পারে। এখন আপনি যেতে পারেন।

মারতসালভ্ বোঝে যে খুবই কঠোর কর্ত্তব্য পড়ল তার উপর। কিন্তু শক্ত আর বিপজ্জনক কাজে সে ভয় পায় না। তার থেকে ঢের বেশী ভয়ের কারণ তার ঐ ভয়ানক প্রধানের ক্রোধ।

১১]

বোগারেভ্ আর তার ব্যাটালিয়নের দু'দিন জঙ্গলেই কাটল। ব্যাটালিয়নের সৈনিক সংখ্যাও আর খুব বেশী নয়। ডাল-পাতায় ঢাকা কামানগুলির মুখ রাস্তার দিকে। গোলন্দাজবাহিনীর লেফ্‌টেন্যান্ট্ ক্লেনভ্‌কিন্ পর্য্যবেক্ষকদলের সেনাপতি। বয়সে যুবক, বেশ বলিষ্ঠ লম্বা চেহারা; অকারণে বার বার হাতঘড়ি দেখা তার অভ্যাস। এই পর্য্যবেক্ষক দলের প্রায় সবাই গোলন্দাজবাহিনীর লোক; আর রাইফেল কোম্পানী থেকে আছে ইগনাতিয়েভ্, ঝাভেলেভ্ আর রদিম্‌স্তেভ্। বোগারেভ ক্লেনভ্‌কিন্‌কে ডেকে পাঠায়।

—কেবল পর্য্যবেক্ষক নয়, তোমাকে রসদ বিভাগের দায়িত্বও নিতে হবে। রুটী ফুরিয়ে এসেছে।

তারপর চিন্তাযুক্তভাবে বলল:

—ওষুধ আছে, কিন্তু রোগীদের খেতে দেব কি? বুঝতেই পারছ, তাদের জন্য চাই বিশেষ বিশেষ খাদ্যসামগ্রী,—ফলের জেলী, ক্র্যান্‌বেরীর রস।

পরীক্ষা করবার জন্য, আর তাদের অভিজ্ঞতার জন্য ক্লেনভ্‌কিন্ রদিম্‌স্তেভ্ আর তার সাথীদের প্রথম পর্য্যবেক্ষণ কাজে পাঠিয়েছে।

বোগারেভ্ আরও বলল:

—হ্যাঁ, তা' ছাড়া দেখতে হবে যে সৈনিকরাও রুটী পায়, আর আহতদের জেলী আর ফলের পানীয়ের ব্যবস্থাও হয়। জেলী তৈরী করার জন্য পাচকের কাছে আলুর ছাতু আছে।

বিস্মিত ঝাভেলেভ্ প্রায় চিৎকার করে ব'লে ওঠে: কিন্তু কমরেড্ লেফটেন্যান্ট্, জেলী এখানে আসবে কোথা থেকে? এই জঙ্গলের মাঝে, আর রাস্তায় রাস্তায় জার্ম্মাণ্ ট্যাঙ্কের সারি

ক্লেনভ্‌কিন্‌ মৃদু হাসে। কমিসারের সঙ্গে এই কথাবার্ত্তা তার কাছেও একটু অবাস্তব মনে হয়।

ইগনাতিয়েভ্‌ একটু চঞ্চল হ'য়ে ওঠে; বলে:

—ঠিক আছে, চলই না, দেখা যাক্‌ কি করা যায় না-যায়।

গাছের নীচে শুয়ে সব সৈনিকদের ভিতর দিয়ে ওরা এগিয়ে যায়। ব্যাণ্ডেজ-করা হাত একজন সৈনিক তার পাংশু মুখ তুলে রাগত স্বরে বলে:

—এই, আস্তে! অমন গাঁগ্‌-গাঁগ্‌ ক'রে চিৎকার করছ কেন?

কিছুক্ষণ পরে ওরা জঙ্গলের ভিতর একটা রাস্তায় এসে পড়ল। প্রায় দুই ঘণ্টার বেশী সময় রাস্তার পাশে একটা গর্ত্তের ভিতর অপেক্ষা করবার পর রাস্তা দিয়ে জার্ম্মাণ্‌ মোটর সাইকেল-আরোহীর একটা দল বেগে বেরিয়ে গেল। তাদের একজন এই স্কাউট্‌দের খুব কাছেই একটু থেমে পাইপে তামাক ঠেসে পাইপ জ্বালিয়ে আবার বেগে এগিয়ে গেল। ছ'টা ভারী ট্যাঙ্ক্‌ও চ'লে গেল, কিন্তু বেশীই যাচ্ছে নানা রসদ ভর্ত্তি লরী। সে-সব লরীতে জার্ম্মাণরা ব'সে গল্প করছে; গলার কাছে কলার খোলা,—যেন রোদ পোহাচ্ছে। একটা লরীতে সৈনিকরা আবার গান গাইছিল। রাস্তার উপর গাছের ডাল-পালা নুইয়ে পড়েছে; প্রায় সব লরী থেকেই সৈনিকরা হাত তুলে মুঠো মুঠো পাতা ছিঁড়ে নিচ্ছে।

স্কাউট্‌রা ভাগ হ'য়ে গেল। রদিম্‌স্তেভ্‌ গেল এই রাস্তা আর বড় রাস্তার মোড়ের কাছে। আর ইগনাতিয়েভ একটা শুকনো নালা ধরে গ্রামের দিকে চ'লে গেল; সেই গ্রামে জার্ম্মাণ্‌ ট্যাঙ্ক্‌ আর পদাতিক বাহিনী ঘাঁটী ক'রেছে।

লম্বা পাট-ক্ষেতের মাঝে দাঁড়িয়ে ও অনেকক্ষণ ধরে চারিদিক দেখে নিল। অনেকে পুকুরে স্নান করছে, কেউ কেউ উলঙ্গ হ'য়ে রোদে শুয়ে আছে। ফলের বাগানে একটা গাছের নীচে অফিসাররা খাওয়া-দাওয়া

করছে : মদ খাচ্ছে, ধাতুর তৈরী পান-পাত্রের পর-পর মৃদু আঘাতে ঠুন্-ঠান্ আওয়াজ উঠছে ; তাজা মদ রোদে ঝল্মল্ ক'রে উঠছে। একজন গ্রামোফোনে রেকর্ড চালাচ্ছে। আর একজন কুকুর নিয়ে খেলা করছে ; আর একজন একটু দূরে ব'সে লিখছে। সৈনিকরা বেঞ্চিতে ব'সে অন্তর্বাস সেলাই ক'রে নিচ্ছে। কেউ কেউ গলায় তোয়ালে জড়িয়ে দাড়ী কামাতে বসছে। একদল গিয়ে আপেল গাছে ঝাঁকি মারছে ; আর একদল লগি নিয়ে পেয়ারা গাছের উঁচু ডাল থেকে ফল পাড়ছে। কয়েকজন ঘাসে শুয়ে খবরের কাগজ পড়তে ব্যস্ত।

ইগ্নাতিয়েভের গ্রামের কথা মনে পড়ে। এ জঙ্গলটাও ওর লক্ষ্যহীন ঘোরা-ফেরার সেই জঙ্গলটারই মত ; এ নদীটাও ওর সেই ছেলেবেলার মাছ ধরার নদীটার মত। যে ফলের বাগানে জার্ম্মাণ্ অফিসাররা গ্রামোফোনের গানের সঙ্গে ব'সে খাওয়া-দাওয়া করছে, তার সঙ্গে মারুসিয়া পেসোচিনাদের বাগানের বড় মিল। মারুসিয়ার সঙ্গে কি মধুর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার কেটে গেছে সেই বাগানে। মনে পড়ে, রাত্রে গাছের কালো পাতার ফাঁকে ফ্যাকাসে আপেলগুলো কেমন চক্-চক্ ক'রত ; মনে পড়ে মারুসিয়া তার পাশে কেমন ভীরু ছোটো পাখীটার মত ন'ড়ে চ'ড়ে বসত। ভাবতে ভাবতে মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, হৃৎস্পন্দনবেগ বেড়ে যায়।...একটা কুটীরের দরজায় এসে দাঁড়াল একটা পাতলা ছোট মেয়ে ; পা তার খালি, মাথায় বাঁধা একখানি সাদা রুমাল। একটা জার্ম্মাণ্ চিৎকার ক'রে কি ব'লে হাতের ভঙ্গী ক'রে তাকে বোঝাল। মেয়েটা কুটীরের ভিতর ছুটে গিয়ে এক মগ জল নিয়ে এল।

ইগ্নাতিয়েভের বুকটা একটা অসহ তীব্র বেদনায় টন্-টন্ ক'রে উঠল। যে রাত্রে জার্ম্মাণ্রা একটা সহর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, গ্রামের পর গ্রাম তারা যখন ধ্বংস ক'রে গেছে, অতি তীব্র যুদ্ধে যখন চতুর্দ্দিকে মরণ ঘিরে এসেছে, তখনও বুঝি এই নিদারুণ অনুভূতি ওর হয়নি ;

আজকের মেঘমুক্ত উজ্জ্বল এই দিনের এই অনুভূতি আগে কখনও তার ঘটেনি। যুদ্ধক্ষেত্রের থেকেও সহস্রগুণ অসহ্য বিভৎস এই সোভিয়েট্ গ্রামের মাটীতে ধীর শান্ত জার্ম্মাণ্ জীবন। গুঁড়ি মেরে নিজের মনে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা ব'লতে ব'লতে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে ইগনাতিয়েভ্ জঙ্গলের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগল, পাতা-পল্লবে ঢাকা এই বন; এর ওক্, শাস্‌ন্, বার্জ্জ, ম্যাপল্ গাছের ঝোপ,—এ সবই যেন তার কত পরিচিত, ঠিক তার নিজের গ্রামের মতই। এমনি একটী জঙ্গলেই সে উচ্চৈঃস্বরে বোগারিচা বুড়ীর শেখানো গান গেয়ে বেড়াত; মড়ম'ড়ে শুক্‌নো পাতার উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখত;—দেখত পাখীরা উড়ে যেত, দেখত গাছের গায়ে কেমন চক্‌চ'কে স্যাৎলা জমে থাকে। জাম আর ব্যাঙের ছাতার সমস্ত ভাল ভাল জায়গাগুলিই তার জানা ছিল; শেয়ালের বাসা আর কাঠ-বেড়ালীর গর্ত্ত ত' তার নখাগ্রেই থাকত; সন্ধ্যার আগে কোন্ মাঠেতে লম্বা ঘাসের মাঝে খরগোসরা খেলা করত, তা-ও ছিল তার জানা। আর এখন এই জঙ্গলে একটা জার্ম্মাণ্ তার পাইপ জ্বালাচ্ছে; গর্ত্তের উপর নুইয়ে-পড়া ডাল-পালা আর ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে ইগনাতিয়েভ্ নিঃশব্দে একান্ত মনোযোগের সাথে তার প্রতিটী নড়া-চড়া লক্ষ্য ক'রে দেখে। সুন্দর গাছগুলির ভিতর দিয়ে জার্ম্মাণ্‌রা ফেলে দিয়ে গেছে কালো তার, আর শিশুসুলভ অজ্ঞানতায় ঐ 'রোয়ান্' আর বার্চ্চগুলিও তাদের ছোট ছোট ডালে সেই তারের ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আর রুশিয়ার জঙ্গলে এই গ্রামের ভিতর দিয়ে ছুটেছে জার্ম্মাণ্‌দের কথা। যেখানে গাছ ছিল না, সেখানে জার্ম্মাণ্‌রা চারা বার্চ্চ কেটে এনে মাটীতে পুঁতে তাতে পেরেক ঠুকে সাইনবোর্ড্ লাগিয়ে দিয়েছে। সেই মরা বার্চ্চগুলিও এই ভয়ানক জার্ম্মাণ্ তার ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে।

এই শান্ত বিশ্রামের মাঝে এই জার্ম্মাণ্‌দের দেখে ইগ্‌নাতিয়েভের মনে এক নিদারুণ আশঙ্কা জেগে ওঠে; সে আশঙ্কায় তার সমগ্র দেহ-মন আতংকে শিউরে উঠে হিম হ'য়ে যায় যেন। মুহূর্ত্তে মনে হয়, যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে। তার চোখের সামনে ওই ওদের মত জার্ম্মাণরা স্নান করছে, বিকেলে বুলবুলের গান শুনছে, জঙ্গলের পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, জাম তুলছে, বেঙের ছাতা ছিঁড়ছে, কুটীরে কুটীরে চায়ের আসর জমিয়ে তুলেছে, ফলের বাগানে আপেল গাছের তলায় মস্‌গুল ক'রছে গানের আসর, ছোট মেয়েদের ডেকে এটা-ওটা ফরমাইস্‌ করছে—জমিয়ে তুলেছে এক স্নিগ্ধ আনন্দ সঞ্চারিত শান্তির জীবন। যুদ্ধের সমস্ত বিভীষিকার সঙ্গে তার পরিচয় আছে—মাথার উপর জার্ম্মাণ্‌ ট্যাঙ্কের ক্র্যাংকারের মাঝে কর্দ্দমাক্ত গর্ত্তে হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকার অভিজ্ঞতাও তার আছে; যুদ্ধক্ষেত্রের দম-আটকানো ধুলোর মাঝে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ চ'লবার কষ্টও ইগ্‌নাতিয়েভের উপর দিয়ে গেছে; প্রতিদিন সে দেখেছে অজস্র মৃত্যু আর সেই মৃত্যুর মাঝে এগিয়েও গেছে,...সেই ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ আজ এই মুহূর্ত্তে তার সমগ্র সত্তা দিয়ে অনুভব করল, প্রতি রক্তবিন্দুতে জাগল সে অনুভূতি, জার্ম্মাণদের এই সোভিয়েট্‌ ভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া পর্য্যন্ত চলবে আজকের এই যুদ্ধ অবিরাম অতি তীব্র বেগে। অধিকৃত ইউক্রাইনের গ্রামে বিশ্রাম সুখে মগ্ন এই ফাশিস্ট্‌দের উপস্থিতির বিভৎসতার তুলনায় আগুনের শিখা, বোমার বিস্ফোরণের বজ্র-নির্ঘোষ আর বিমানযুদ্ধের চিত্রও যেন অনেক মধুর। এদের এই শান্ত আবহাওয়ায় গায়ের রক্ত যেমন জমাট হয়ে যায়। আপনা থেকেই ইগ্‌নাতিয়েভের হাত পড়ে রাইফেলের কুঁদোয়, একটা হাতবোমা চেপে ধরে, যেন নিজের শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করবার জন্য, সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়বার নিজের প্রস্তুতির পরীক্ষা করে যেন। এই যুদ্ধ তার, তার সব কিছু দিয়ে সে লড়বে এই যুদ্ধে।

সেদিনের সেই রৌদ্রোজ্জ্বল নিস্তব্ধ দুপুরে ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ তার সমগ্র অন্তর মন, তার সমগ্র সত্তা দিয়ে এই অনুভূতিই পেল।

ফিরে এসে দেখল সাথীরা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ও জিজ্ঞাসা করে : কাদা রাস্তার খবর কি?

ঝাভেলেভ্‌ খবর বলল : রসদ চ'লেছে অবিরাম। লরীর পর লরী খালি হাঁস আর মুরগী বোঝাই ক'রে চ'লেছে। গরু ভেড়াও নিয়ে চলেছে অনেক।—ওর স্বরে নিরুৎসাহের ভাব।

ঝাভেলেভের চেহারা বিষণ্ণ; সেই স্বাভাবিক চতুর, চোখা দৃষ্টি আর নেই। জার্ম্মাণবাহিনীর পিছনের চিত্র দেখে তারও অন্তরে এক নিদারুণ দুঃখের ছাপ লেগে গেছে।

রদিমৃস্তেভ্‌ জিজ্ঞাসা করে : কি বল, এখন ফিরে যাব নাকি?

তার শান্ত চেহারার কোন পরিবর্ত্তন নেই। জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক্‌ এগিয়ে আসার সময়ও তার সাথীরা তার এই মূর্ত্তি দেখেছিল, আসার আগে রুটী ভাগ ক'রে দেবার সময়ও তার ঐ একই চেহারা।

ঝাভেলেভ্‌ প্রস্তাব করে : একটা 'জিব'* ধরা দরকার।

ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ উৎসাহিত হ'য়ে সমর্থন করে : তা' ধরা যায়। আমি একটা উপায় ভেবে রেখেছি। সে তার অতি সহজ পরিকল্পনাটী বলল্‌।

কিছু করবার একটা প্রবল আগ্রহ ইগ্‌নাতিয়েভ্‌কে পেয়ে ব'সেছে। ওর মনে হয় দিন রাত সর্ব্বক্ষণ যুদ্ধ চালান চাই। একটী মুহূর্ত্ত নষ্ট করলে চলবে না। তুলার কামানের কারখানার কারিগররা তার দক্ষতা আর কাজে অসাধারণ উৎসাহের জন্য কত প্রশংসাই করত; গ্রামেও তার কত নাম ছিল।······

লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্টের কাছে সে পর্য্যবেক্ষণের ফল পেশ করল। লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট্‌ তাকে বোগারেভের কাছে পাঠিয়ে দিল।

* কথা বের করবার জন্য ধরা বন্দীকে 'জিব' বলে।

বোগারেভ্ একটা গাছের তলায় ব'সেছিল; মৃদু হেসে বলল: কম্‌রেড্ ইগ্‌নাতিয়েভ্, তোমার গিটারটা কোথায়? আস্ত আছে ত'?

—নিশ্চয়ই, কম্‌রেড্ কমিসার। কাল আমি সবাইকে বাজিয়ে শুনিয়েছি; কিন্তু ওরা সব ক্রমে আস্তে আস্তে এ-কথা সে-কথা ব'লতে সুরু করল।

কমিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে ভালো ক'রে দেখে নিয়ে ও যেন সাহস সঞ্চয় করে নিল।—কম্‌রেড্ কমিসার, আমি আসল কাজ করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন, দেখবেন আমি কি করতে পারি না পারি। এই এখানে ব'সে ঐ জার্মাণগুলো গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজাবে, এ আমি আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।

—কাজ অনেকই আছে, কাজের অভাব কি। আমার এখন চিন্তা কেবল রুটী, আহতদের খাবার আর একটী 'জিবের' জন্য—প্রত্যেকের জন্যই যথেষ্ট কাজ নয় কি?

—কম্‌রেড্ কমিসার, পাঁচজন লোক পেলে বিকেলের ভিতর আমি সব ক'রে আসতে পারি।

—কেবল কথাই নয় তো?

—অনুমতি দিন, দেখা যাবে।

পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবকের জন্য বোগারেভ্ ক্লেনভ্‌কিন্‌কে নির্দ্দেশ দিল। পনের মিনিটের ভিতরই ইগ্‌নাতিয়েভ্ তাদের নিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সেই রাস্তার দিকে চলল।

প্রথম কাজে খুব বেশী সময় লাগল না। আগেই সে কয়েকটা মাঠে প্রচুর পাকা জাম দেখে গেছে।

সৈনিকদের সম্বোধন ক'রে ও চেঁচিয়ে বলল: আচ্ছা, এস এইবারে খুকীরা, স্কার্টের কোচড়ে জাম কুড়িয়ে নাও।

ওর তামাসায় সবাই হাসে। একটার পর একটা ওর সব মজার গল্প শুনতে শুনতে সবাই হেসে খুন।

ইগ্‌নাতিয়েভের নির্দ্দেশ আসে: হাক্‌ল্‌বেরী আলাদা, রাস্‌প্‌বেরী আলাদা, ডিউবেরী আলাদা; সব আলাদা করে রাখ। মাঝে মাঝে পাতা দিয়ে সব আলাদা আলাদা রাখ।

মিনিট চল্লিশের ভিতর সবার হেলমেট্‌ একেবারে ভর্ত্তি হয়ে গেল।

—এই দেখ, হ'লত' সব! যাদের পেটের গোলমাল তাদের জন্য হাক্‌ল্‌বেরী; জ্বরের রোগীদের জন্য রাস্‌প্‌বেরী আর ডিউবেরী দিয়ে 'খ্‌ভাস্‌' জাতীয় একটা টক্‌ রস তৈরী হবে; আহতরা এই রকমের একটা পানীয় খুবই চায়।

বেশ দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে ও ফলগুলি নিংড়ে রস বের করে ফেলল। প্রাথমিক চিকিৎসা উদ্দেশ্যে রাখা 'গজ' দুই ভাজ ক'রে তাতে ছেকে নিয়ে পরিস্কার রস বোতল ভর্ত্তি ক'রে ফেলল। একটা মাছি উড়ে আসতে ও বোতলগুলিকে আহতদের ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। বুড়ো ডাক্তার ইগ্‌নাতিয়েভের এই জিনিস দেখে আবেগে উচ্ছসিত হ'য়ে বললেন:

—সেরা হাঁসপাতালেও এমন জিনিষ মেলা দায়। একটী দুটী নয়, অনেক লোকের জীবন আপনি বাঁচালেন, কম্‌রেড্‌ লাল সৈনিক; দুঃখীত, আমি আপনার নাম জানিনা।

কি ব'লবে ভেবে না পেয়ে ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে একটু কেশে "ও কিছু না" ভাবে হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল। ওর সাথে চলেছে কৃতকার্য্যতার আনন্দ।

জঙ্গলের রাস্তার উপর নজর রাখতে যাকে পাঠান হ'য়েছিল, সে খবর দিল যে সেখানে একটা জার্ম্মাণ্‌ লরী দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই বিশেষ

কোন ইঞ্জিনের গোলমাল হয়েছে : অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে জার্মাণ্‌রা কথা-বার্ত্তা ব'লেছে, তারপর সবাই চালকসমেত একটা চল্‌তি গাড়ীতে উঠে চ'লে গেছে।

ইগনাতিয়েভের অধীর প্রশ্ন : গাড়ীতে কি আছে ?

—জানি না, তার্পলিন দিয়ে ঢাকা।

—দেখলে না ?

—দেখব কি ক'রে ?—অনবরত এদিক-ওদিক গাড়ী চ'লেছে, কাছে যাবার উপায় নেই।

—তুমি, তুমি একটা···শালিক !

—আর তুমি একটা ঈগল !

লরীটার কাছে গিয়ে ইগনাতিয়েভ চেঁচিয়া ডাকল : এস হে খোকারা, এদিকে এস সব !

সবাই ওর আনন্দে উজ্জ্বল মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে এগিয়ে গেল। ও-ই এ জঙ্গলের রাজা। আর কেউ হ'তেও পারে না—চিৎকার ক'রে কথা ব'লছে, যেন বাড়ী-ঘর ; ওর উজ্জ্বল চোখ উৎসাহে হাসছে।

—জল্‌দি কর, জল্‌দি কর ! তার্পলিনটা ধর, টেনে তোলো। ঠিক আছে। দেখ, গায়ের ঘাম ফেলে ছুটোছুটী ক'রে জার্মাণরা আমাদের জন্য একেবারে টাট্‌কা রুটী নিয়ে হাজির। গাড়ীটাও দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে।

বাইরে পাতা তার্পলিনে ও একের পর এক রুটী ছুড়ে দিতে দিতে অনর্গল কথা ব'লে চ'লেছে :

—এইটে তৈরী করেছে ফ্রিৎস্, ফ্রিৎস্ ক্রুণ্টের উনুনে রুটী তৈরী করতে শেখেনি। ওকে শাস্তি দিতে হবে।···এটা ভালো, হান্‌স্ বেশ কাজের লোক।···এটা বড় লম্বা, হারমান্ নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে প'ড়েছিল।

আহা-হা, এটা ত ভারী চমৎকার, সবার সেরা ; এ্যাড্‌লফ্‌ নিজেই এটা বিশেষ যত্ন করে তৈরী ক'রেছে আমারই জন্য।

ওর রোদে-পোড়া কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ওর মুখে, ছুঁড়ে ফেলা রুটীতে, জার্মাণ-লরীর কালো গায়ে, রাস্তায় কচি সবুজ ঘাসে, পাতার ফাঁকে সূর্য্যের আলো আর পাতার ছায়া। ও একবার সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থুথু ফেলে, হাত-পা ছড়ায় ; তারপর কপাল মুছে বনের ভিতর আকাশের দিকে, রাস্তার উপর, দূরে রোদে ভরা মাঠের পানে তাকিয়ে দেখে।

বলে : শস্য কাটা চ'লেছে যেন, আমি ফোরম্যান্। ওহে, এই যা হ'য়েছে, শ'খানেক বা শ'তিনেক মিটার দূরে কোন ঝোপে লুকিয়ে রেখে এস।

ওরা বলে : এবার তোমার নিজেকেই লুকিয়ে ফেলা ভাল ! হ'য়েছে কি তোমার ? এখুনই এসে পড়বে যে ওরা।

—আরে, আমি আবার যাব কোথায় ! এত' আমারই জঙ্গল, এখানে আমিই মালিক। গেলে সবাই বলবে : চ'ল্লে কোথায় মালিক ?

ও লরীর উপরই দাঁড়িয়ে থাকল। ওর সাহস আনন্দ দেখে মাথার উপর 'থ্রাশ' আর নীলকণ্ঠ পাখী গান গেয়ে গেয়ে ওড়ে। একটা রুটীর টুকরো গুড়ো করে ও পাখীদের দিকে ছুড়ে মারে। তারপর গাইতে সুরু করল। কিন্তু তার সতর্ক দৃষ্টি সোজা রাস্তার দিকে, দুই দিকেই এক কিলোমিটার পর্য্যন্ত। হঠাৎ গান থামিয়ে ও ভ্রূ কুচকে কান পেতে শোনে। যেন মোটরের আওয়াজ। দূরে ধূলো ওঠে। ইগনাতিয়েভ্‌ চোখ কুচকে তাকিয়ে দেখে : একটা মোটর সাইকেল।

নিজের খেয়ালে ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ নিজেকেই প্রশ্ন করে : কি হে মালিক, পালাবে কেন ? মোটর সাইকেলে করে নিশ্চয়ই গাড়ী সারাতে বা টেনে

নিতে আসছে না। ইগনাতিয়েভ্ হাত-বোমার হাতল ধ'রে লরীর এক কোণে শুয়ে পড়ে; সেখান থেকে রুটী তুলে নেওয়া হ'য়েছে। গতি একটু মন্থর না ক'রেই মোটর সাইকেলটা বেগে বেরিয়ে গেল।

এক ঘণ্টার ভিতর লরী খালি হ'য়ে গেল। নেমে আসবার আগে ইগ্নাতিয়েভ্ চালকের আসনের দিকে তাকিয়ে দেখে পাশের থ'লে থেকে একটা কগ্নাগের বোতল টেনে বের করল। খুব অল্পই আছে। ইগ্নাতিয়েভ্ বোতলটা পকেটে পুরল। রুটীর শেষ বোঝাটা সরিয়ে নিতে নিতে দূরে একটা মোটরের শব্দ উঠল।

কি হয় দেখবার জন্য ইগ্নাতিয়েভ্ একটা ঝোপের ভিতর লাফিয়ে পড়ল। গাড়ীটা গতি মন্থর ক'রে থেমে খালি গাড়ীটার দিকে পিছু হ'ঠে গেল।

ওদের একটা কথাও ইগ্নাতিয়েভ্ বুঝল না কিন্তু ওদের হাব-ভাব খুবই স্পষ্ট। প্রথমে ওরা পাশে গর্ত্তের ভিতর, লরীর নীচে তাকিয়ে দেখল। সার্জ্জেন্ট্ চিৎকার ক'রে কর্পোরাল্কে কি ব'লল—কর্পোরাল্ পাশে হাত চেপে আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। ইগ্নাতিয়েভ্ নিঃসন্দেহে ধরে নিল, যে সার্জ্জেন্ট্ ব'লছে: "হতভাগা, কাউকে পাহারায় রেখে যেতে পারনি! ভয়ের কি আছে?" অতি বিষণ্ণ বিপন্ন মুখে বেগে হাত নেড়ে কর্পোরাল্ যেন বলতে চাইল: "এই জঙ্গলের ভিতর কি কেউ থাকতে চায়!" স্পষ্ট বোঝা যায়, সার্জ্জেন্ট্ বলে: "তোমার নিজেরই থাকা উচিৎ ছিল, গাধা কোথাকার! তোমাদের সবাইকে খেতে না দিয়ে আটকে রাখবার ব্যবস্থা করব আমি।" "আপনার খুশী" ব'লে কর্পোরাল্ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তারপর কর্পোরাল চালককে নানা প্রশ্নে আর তিরস্কারে ব্যতিব্যস্ত জর্জ্জরিত ক'রে তুলল। ইগ্নাতিয়েভ্ মানে করল: "একেবারে জঙ্গলের মাঝখানে রেখে যাবার কি দরকার ছিল। বোতলটা খালি করেছ নাকি?" সার্জ্জেন্ট প্রকৃতির মলত্যাগ করিতে

স'রে গেছে দেখে চালকও চেঁচিয়ে জবাব দিল: "অত চোখ রাঙাচ্ছ কেন? তুমিও ত' দু'-এক ঢোক খেয়েছ, না—কি?"

থ্রাশগুলি গাছের ডালে পাখা নেড়ে ওদের বিদ্রূপ করে হেসে উঠল। ওদের একজন একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো তুলে সার্জ্জেন্ট্‌কে দেখাল। ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ দেখল সার্জ্জেন্টটা খবরের কাগজের টুকরোটা খুলে রুশ-অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে বলছে: "ও. এদেরই কাজ।" জার্ম্মাণগুলো একেবারে পাগল হ'য়ে গেল: কেউ রাইফেল বের করল, কেউ টমিগান তুলে গাছের ভিতর গুলি চালাতে আরম্ভ করল। গাছের পাতা আর ছোট ছোট ডাল ঝরে পড়ল পথের উপর। ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ গুড়ি মেরে সাথীদের কাছে ফিরে গেল। হাসতে হাসতে ও যা' দেখেছে সব ব'লল। তারপর বোতলটা টেনে বের ক'রে বলল:

—এই এক ফোঁটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। ছ'জনের এতে কিছুই হবে না। একাই টানতে হবে দেখছি, এ্যা!

সদাশিব রদিম্‌স্তেভ্‌ তার ফ্লাস্কের কাপ খুলে দিয়ে বলল:

—নাও, একাই খাও। জার্ম্মাণ্‌দের কিছু আমি ছুঁই না।

সন্ধ্যার আগে ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ কমিসারের কাছে একটা জার্ম্মাণ্‌কে ধরে নিয়ে এল। ধরেছে খুব সহজেই—রাস্তার টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে ওরা ঘাপটি মেরে ছিল। এক ঘণ্টা পর দু'জন জার্ম্মাণ্‌ এল লাইন দেখতে। ঝোপ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল লাল সৈনিকের দল। একজন পালাবার চেষ্টা করতে গুলি খেল; আর একটা ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে বন্দী হ'ল।

হাসিখুশীতে ভরপুর ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ নিবেদন করল: কম্‌রেড্‌ কমিসার, জঙ্গলের ভিতর ওদের সঙ্গে কারবার করবার ব্যাপার আমার বেশ সহজ লাগে। একটা তার আড়াআড়ি করে রেখে একটা মোটর সাইকেল উল্টে দেওয়া যায়। আর পদাতিকদের জন্য ভারী সহজ উপায় আছে:

ঝোপে কতকগুলি মুরগী রেখে দিলে তাদের ডাক শুনে বহুদূর থেকেও ওরা ছুটে আসবে।

মৃদু হেসে বোগারেভ্ বলে: ঠিক বলেছ।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে রদিম্‌স্তেভ্ পদাতিক ও গোলন্দাজদের সারি হ'য়ে দাঁড় করিয়ে হুকুমনামা পড়ে শোনাল: পর্য্যবেক্ষকের কাজের জন্য ধন্যবাদ। নির্দ্দেশে এক পা এগিয়ে এসে ইগ্‌নাতিয়েভ্ জবাব দিল:

—সোভিয়েট্ ইউনিয়নের সেবক আমি, কমরেড ক্যাপ্টেন্।

জার্ম্মাণ্ অধিকৃত গ্রামের পর গ্রামের ভিতর দিয়ে ভ্যাসিলি কার্পেটভিচ্ চলেছে লেনিয়া চেরেদ্নিচেঙ্কোকে সাথে নিয়ে। লেনিয়া বড় ক্লান্ত, তার কচি পায়ে দীর্ঘ পথ চলার ক্ষত। সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে :

—আমার পা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে কেন, সব সময় নরম পথেই ত' আমরা হেঁটে আসছি।

খাওয়া ভালোই হ'য়েছে। গ্রামের মেয়েরা ওদের পেট ভর্ত্তি দুধ, রুটী আর মাংস খেতে দিয়েছে। এক রাত্তিরে ওরা এক বাড়ীতে ছিল, সেখানে থাকত একজন স্ত্রীলোক তার দুই মেয়েকে নিয়ে। মেয়েরা উচ্চতর বিদ্যালয়ের শেষ বৎসরের ছাত্রী। বীজগণিত, জ্যামিতি শিখেছে। ফরাসী ভাষাও কিছু কিছু শিখেছে। মা মেয়েদের অত্যন্ত ছেঁড়া কাপড়-জামা পরিয়ে রাখে। ওদের হাতমুখ মলিন, চুল অবিন্যস্ত, রুক্ষ। জার্ম্মাণ্রা যাতে অত্যাচার না করে তারই জন্য এই ব্যবস্থা। মেয়ে দুটী বেশ সুন্দরী। ওরা আয়নাতে পরস্পরের দিকে তাকায় আর খিল খিল ক'রে হাসে; ভাবে দু-চার দিনের ভিতরই এই পাগলা উল্টো জীবন শেষ হ'য়ে যাবে; জার্ম্মাণ্রা যে সব বই কেড়ে নিয়েছে সেগুলি গ্রামের মোড়ল ফিরিয়ে দেবে, জার্ম্মাণ্রা কাউকে আর জোর ক'রে কাজ করাবে না। গুজব : দলে দলে বয়স্কা ও যুবতী মেয়েদের হাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূরে কোন ক্যাম্প্এ কাজ করাবার জন্য; সুন্দরী মেয়েদের আলাদা ক'রে নেয়, তাঁদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না; ক্যাম্প-এ মেয়ে-পুরুষদের আলাদা করে রাখে; ইউক্রাইনের সমস্ত গ্রামে বিয়ে নিষিদ্ধ ক'রে দিচ্ছে। মেয়েরা সভয়ে উৎসুক হ'য়ে সব শোনে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না; ভাবে এমন বর্ব্বরতা ঘটতেই

প্যারে না, এ অস্বাভাবিক, অসম্ভব। ওরা তৈরী হ'চ্ছে আসছে শীতে গ্লুকভে গিয়ে শিক্ষকতা বিষয়ে শিক্ষা নেবে ব'লে। খুব পড়ে ওরা; দুটো না-জানা অংকের 'কোয়াড্রেটিক্ ইকোয়েশান্'-এর সমাধান করতে পারে, জানে যে সূর্য্যও একটী তারকা আর সে-তারকা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে, ওরা জানে যে সূর্য্যের ক্ষেত্রের তাপ ছয় হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্। 'আনা ক্যারেনিনা' ওদের পড়া হ'য়ে গেছে; 'লারমন্টভের লিরিক্' আর 'তাতিয়ানা লারিয়ানার চরিত্র' সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখতে হ'য়েছে। ওদের বাবা ছিল কৃষিপ্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারের ভারপ্রাপ্ত অফিসার; ওদের বাবা এবার মস্কো থেকে এ্যাকাডেমি-সভ্য লাইসেঙ্কোর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিল। আয়নাতে ওরা নিজেদের অদ্ভুত জীর্ণ মলিন পোষাক দেখে হেসে কুটি হ'য়ে মাকে সান্ত্বনা দেয়:

—কেঁদনা মা, কেঁদ না। এইই সব নয়, এই শেষ নয়। ঠিক নেপোলিয়ানের মতই এ্যডল্ফ্-এর শোচনীয় পরাজয় ঘটবেই।

লেনিয়া কিয়েভের স্কুলে তৃতীয় পর্য্যায়ের ছাত্র শুনে ওরা তাকে গুণ-ভাগের অংক দিয়ে পরীক্ষা করল। ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা ব'ল্তে ব'ল্তে ওরা যেন কেমন ক'রে জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। জার্ম্মাণরা গ্রামে থাকতে যেন অংক সম্বন্ধে কথা বলা নিষেধ আছে। এক বোনের নাম পাশা, বাদামী রং তার চোখে। সে লেনিয়ার অংকের কাগজটা নিয়ে টুক্রো টুক্রো ক'রে ছিড়ে আগুনে ফেলে দিল।

লেনিয়ার জন্য মেঝেয় বিছানা হ'ল। এত পরিশ্রান্ত হ'য়েও ওর ঘুম পেল না। স্কুলের কথা-বার্ত্তায় ওর মন খারাপ হ'য়ে গেছে। কিয়েভের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সেখানকার খেলনার ঘর, বাবার কাছে দাবা খেলা শেখার কথা, কখনও কখনও বিকেলে বাবার সাথে দাবা খেলার কথাও মনে প'ড়ে যায়। লেনিয়া ভ্রূ কুচকে, নাক ফুলিয়ে বাবার অনুকরণে চিবুকে আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারত, চাল ভাবত।

বাবা হেসে ব'লত: মাৎ।. এ সবের সাথে আবার অন্য কথাও মনে ভেসে আসে: আগুন, মাঠের সেই মরা মেয়েটী, একটী ইহুদী অঞ্চলের চত্বরে ফাসীকাঠ, বিমানের মোটরের গর্জ্জন। একটার সঙ্গে একটা জড়াজড়ি ক'রে আসে সব স্মৃতি। এক একবার মনে হয়—স্কুল ছিল না, সাথীরাও কেউ ছিল না, সিনেমাতে ম্যাটিনী 'সো'-ও সে কখনও দেখেনি; আমার মনে হয়, যে কোন মুহূর্ত্তে বাবা এসে পড়তে পারে, বাবা এসে বিছানায় ব'সে চুলে আঙ্গুল চালিয়ে দেবে, আর তার ক্ষুদ্র শ্রান্ত দেহ স্নিগ্ধ শান্তি আর আনন্দের বানে ছাপিয়ে যায়। লেনিয়া জানে যে তার বাবা একজন মহাপুরুষ। শৈশবের নির্ভুল অনুভূতি দিয়ে ও বাবার মানসিক বৃত্তি ও শক্তি গ্রহণ করে। বাবার সামরিক সাথীরা তাকে কেমন শ্রদ্ধা করে, তা' সে লক্ষ্য ক'রেছে; সে লক্ষ্য ক'রেছে, বাবার টেবিলে যখনই তার বাবার শান্ত ধীর কথা শোনা যেত, তখন আর সবাই সসম্ভ্রমে নীরবে ফিরে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত। আর সেই এগারো বছরের বালক, নিঃসহায় লক্ষ্যহীন ভ্রাম্যমান এই বালক মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলে না, তার বিশ্বাস টলে না যে তার বাবা সেই শান্তির সময়কার মত তেমনই শক্তিশালী আছে, তেমনি বিজ্ঞ সে আছে। মাঠে চলতে, জঙ্গলে ঘুমে, কোন ঘাসের গাদায় শুয়ে,—সব সময়েই তার নিশ্চিত বিশ্বাস যে বাবা এসে পড়বে, বাবা তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাড়ীর কর্ত্রীর সঙ্গে ভ্যাসিলি কার্পোভিচের কথা-বার্ত্তা শুনতে শুনতে লেনিয়া ঘুমিয়ে পড়ে।

বৃদ্ধ বলে: চল্লিশটী গ্রাম পেরিয়ে এসেছি। যা' দেখেছি, তা' যেন আর কখনও দেখতে না হয়। এর ভেতরও আবার কেউ কেউ বাড়ীতেই থেকে গেছে, ভেবেছে শৃংখলা আসবে। একটা গ্রামে জার্ম্মাণরা দুধের হিসাব তৈরী করাচ্ছে; দিনে দু'বার এসে সৈনিকরা দুধ নিয়ে যায়। গরু যেন তারা যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে ভাড়া দিয়েছে। কিন্তু

যৌথ-প্রতিষ্ঠানেরই ত' গরু। একটা গ্রামে প্রত্যেকের বুট্ খুলে দেবার হুকুম হ'য়েছে। যৌথ-প্রতিষ্ঠানের তোমরা সব খালি পায়ই থাকবে। গ্রামে গ্রামে মোড়ল নিয়োগ করেছে। এই মোড়লদের দিয়েই তারা সব করায়। কিন্তু মোড়লরাও মালিক নয়; ভয়ে না ঘুমিয়েই কাটে তাদের রাতের পর রাত। জার্ম্মাণরা বলে: "জমি! জমির কথা ভুলে যাও।" যত গ্রামের ভিতর দিয়ে এসেছি, কোথাও একটী মুরগীর ডাক শুনতে পাইনি। শেষ মোরগটীর গলা ওরা ছিঁড়েছে। একজন বুড়ো মানুষকে গুলি ক'রে মেরেছে; বুড়ো বারবার ছাতে উঠে পূব দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত আমাদের লোক, আমাদের সৈনিকরা আসছে কি না। তাই তারা তাকে গুলি ক'রে মেরেছে, সূর্য্যোদয় দেখা চলবে না। যেখানে সেখানে সাইন্‌বোর্ড, কিন্তু বোঝবার উপায় নেই যে তাতে কি লেখা। এখানে ওখানে সেখানে এঁকেছে অসংখ্য তীর, দিক দেখাচ্ছে। মেয়েদের অভিযোগের শেষ নেই—দিন রাত উনুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে; রান্না-বান্না, রুটী তৈরী চলেছে অবিরাম। আর জার্ম্মাণগুলো অনবরত কিছু-না কিছু বলছে। মেয়েরা ত' একেবারে জ্বালাতন উত্যক্ত হ'য়ে গেল। তাদের একটী কথাও বোঝবার উপায় নেই, আর সর্ব্বদা কেবল বোকার মত বলে, 'মাৎকা, মাৎকা।' লজ্জা ব'লে কিছু নেই, বৃদ্ধা মেয়েদের সামনেও উলঙ্গ হ'য়ে ঘোরে। মেয়েরা বলে যে ওদের জন্য ঘরে বেড়াল থাকে না। এক বুড়ী বলছিল: কি ভয়ানক কথা, ঘর থেকে বেড়াল বেরিয়ে যায়; ওরা যে বাড়ীতে থাকে, সে বাড়ীতে বেড়াল পর্য্যন্ত থাকবে না। সাধারণতঃ আগুন জ্বেলে, জল ছিটিয়েও বেড়ালকে ঘরের বার করা যায় না; আর এখানে বেড়ালরা আপনা থেকেই বেরিয়ে বাড়ীর পেছনে উঠোনে আশ্রয় নিচ্ছে। এক গ্রামে সমস্ত লোক জড় ক'রে ওরা ইউক্রাইনের ভাষায় বলেছে: কে তোমাদের উপর অত্যাচার ক'রেছে?

রুশরা।—তারাই ইউক্রাইনের শত্রু। বুড়োরা নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু ফেরার পথে বলে: 'এ কথা আজ নূতন নয়, আগেও শুনেছি যে সবাই আমাদের শত্রু, আর জার্ম্মাণরাই সব ভালো করতে এসেছে।' একজন বৃদ্ধ আমাকে ব'লেছে: গলা টিপে মারলেও ওদের কোন কাজ আমি আর করছি না। লোক সব ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলে, কেউ কারও দিকে তাকাতে সাহস পায় না, বন্ধুত্ব ব'লে বস্তু একেবারে নেই। ওরা সব লোকের সাথে ব্যবহার করে গরু ভেড়ার সাথে লোকে যেমন করে—একবার সব নাম রেজেষ্ট্রী হ'ল; আবার একটু পরেই আবার, তারপর সব নানা পর্য্যায়ে ভাগ ক'রে সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।……গলায় সব ছোট ছোট কাগজ লিখে ফাসী দিয়ে মারবে। লোকে বুঝেছে যে নরকের আগুনের থেকেও নিকৃষ্ট এই জার্ম্মাণ-শাসন

জেগে উঠেই লেনিয়া বলে: দাদু, খাবার সময় হ'য়েছে নিশ্চয়ই।

বুড়োর জবাব শোনা গেল না। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে লেনিয়া দেখল ভ্যাসিলি কার্পোভিচ্ কোথাও নেই। বেঞ্চির উপর প'ড়ে আছে তার থলেটা।

—দাদু কোথায়?

বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী জানালায় ব'সে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আছে; গাল বেয়ে গড়াচ্ছে চোখের জল।

—ওকে নিয়ে গেছে, রাত্তিরে দস্যুরা ওকে ধরে নিয়ে গেছে। আজ নিল বুড়োকে, কাল নেবে আমার মেয়েদেরও। আর উপায় নেই, উপায় নেই।

লেনিয়া লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

—কে, কোথায় নিয়ে গেছে?—চাপা কান্নায় তার স্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে।

—কে নিয়েছে তা' ত' পরিষ্কার।—বুড়ী জার্মাণদের উদ্দেশে গালাগাল দিতে থাকে।—ওদের চোখ যাবে, ছেলেদের আর কখনও দেখতে হবে না, কলেরা হ'য়ে মরুক সব, হাত পা খ'সে পড়ুক।

—কেঁদ না বাছা, তুমি এখানেই থাকবে।

—না, আমি থাকব না।

—যাবে কোথায় বল?

—আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।

—আচ্ছা, একটু বোস। এক্ষুণই জল গরম হবে। আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্; তারপর ঠিক করা যাবে, তুমি কোথায় যাবে।

লেনিয়ার হঠাৎ মনে আশঙ্কা জাগে যে বুড়ী ওকে যেতে দেবে না, ও আস্তে উঠে দরজার কাছে যায়।

বুড়ী জিজ্ঞাসা করে: কোথায় যাচ্ছ?

—এই আসছি।—ব'লে ও উঠোনে গিয়ে, একবার দরজার দিকে ফিরে তাকিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল।

গ্রামের রাস্তা দিয়ে ও ছুটে গেল—সাত টন লরীর ধার দিয়ে—লরীগুলো কুঁড়ে ঘরের চালের সমান উঁচু; একটা ফ্রণ্টের রান্নাঘরের পাশ দিয়ে—পাচক উনুন জ্বালাচ্ছে; বন্দী লাল সৈনিকদের সামনে দিয়ে—মলিন মুখে, রক্তাক্ত অন্তর্বাস প'রে তারা সব যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের আস্তাবলের পেছনে ব'সে—ও ছুটেই চলল। পথে খুঁটি পুঁতে লাগান হ'লদে সাইন্‌বোর্ডে তীর আঁকা আর কালো রংএ কি সব সংখ্যা আর অমর লেখা। ওর মাথায় সব গুলিয়ে গেছে—ও ভাবছে, সেই বৃদ্ধা মহিলা আর তার মেয়েদের কাছ থেকে ও পালিয়ে যাচ্ছে। ভাবে, ওই বুড়ী ওকে চা খাইয়ে রাত-দিন ওই নির্জ্জন ঘরে বন্ধ ক'রে রাখত।

হাওয়ার মিল্ অবধি ছুটে গিয়ে ও থামল। এখানে রাস্তা আলাদা হ'য়ে গেছে।—একটা হ'লদে তীর গ্রামের রাস্তা দেখাচ্ছে, আর একটা

তীর দেখাচ্ছে একটা চওড়া রাস্তা, তাতে বহু লরী আর ট্যাঙ্কের চাকার স্পষ্ট দাগ। লেনিয়া মাঠের ভিতর দিয়ে সরু পথটা ধরল—এ পথের দিকে কোন তীর নেই—এ পথ গেছে দূরে জঙ্গলের দিকে। বহুদিন হয় এ রাস্তায় কেউ কখনও চলেনি। দেখেই মনে হয় যে সেই বসন্তকালে চাষীদের ঠেলাগাড়ী যাবার পর এ পথে আর কেউ চলেনি—কাদায় চাকার গভীর খাত এখন পাথরের মত শক্ত হ'য়ে আছে। লেনিয়ার ক্ষিধে পেয়েছে, জল তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। অকরুণভাবে সূর্য্য ছড়াচ্ছে উত্তপ্ত কিরণ।

বনের ভিতর গিয়ে ওর ভয় করতে লাগল। একবার মনে হ'ল গাছের আড়াল দিয়ে জার্ম্মাণরা দেখছে, ঝোপের ভিতর দিয়ে জার্ম্মাণরা গুড়ি মেরে আসছে। আবার মনে হয় চিড়িয়াখানা থেকে বড় বড় নেকড়ে আর ভালুক বেরিয়ে এসে জিহ্বা বের ক'রে, মুখ তুলে পিছন পিছন আসছে। চীৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছা হয়, সাহায্যের জন্ম ডাকতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু তা' হ'লে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে ও নিঃশব্দেই পথ চলে। এক একবার ভয় আর নিরাশা এমন চরমে উঠেছে যে ও চিৎকার ক'রে উঠে ছুটেছে। পথের দিকে দৃষ্টি না দিয়েই ও ছুটে চলে একেবারে বেপরোয়া হ'য়ে, শেষে হাফিয়ে গিয়ে ব'সে পড়ে; তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে আবার চলতে সুরু করে। কখনও কখনও আসে এক বড় আনন্দের আশা—মনে হয়, বাবাও তার বড় বড় পা ফেলে জঙ্গলের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে।

এক জায়গায় ও দেখল জাম পেকে আছে। মনে পড়ল একটা বইতে প'ড়েছে যে ভালুকরা রাস্প্‌বেরীর মাঠের ভিতর ঘোরা ফেরা করতে ভালোবাসে। তাই ও সে জায়গাটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেল।

হঠাৎ দেখল গাছের ভিতর একজন লোক। ও থেমে গেল; একটা মোটা গাছের সঙ্গে মিশে ভালো ক'রে দেখতে লাগল। বন্দুক হাতে

দাঁড়িয়ে একজন লোক ও যেখানে আছে সেইদিকেই তাকিয়ে দেখছে। নিশ্চয়ই ও পায়ের শব্দ পেয়েছে। লোনিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকল, কিন্তু একটা ভারী ছায়ার জন্য লোকটাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ ও আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল। লাল সৈনিকটা রাইফেল তুলল, কিন্তু ও সোজা তার দিকে ছুটতে লাগল :

—কম্‌রেড্‌···কম্‌রেড্‌···গুলি কোরো না ; আমি, আমি।—সোজা লাল সৈনিকের কাছে গিয়ে ও তার অংগরাখা চেপে ধরল, এত জোরে যে ওর আঙ্গুল সাদা হ'য়ে উঠল।

ওর চুলে হাত দিয়ে লাল সৈনিক বলল : অমন ক'রে পা ক্ষত-বিক্ষত হ'ল কি ক'রে? ইস্‌, রক্ত ঝরছে যে।···অমন ক'রে ধ'রে থাকতে হবে না ; আমি তোমায় ফেলে যাচ্ছি না।—হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।—হয় ত' আমার ছেলেও এমনি ক'রে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছে।...জার্মাণ পশু...ওরা এখানে মালিক থাকতে আমি থামছি না।···

বেশ ক'রে খাইয়ে দাইয়ে লেনিয়াকে পাতার বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। পা ব্যাণ্ডেজ করা হ'য়েছে। কোমরে একটা লাল সৈনিকের বেল্ট্‌, খাঁটী চামড়ার পিস্তল-কেস্‌ লাগান ; তাতে তার খেলার পিস্তল। চারপাশে ব'সে সব সেনাপতিরা ; ও তাদের গ্রামে গ্রামে জার্মাণদের গল্প শোনাচ্ছে।

বোগারেভ্‌ এলে সবাই উঠে দাঁড়াল।

—কি, কেমন লাগছে? বাবাকে দেখতে পাবে শিগ্‌গিরই আশা করি। আর আপনারা, কমরেড্‌, বরং আমাদের এই ক্ষুদ্র পথিককে বিশ্রাম ক'রতে দিন।

—না না, আমার বিশ্রামের দরকার নেই। আমি এখন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দাবা খেলব।

বোগারেভ্ মৃদু হেসে বলে—কম্‌রেড্ রুমিয়ান্‌স্তেভ্ দেখছি নূতন খেলার সাথী পেয়েছেন, এ্যা ?

—হ্যাঁ, খেলব ঠিক করেছি।

দাবার ছক পাতা হ'ল—সব সাজানোও হ'ল। রুমিয়ান্‌স্তেভ্ ছকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, চোখে ভ্রূকুটী। এমনি ক'রে কয়েক মিনিট কেটে গেল।

—আপনি চালছেন না কেন ?

রুমিয়ান্‌স্তেভ্ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কেমন উদাসীনভাবে একটা হাত ছড়িয়ে দিল। তারপর দ্রুত বনের দিকে চলে গেল।

কাছে একজন সার্জেণ্ট্ দাড়িয়েছিল। সে বলল :

—তুমি কিছু মনে করো না, খোকা। ওর কমিসারের কথা মনে পড়ে গেছে। ওরা প্রায়ই এক সঙ্গে খেলত।

রুমিয়ান্‌স্তেভ্ লক্ষ্যহীন হ'য়ে চলছে। আর বিড় বিড় ক'রে বলছে :

—আর কখনও এক সঙ্গে খেলতে পাবোনা সেরিওঝা, ওঃ, আর কখনও নয়···সেরিওঝা, সেরিওঝা··· ।

১৩]

মারত্ সালভের পশ্চাদপসরণ কৃতকার্য্য হয়নি। এ স্মৃতি বড় তিক্ত হ'য়ে বাজে।

রেজিমেণ্টের অগ্রসর ইউনিট্গুলি দিনের বেলায় খোলা মাঠের ভিতর এসে পড়েছে। পাঁচ ছয় কিলোমিটার দূরে একটা জঙ্গল। জঙ্গলটা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লাল সৈনিকরা আনন্দে উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে—ওখানে, নদীর ওপরেই আমাদের বাহিনী; জার্ম্মাণ বাহিনীর পিছনের এই কঠিন বিপজ্জনক পথের শেষ আর বেশী দূর নয়। দূরে জলের অস্তিত্ব বুঝতে পেরে ঘোড়াগুলি হ্রেষাধ্বনি ক'রে ওঠে; চলবার জন্য ওদের আর তাগিদ দেবার দরকার হয় না। রেজিমেণ্ট্ চলতে সুরু করল—হাজার হাজার সৈনিকের বুটে, মালের গাড়ীর বিকট শব্দ চাকায়, মোটর গাড়ীর বহু ব্যবহৃত জীর্ণ টায়ারে আর ট্র্যাকটরের নীচে থেকে ধুলো উঠল পথের উপর। ঠিক তখনই একটা জার্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষক বিমান দেখা দিল। ধুলোয় অস্পষ্ট রাস্তার উপর একটা পাক খেয়েই বিমানটা চলে গেল। মারত্ সালভ্ বুঝে নিল শিগগিরই শত্রুর সম্মুখীন হ'তে হবে। বোমারু আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসাবে মারত্ সালভ্ নির্দ্দেশ দিল: প্রত্যেকটা গাড়ী ঠিক কুড়ি মিটার দূরে দূরে থাকবে; বিমানধ্বংসী কামান রেজিমেণ্টের সামনে ও পিছনে তৈরী থাকবে। তার স্থির বিশ্বাস যে শত্রু আকাশ থেকে আক্রমণ করবে।

মারত্ সালভ্ একটা ছোট পাহাড়ে উঠে সামনে প্রসারিত বিস্তীর্ণ মাঠ আর অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে। বাতাসের চাপে গমের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে, ক্ষেতের মাথা নুইয়ে যাচ্ছে। পরিপূর্ণ

হলদে শীষ মাথা নোয়াতে দেখা দেয় পাংশু ডাঁটাগুলি—সমগ্র মাঠের রং বদলে যায়—সোনালী হলদে থেকে পাংশু সবুজ, গমের ক্ষেতের উপর দিয়ে যেন মৃত্যুর বিবর্ণতা ছড়িয়ে পড়ে; তার জীবন-শোণিত যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, ক্ষেত যেন লাল বাহিনীর চ'লে যাওয়াতে আতঙ্কে পাংশু হ'য়ে যায়। গম যেন চাপা কাতর মিনতি জানায়, আভূমি মাথা নুইয়ে প্রার্থনা জানায়; তারপর অতি সমৃদ্ধ সূর্য্য-মাখা সৌন্দর্য্যমণ্ডিত মাথা তুলে দেখে প্রার্থনা পূর্ণ হ'ল কি না। মারত্সালভ্ চেয়েই থাকে মাঠের দিকে, দূরে ক্ষুদ্র গ্রামের ঝক্ঝকে কুটীরগুলির দিকে।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখে—সেই দুধের বরণ নীল আকাশ, শৈশব থেকে দেখা চেনা সেই উত্তপ্ত গ্রীষ্মের আকাশ। ভেড়ার পালের মত ছোট ছোট মেঘ চ'লেছে এপার থেকে ওপারে; এত হাল্কা যে ভেদ করে ফুটে ওঠে আকাশের নীল; আর সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সেই অসীম উত্তপ্ত আকাশ গভীর দুঃখে বেদনায় ঐ উত্তপ্ত ধূলোর রাস্তায় সৈন্যদের কাছে জানায় সাহায্যের, করুণ আবেদন। পশ্চিম থেকে পূবে মেঘ চলেছে দলে দলে; যেন কোন অদৃশ্য শক্তি রুশের এই আকাশ অধিকার করে সাদা ভেড়ার একটি প্রকাণ্ড দলকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। গমের মিনতির শেষ নেই,—লাল সৈনিকদের পায়ের উপর মাথা নুইয়ে মৃদু স্বরে অবিরাম বলে তার কাতর প্রার্থনার কথা—তোমরা চলে যেও না।

মারত্সালভ্ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে: বুক ফেটে যে রক্ত বেরুতে চায় কান্না হয়ে; জল নয়, জমাট রক্ত।

নত পিঠে একটা আধা-খালি থ'লে নিয়ে এক বুড়ী আর তার পাশে একটা ছোট ছেলে ধুলোর পথে সৈনিকদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে; তাদের বিষন্ন বদ্ধ দৃষ্টিতে অতি নিদারুণ এক অভিযোগের ভাষা।

বড় নিষ্ঠুর এই দিনটা। এ দিন মারত্সালভ্ কখনও ভুলতে

পারবে না। তার অনুমান ছিল যে শত্রু আকাশ দিয়ে আসবে; কিন্তু শত্রু স্থল পথেই এল। সেই সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে মারত্সালভ্ চলাচলের ব্যবস্থা হারাল আর তাতেই মিশান্স্কীর কোম্পানী জঙ্গলের দিকে চলে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ল।

সন্ধ্যার দিকে রেজিমেণ্ট্ নদীর ধারে পৌঁছল। নিদারুণ বেদনাময় পথের শেষ। কিন্তু রেজিমেণ্ট্-সেনাপতির আনন্দ নেই। নানা ভাবনায় তার মন অস্থির।

চিফ্ অব ষ্টাফ্ এসে ২নং কোম্পানীর রাজনৈতিক অফিসারের পত্র দিল। একজন লাল সৈনিক জঙ্গলেই একটা কুটীরে রয়ে গেছে; সাথীদের কাছে সে ব'লেছে যে সেখানে একটী যুবতী বিধবার সঙ্গেই সে এই দুর্দ্দিনে কাটিয়ে দেবে। মারত্সালভ্ অবিলম্বে তাকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠাল। তাকে রাত্রে রেজিমেণ্ট্ হেড্ কোয়ার্টারে হাজির করা হ'ল; পরনে চাষীর পোষাক, পায়ে স্যাণ্ডাল্। ইউনিফর্মে পাথর বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছে। মারৎসালভ্ একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন লাল সৈনিকের সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা শুনল।

১নং গোলন্দাজ জিজ্ঞাসা করে: তারকা সমেত ফোরেজ টুপিও ডুবিয়ে দিয়েছ?

সে অলস উদাসীনতাভরে জবাব দেয়: হুঁ।

২নং গোলন্দাজ প্রশ্ন করে: আর রাইফেল?

—রাইফেল্ দিয়ে কি করব?

মুশ্কভ্ জানে।—নিজের অন্তরটাকেও নদীর জলে ডুবিয়ে এসেছে। ইট বেঁধে রাইফেলটাও নদীর জলে ডুবিয়েছে। মুশ্কভের এক ভাই জার্ম্মাণ-ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মারা যায়।

একটু বিরক্ত হ'য়ে সেই বিশ্বাসঘাতক বলে: অস্ত্র বিসর্জ্জন দেব কেন? ব'লে একবার পা চুলকায়।

যে সার্জেন্ট মেজর ওকে ধরে আনতে গেছল, সে হেসে বলে :

—আমরা গিয়ে দেখি ও তার যুবতী বিধবাকে নিয়ে শুয়ে প'ড়েছে। আর টেবিলে সব ছড়ান—একটা খালি বোতল, দুটী মদের গেলাস। আর খাচ্ছিল রোষ্ট্ করা শূয়র।

১নং গোলন্দাজ বলে : তাকেও এনে একসঙ্গে গুলি করা দরকার।

আর একজন বলে : শুইয়ে ফেলে পায়ে মাড়াও!

মারত্‌সালভ্ এগিয়ে আসে। সমগ্র নিষ্ঠুর দিনটীর কথা মনে পড়ে—সেই গমের ক্ষেত, সেই আকাশ, সেই বৃদ্ধা আর বালক। জীবনে এই প্রথম তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এই গুরুতর আদেশ :

—প্যারেডের সময় বাহিনীর সামনে গুলি করা হবে।

সে রাত্তিরে মারত্‌সালভ্ ঘুমোতে পারেনি। চিন্তা, কত চিন্তা! না, ভেঙ্গে পড়ব না। এ-যুদ্ধ চালাবার শক্তি আমার আছে।

রেজিমেণ্টের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবার জন্য সে নিজের সবখানি দিয়ে কাজে লাগল।

* * *

সকালে মিশান্‌স্‌কী এসে বোগারেভের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ঘাসের উপর ব'সে প'ড়ে বেশ হাসিখুশী মুখে সে বলল : সুপ্রভাত, কমরেড কমিসার। আবার তা' হ'লে দেখা হ'ল!

তার সব সৈনিকদের গালে দাড়ী, অঙ্গরাখা ছেঁড়া। মিশান্‌স্‌কীর নিজের চেহারাও সৈনিকদের থেকে কিছু ভালো নয়। কলার থেকে নিশানী খুলে ফেলেছে; অঙ্গরাখার 'হুক' আর উপরের বোতাম ছিঁড়ে ফেলেছে; 'ডেস্‌প্যাচ ব্যাগ' নেই, 'স্কেচ বোর্ড'ও নেই; দেখে সেনাপতি বলে বোঝা না যায়, এই জন্যই সে এ-কাণ্ড করেছে। এমন কি পিস্তলটাকেও বেল্ট্ থেকে সরিয়ে প্যাণ্টের পকেটে রেখেছে।

বোগারেভের কাছে ব'সে ও ধীরে ধীরে ব'লল :

—হ্যাঁ, আচ্ছা জবরদস্ত বেষ্টনীর মাঝে পড়েছি বটে, কম্‌রেড কমিসার; এই, আপনি আর আমি। আমার মনে হয়, প্রকৃষ্ট পন্থা হবে সৈনিকদের সব ছড়িয়ে দিয়ে আলাদা হ'য়ে শত্রুর বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

ওর কথা শুনে বোগারেভের সর্ব্বশরীর রাগে জ্বলে গেল; মনে হ'ল রাগে তার মুখের সমস্ত রক্ত নেমে একেবারে ঠাণ্ডা হিম হ'য়ে গেল।

কিন্তু আস্তেই জিজ্ঞাসা করল:

—আপনার সৈন্যদের এ দশা কেন?

বোগারেভ্‌ উঠে সজোরে দেহের ভার এক পা থেকে আর এক পায়ে ফেলে দাঁড়াল। বোগারেভের ক্রোধবিকৃত মুখ না দেখেই মিশান্‌স্‌কী ঘাসের উপর ব'সেই রইল।

—কম্‌রেড কমিসার, আপনার কাছে সিগারেট্‌ আছে? হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমার এই পন্থাই ঠিক—এক এক ক'রে বেরিয়ে যাওয়া। দলবদ্ধ হ'য়ে বেষ্টনী ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়।

বোগারেভ্‌ বলে: উঠে দাঁড়ান!

বিস্মিত মিশান্‌স্‌কী প্রশ্ন করে: কি?

আরও জোরে এবং কর্ত্তৃত্বের স্বরে বোগারেভ্‌ বলে: দাঁড়ান!

বোগারেভের মুখের দিকে তাকিয়ে মিশান্‌স্‌কী লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—সোজা হ'য়ে দাঁড়ান! ব'লে বোগারেভ্‌ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রূঢ় উচ্চৈঃস্বরে বলল: কি আপনার চেহারা! এমনি ক'রে ঊর্দ্ধতন অফিসারের সামনে আসতে হয়? অবিলম্বে নিজেকে এবং সৈনিকদের উপযুক্ত অবস্থায় আনুন—কারও গালে দাড়ি না থাকে, কারও অঙ্গরাখা ছেঁড়া না থাকে। কুড়ি মিনিটের ভিতর নিজের কোম্পানীকে উপযুক্ত অবস্থায় দাঁড় করিয়ে আমাকে খবর দেবেন।

মনে রাখবেন, শত্রুর পিছনে কাজ করছে এমনি একটা নিয়মিত লালফৌজের সেনাপতির কাছে আপনি আসছেন ; আর আপনি তার অধীন একজন অফিসার।

—"আচ্ছা, কম্‌রেড্‌ কমিসার", ব'লে মিশান্‌স্‌কী একটু হেসে ব'লল।—কিন্তু আমি নিশানী পাব কোথায়? এই জঙ্গলে শত্রুর বেষ্টনীর মাঝে এখন কি কলারে নিশানা লাগাব?—ও তখনও ভাবছে যে ব্যাপারটা তত গুরুতর নয়।

ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বোগারেভ্‌ ধীরে ব'লল :

—কুড়ি মিনিটের ভিতর আমার নির্দ্দেশ পালিত না হ'লে আপনাকে বাহিনীর সামনে গুলি করা হবে, ঐ গাছের নীচে।—আঙ্গুল দিয়ে একটা গাছ দেখিয়ে দিল।

তখন মিশান্‌স্‌কী ব্যাপারটা বুঝল ; ঐ লোকটার অটল ভীষণ শক্তি মর্ম্মে অনুভব করল। ওদিকে গোলন্দাজ আর পদাতিকরা নবাগতদের নানা প্রশ্ন করছিল।

জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বীর মোরোজভ্‌ নবাগতদের এক জনকে বেশ উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করল : কোন্‌ বছরের? চাপা গলায় জবাব এল : ১৯১২। তারপর আঙ্গুল উঠিয়ে হুশিয়ার ক'রে সে বলল : একটু আস্তে কথা বলা ভাল, ভাই সব।

ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ জিদ্‌ করে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল : কেন বলত' হে?

মিনতির সুরে সেই দাড়ীওয়ালা সৈনিক বলল : আ—স্তে···। শুনতে পাচ্ছ না?

স্কাউট্‌ আর গোলন্দাজরা আগ্রহ সহকারে জানতে চাইল : কি শুনতে পাব?

—চারিপাশে র'য়েছে সব জার্ম্মাণরা ; ওদের কথা শোনা যাচ্ছে।

সবাই অবাক হ'য়ে এদিক ওদিক তাকাল। ইগ্নাতিয়েভ্ হঠাৎ এমন হো হো করে হেসে উঠল যে মিশানস্কীর কোম্পানীর কয়েকজন একত্রে জিবে-দাঁতে হিস্-হিস্ শব্দ ক'রে ব'লে উঠল : চুপ, চুপ, চুপ !

ইগ্নাতিয়েভ্ রাগে চিৎকার করে বলল : তোমাদের হ'য়েছে কি বল ত ? সব কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ! ওগুলো কাক ডাকছে, —কাক, কাক,…কাউয়া !

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে উঠল ; গোলন্দাজরা হাসল, পদাতিকরা হাসল, স্কাউট্রা হাসল, আহতরাও হাসতে হাসতে যন্ত্রণা পেয়েও হাসল, আর নবাগতরাও ক্রমে, বিব্রত লজ্জিত হ'য়ে মাথা নেড়ে হাসল। ঠিক তখুনই মিশান্স্কী এল।

—সব চট্পট্ উঠে পড়। পনের মিনিট সময় দিচ্ছি দাড়ী কামাতে আর সম্পূর্ণ সজ্জিত হ'তে। কমরেড্ প্লাটুন-চালক আর কমরেড্ সার্জেন্ট্ সব, সব নিশানা পরুন আর নিজ নিজ কোম্পানীকে দাঁড় করিয়ে ফেলুন !

কিছুক্ষণের ভিতরই কম্পেনীটি দাঁড়িয়ে গেল। ক্যাপ্টেন্ রুমিয়ান্তেভ্ তাদের পরিদর্শন করল—ইউনিফরম, রাইফেল এবং সব কিছু পুংখানুপুংখরূপে দেখে সে ছোট-খাটো যে কোন ত্রুটীতে বিদ্রূপাত্মক নানা টিপ্পনী শোনালো।

যেন সামরিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের ব্যাপার, এ যেন জার্মাণ-বাহিনীর বেষ্টনীর মাঝেই নয়।

বোগারেভ্ এগিয়ে এল।

মিশান্স্কী চিৎকার করে "এ্যাটেন্শান্" ব'লে সৈনিকদের সামনে দাঁড়িয়ে রীতিমত রিপোর্ট ক'রল।

বোগারেভ্ সৈনিকদের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলতে লাগল। গলা না চড়িয়েই সে সব কথা ব'লল, কিন্তু প্রতিটী কথাই প্রত্যেকে শুনতে

পেল। সে ব'লল এই যুদ্ধের নিদারুণ কষ্টের কথা, এই অতি ভীষণ পশ্চাদপসরণের কথা। কিছুই না লুকিয়ে বর্ত্তমান অবস্থার সমস্ত জটিলতা ও বিপদের কথা খুলে ব'লল। জার্ম্মাণদের ট্যাঙ্কের কথা, অবরুদ্ধ পথের অবস্থা, এই অংশে জার্ম্মাণদের শক্তির পরিমাণের অনুমান —এ সবই সে তাদের জানাল। জনসাধারণ যে জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম চালাচ্ছে, সে বিষয়ে সে তাদের বুঝিয়ে দিল।

সৈনিকরা শান্ত মুখে সব কথা শুনল।

এই নিদারুণ সময়ে লোকে সত্যই জানতে চায়,—সে সত্য যতই কঠিন আর নিরানন্দ হোক না কেন। বোগারেভ্ তাদের তাইই ব'লেছে। গাছের উঁচু ডালের পাতার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া শীষ দিয়ে যাচ্ছে—শরৎ শেষের হাওয়া। নিদারুণ গ্রীষ্মের পর, মশার গুন্ গুন্ ভরা অসহ্য গ্রীষ্মের দিনের শেষে এই হাওয়া উত্তরের থেকে নিয়ে আসছে শীত বরফ আর বরফের ঝড়ের স্মৃতি,—এ হাওয়া বড় আদরের, স্বাগত। এ হাওয়া বলে দিচ্ছে যে কঠিন গ্রীষ্মের দিনের শেষে আসছে এক নূতন অধ্যায়। সৈনিকরাও অন্তরে অন্তরে কি করে যেন এই অনুভূতিই পায়; তারা এই নূতন অনুভূতির সঙ্গে বোগারেভের কথার আর ওক্ গাঝে নভেম্বরের হাওয়ার গুঞ্জরণের সঙ্গে কি যেন এক অন্তরঙ্গ মিল খুঁজে পায়।···

বোগারেভ্ সে রাত্তিরে জেগে থাকল। পাইন্ গাছে ঢাকা একটা ছোট পাহাড়ে গিয়ে ও ওভার-কোট চাপিয়ে শুয়ে থাকল। বেশ ঠাণ্ডা। গাছের কালো ফাঁক দিয়ে দিয়ে চাঁদ ধীরে নীল আকাশ পার হ'য়ে চলেছে। চাঁদের এই ধীর শান্ত গতি জঙ্গলে গাছের ভিতর বিশেষভাবে নজরে পড়ে। এত বড় চাঁদ যে খুব মোটা গাছেও সে পুরো ঢাকা পড়ে না—চাঁদের হ'লদে কানা গাছের একদিকে মিলিয়ে যেতে যেতেই আর একদিকে বেড়ে ছড়িয়ে পড়ে। বোগারেভ্ সিগারেট টানছিল—

সিগারেটের স্বচ্ছ ধোঁয়া চাঁদের আলোয় কাঁচের মত দেখাচ্ছিল। বিশাল শূন্য আকাশ—চাঁদ সমস্ত তারাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। জঙ্গলের যে দিকে বেশী ডাল-লতা, সেখানে ঝুলে আছে একটা নীলাভ ক্ষীণ কুয়াশার জাল, সিগারেটের ধোঁয়ার মতই হাল্কা। এদিকে পাইনের বনে অবিরাম মর্ম্মরধ্বনি; যেন হাজার হাজার পিঁপড়ে রাতে কাজ করছে—পাইনের তীক্ষ্ণ গুড়ি থেকে শিশির গড়িয়ে পড়ছে মাটীতে। তীক্ষ্ণ সবুজ সূক্ষ্মাগ্রে জ'মে জ'মে মসৃণ গা বেয়ে গড়িয়ে যায় শিশির। পরিপূর্ণ ফোঁটাটী চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করে ওঠে। রাত্রিটী এত সুন্দর! বোগারেভের উপর কি যেন এক বেদনার ছাপ লাগে। পড়ন্ত ফোঁটাগুলির মৃদু শব্দ, চাঁদের ধীর শান্ত গতি, মাটীর উপর দিয়ে গাছের ছায়ার অদৃশ্য গতি—সব মিলে ফুটে ওঠে এক চিন্তামগ্ন ধরণীর সুন্দর সুগভীর গরিমাময় সৌন্দর্য্য।

আবার এই পৃথিবীই চম্‌কে ওঠে যুদ্ধের নিষ্ঠুর আঘাতে। মাটীর নীচে সেঁধে যায় যুদ্ধ, জলের নীচে লুকিয়ে পড়ে, পৃথিবীর বুক থেকে হাজার হাজার ফুট শূন্যে লাফিয়ে ওঠে; দিন রাত জঙ্গলে, শান্ত প্রান্তরে, প্রশান্ত পুকুরের বুকে, গ্রাম নদী সহরের উপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায় যুদ্ধ। বোগারেভ্ ভাবে: হিট্‌লার যদি জেতে এই যুদ্ধে, পৃথিবীতে সূর্য্য থাকবে না, তারা থাকবে না, এমন সুন্দরী রাত্রি থাকবে না।

বোগারেভ্ দেখল দূরে চাঁদের আলোয় কে ব'সে আছে। ও ডাকল। ইগনাতিয়েভ্।

—কি করছ তুমি এখানে, কম্‌রেড্ ইগ্‌নাতিয়েভ্?

—ঘুম আসে না, কম্‌রেড্ কমিসার, এমন রাত্তির।

বোগারেভ্ এই শক্ত আমুদে লোকটীকে পছন্দ করে। লাল সৈনিকদের উপর ইগ্‌নাতিয়েভের প্রভাবও সে লক্ষ্য করেছে। ও শুনেছে, সৈনিকরা সব ইগ্‌নাতিয়েভের ঠাট্টা তামাসার কথা পরস্পর

বলাবলি করে; তার আমুদে স্বভাব আর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও সাহসের প্রশংসা করে। যেখানেই ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ সেখানেই আট দশজনের একটা জটলা।

—কি ভাবছ, কম্‌রেড্‌ ইগ্‌নাতিয়েভ্‌?

—সেদভের কথা মনে পড়ল। যুদ্ধ স্থুরু হবার সময় রাত্তিরগুলি ছিল বড় জোছনা-ভরা। ও একদিন ব'লেছিল: 'কি রাত্তির, ইগ্‌নাতিয়েভ্‌! আর এদিকে এই পৃথিবীতে জীবনের মেয়াদ কবে শেষ হবে কে জানে!'...আজ সে নেই।

বোগারেভ্‌ আস্তে বলে: বাবাদ্‌যানিয়ান্‌ও নেই।—একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

বোগারেভ্‌ নানা কথা ব'লল। ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ নিজেকে আবিষ্কার করল,—সে আগ্রহের সঙ্গে সব শুনছে। নানা রকম ব্যাখ্যা আর বক্তৃতা সে পছন্দ করে না। ও ভাবত: "আমাকে আবার শেখাবে কি, আমি নিজেই সব জানি।" ফলে সাধারণতঃ কি ঘটত: সে কখনও শ্রোতা হ'ত না; অন্যকে শোনাত নিজের কথা। সাবেকী যোদ্ধাদের কথা আর বুড়োবুড়িদের কাছ থেকে শুনে ও নানা গল্প, ঘটনা, ইত্যাদি জানত। আর মনেও রাখত, ওর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ প্রখর, আর কল্পনাশক্তিও তার বেশ সজীব; তাই সে গল্পগুলি নিজের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে সাথীদের বলত। আর লালসৈনিকদের গল্প বলত: কি সৈনিকের সঙ্গেই হিটলার যুদ্ধ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে! গল্পগুলি যেমন ভয়ানক, তেমনি মজার। কিন্তু এই রাত্তিরে কমিসার বলল, আর ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ শুনে গেল। এই রাত্তিরের একটা কথাও সে ভোলে নি।

ও বলে: সত্যিই, কম্‌রেড্‌ কমিসার, এই যুদ্ধের ভিতর আমি যেন একজন নূতন মানুষ হয়ে গেছি। সত্যি বলছি, এই প্রথম আমি রুশ দেশকে দেখলাম। পথে চলতে প্রত্যেকটা নদী, প্রতি ইঞ্চি জলা মাটীর জন্য প্রাণ আমার কেঁদে ওঠে। তবুও জীবন ত' চিরকালই সহজ সরল

ছিল না ; কিন্তু সে-সব দুঃখ কষ্ট ছিল নিজেদের। আজ আমি জঙ্গলের ভিতর একটা খোলা জমিতে বেড়াচ্ছিলাম—একটা গাছ মর্ম্মর শব্দ ক'রে কাঁপছিল। হঠাৎ তাতে আমি এমন ব্যথা পেলাম, আমার বুকের কল্‌জে যেন কে ছিনিয়ে নিচ্ছে,—এই গাছ জার্ম্মাণদের হাতে যাবে।···

চাঁদের আলো ম্লান হ'য়ে এল, কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। ঝির-ঝির করে বিষ্টি পড়তে লাগল, যেন ঠাণ্ডা ধুলোর কণা।

বোগারেভ্‌ ওভারকোট্‌টা কাঁধে আরও টেনে তুলে একবার কেশে তার স্বাভাবিক ধীর স্বরে ব'লল :

—কম্‌রেড্‌ ইগ্‌নাতিয়েভ্‌, পর্য্যবেক্ষকদের উপর একটা জার্ম্মাণ ভার-বাহী বহর ধ্বংস করবার দায়িত্ব পড়েছে। এই কাজে যাচ্ছে একটা নূতন দল। মিশান্‌স্কীর কম্প্যানীর খুব খারাপ্‌ সৈনিকদের এজন্য নির্ব্বাচন করা হয়েছে। ওদের শিক্ষার দরকার, ওদের মনোবল সৃষ্টি করা দরকার। আমি তোমাকে এই দলে নিযুক্ত করছি। ওরা দেখুক, জার্ম্মাণদের কেমন ঘা মারা যায়।

—আচ্ছা, কম্‌রেড্‌ কমিসার।

বোগারেভ্‌ ভাবে : চাঁদিনী রাতের এই শেষ। কমিসারের কাছ থেকে চলে যেতে যেতে ইগ্‌নাতিয়েভের মনেও ওই একই চিন্তা।

কিছু পরেই বোগারেভ্‌ মিশান্‌স্কীকে জাগাল।

—এক ঘণ্টার ভিতর একটা জার্ম্মাণ্‌ যোগানদার বহর ধ্বংস করবার জন্য একটা দলের সঙ্গে আপনাকে পাঠান হ'চ্ছে।

—কার কাছ থেকে আমি নির্দ্দেশ পাব।

—ঐ দলের সেনাপতি লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ ক্লেনভ্‌কিন্‌ নির্দ্দেশ পেয়েছেন। আপনি যাবেন রাইফেল নিয়ে সাধারণ সৈনিক হিসাবে। আজ থেকে আপনি আর কম্প্যানীর সেনাপতি নন।

অসহায় ভাবে চেঁচিয়ে মিশান্স্কী বলে :

—কম্‌রেড্‌ কমিসার, আমাকে বুঝিয়ে বলতে দিন।

—আমি আপনাকে একটু সতর্ক করে দিচ্ছি। জার্ম্মাণদের ভয় পাবেননা, ভয় করবেন মন স্থির করবার সাহসের অভাবকে। কোন জবাবদিহির প্রয়োজন নেই—আর মনে রাখবেন, ভবিষ্যতেও জবাবদিহির কোন স্থান নেই।

১৪]

মনে হয় যেন জঙ্গলে ক্যাম্প্‌টা অসলভাবেই সময় কাটাচ্ছে। কিন্তু বেষ্টনী ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরী হবার সময়ে এ কয়দিনে বোগারেভ্‌ যা' ক্লান্তি অনুভব করেছে, এত পরিশ্রম জীবনে আর কখনও হয়নি। রাত্রে ঘুমোয় খুব কমই। তার চিন্তা আর ইচ্ছাশক্তি এক অতি চড়া সুরে বাধা হ'য়ে আছে। আর সেনাপতি থেকে সৈনিক পর্য্যন্ত প্রত্যেকের উপর সেই সুরের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। বোগারেভ্‌ সৈনিকদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করে, তাদের নানা কথা শোনায় আর সেনাপতিরা তাদের ড্রিল্‌ করায়। ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন ইউনিটের ভিতর টেলিফোনের যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল। প্রত্যেক দিন সকালে রেডিও অপারেটর সোভিয়েট্‌ সংবাদ সরবরাহ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি লিখে নেয়। সেই বিজ্ঞপ্তি কয়েক কপি টাইপ ক'রে জার্ম্মাণদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মোটর সাইকেলে করে বার্ত্তাবহ বিভিন্ন ইউনিটে পৌছে দেয়। সেদিন সকালে কয়েকটী ছোট ছোট দল পর্য্যবেক্ষণে বেরিয়ে জার্ম্মাণদের অনুসরণ ক'রে শত্রুর সৈন্য ও সরবরাহ-বহরের গতিবিধি সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ ক'রে এনেছে।

সৈন্যদলের সমস্ত সাজসজ্জা মেরামত করা হ'ল। আর অতি দৃঢ় নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। অভিবাদন না করাতেও শাস্তির ব্যবস্থা। কোন সামরিক নিয়ম কানুনের এতটুকু ব্যাত্যয় হয় না। এই সমস্ত কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর সেনাপতি ও সৈনিকদের ভিতর বন্ধুত্বের বাঁধনও দৃঢ়তর হ'ল। অনভিজ্ঞ, কামানের মুখে অনভ্যস্ত সৈনিকদের বিপদের সম্মুখীন হবার শিক্ষার ব্যবস্থা হল—তাদের পাঠান হয় জার্ম্মাণ বার্ত্তাবহদের সাথে লড়তে, শত্রুর সংকেতকারীদের ধরতে,

ছুটো মোটর গাড়ী নষ্ট করতে'। প্রথম প্রথম তাদের সাথে যেত অভিজ্ঞ স্কাউট, কিন্তু পরে তাদের একলা পাঠান হল নিজের উদ্যোগে, নিজের দায়িত্বে কাজ করতে।

বিকেলে বোগারেভ্ সেনাপতিদের সাথে যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে। বিজয়ে তার দৃঢ় বিশ্বাস, মিথ্যা আশাবাদের অলীক কল্পনা নয়, যুদ্ধের প্রথম দিককার কয়েক মাসের অতি কঠোর অভিজ্ঞতা প্রসূত নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তার সেই বিশ্বাস সকলকে উৎসাহিত, দৃঢ় করে তোলে; তাদের ভিতরও প্রত্যয় সৃষ্টি করে।

বোগারেভ্ সেনাপতিদের দিকে একবার তাকিয়ে বলে:

—কম্‌রেড্; ফ্রণ্ট্ লাইনের ভিতর দিয়ে যে লোক আর্মি হেড্ কোয়ার্টারে গেছে, তার আজ ফিরে আসবার কথা। কালই আমরা আক্রমণ করব।

বোগারেভ্ রুমিয়ান্‌স্তেভের সঙ্গে থেকে যায়। পাশাপাশি ঘাসের উপর শুয়ে ওরা মানচিত্র দেখতে আরম্ভ করল। দিন-রাত যে পর্য্যবেক্ষণ চ'লেছে তাতে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। রুমিয়ান্‌স্তেভ্ নির্ভুলভাবে শত্রুর দুর্ব্বল স্থান দেখিয়ে দেয়।

—এই জায়গায় আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাব; এখানে জোর দিলেই আমাদের সুবিধা হবে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নদী অবধি চলে যেতে পারব। সাধারণভাবে আমার মনে হয় যে আমরা যদি কেবল রাত্তিরে এগোই, একটা গুলি না চালিয়েই আমরা নদীর এধার অবধি পৌছে যেতে পারব। সম্পূর্ণ অদৃশ্যভাবেই আমরা পৌছে যাব।

—ও, এই! আপনি, কম্‌রেড রুমিয়ান্‌স্তেভ, একজন চমৎকার সোভিয়েট সেনাপতি, বিজ্ঞ চতুর গোলন্দাজ হয়ে আপনি এমন অর্থহীন প্রলাপ বকছেন!

—কি?—বিস্মিত রুমিয়ান্‌স্তেভ্ সচকিত প্রশ্ন করে—বাজে বললাম

আমি কি? আমি বল্‌ছি, অদৃশ্য হয়ে রাত্রে এগিয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব।— এই জায়গায় শত্রু সব চাইতে দুর্ব্বল। আমি গিয়ে নিজের চোখে সব দেখে তবে বলছি।

—হ্যা, হ্যা, বুঝেছি; আর সেই জন্যই বলছি যে এ বাজে প্রলাপ।

—সে কি, কম্‌রেড্ কমিসার?

—বল্‌ছেন কি আপনি? শত্রুর পিছনে আমাদের এই নিয়মিত বাহিনী; আর আপনি বল্‌ছেন এরা রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে যাবে একটী গুলিও না ছুড়ে! এমন সুযোগ নষ্ট হ'তে দেব? না, কিছুতেই নয়! জার্ম্মাণরা দুর্ব্বল কোথায়, তা' দেখবার দরকার নেই। খুঁজে বের করব, কোথায় তারা সব চেয়ে বেশী যুদ্ধ-সম্ভার কেন্দ্রীভূত করেছে, আর সেখানেই তাদের পিছন থেকে আঘাত ক'রে ভেঙ্গে চুরমার করে শত্রুর প্রচণ্ড ক্ষতি করে, সর্ব্বনাশ ক'রে বিজয়ীর গৌরবে এগিয়ে যাব। এই ত' একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা!

রুমিয়ান্‌স্তেভ্ অনেকক্ষণ বোগারেভের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। শেষে তার মুখে ভাষা ফোটে।

—মার্জ্জনা করুন, কমরেড্। কিন্তু, আপনি···অদ্ভুত লোক আপনি। সত্যিই অদ্ভুত! আপনি ঠিকই ব'লেছেন, প্রতিবর্ণ সত্য; আমরা আঘাত করতে পারি, গোপনে বেরিয়ে যাবার কোন প্রয়োজনই নেই।

—ও কিছু না; অমন হয়। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক বৃত্তি যুদ্ধের ভিতর অনেক সময় মানুষকে ছলনা ক'রে থাকে। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে, এখানে এক জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আমরা; পরিখা আমাদের লুকোবার জন্য নয়, আক্রমণ চালাবার জন্য; জীবন বাঁচাবার আশ্রয়ে ঢুকি সেখান থেকে শত্রুর উপর মারণ আঘাত হানবার অবসর সংগ্রহ ক'রবার জন্য মাত্র। তবুও সময় আসে যখন লোকে ভাবে যে পরিখা আত্মগোপন করবার উপায় মাত্র।···এই দার্শনিক তথ্যই

আবার খুব সহজেই সরল ভাষায় বলা যায়ঃ শত্রুর পিছনে আমরা আছি তার উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য, জঙ্গলে লুকোবার জন্য নয়। তাই না?

—হ্যাঁ, খুব ঠিক।

লেফ্‌টেন্যান্ট ক্লেনভ্‌কিন্‌ বোগারেভের কাছে এল।

ক্লেনভ্‌কিনের পাশে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে বোগারেভ্‌ প্রশ্ন করে—কে এ? হঠাৎ আনন্দে চিৎকার ক'রে বলেঃ ও, আমাদের কম্‌রেড্‌ কোজলভ্‌; আমাদের বিখ্যাত পর্য্যবেক্ষক কম্প্যানীর সেনাপতি কম্‌রেড্‌ কোজলভ্‌!

—সিনিয়র লেফ্‌টেন্যান্ট কোজলভ, এক্ষুণই উপস্থিত হ'য়ে আপনার কাছে ১১১নং রেজিমেণ্টের সেনাপতি মেজর মারত্‌সালভের নির্দ্দেশে নিবেদন করছে।—কোজলভ্‌ বেশ উঁচু গলায় হাজিরা জানাল; তার চতুর বাদামী চোখে সেই প্রথম দিনের পরিচয়ের দুষ্টু হাসি।

চাপা গলায় রুমিয়ান্‌স্তেভ্‌কে বললঃ খুব যে উপস্থিত হ'য়েছি, তা নয়; বরং পেটে ঘসে এসে পড়েছি মাত্র।

কোজলভ্‌ বোগারেভের পাশে বসল। মিলিত আক্রমণের জন্য মারত্‌সালভের তৈরী পরিকল্পনা সে বিশদভাবে বর্ণনা করে পেশ করল। প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি বিষয় দেখিয়ে সমগ্র জটিল পরিকল্পনাটা সে উপস্থিত করল। শক্তি কেন্দ্রীভূত করা ও আক্রমণের সময় দু'দিকের আক্রমণ সুসংবদ্ধ করবার সংকেতের ব্যবস্থা—প্রত্যেকটা খুঁটিনাটী বিষয় বিবেচনা ক'রে পরিকল্পনা তৈরী হ'য়েছে। কোজলভ দেখিয়ে দিল কোন্‌ দিক থেকে আমাদের ট্যাঙ্ক্‌ আক্রমণ চালাবে, কোথা থেকে গোলন্দাজ-বাহিনী আর মর্টারের অগ্নিবৃষ্টি চলবে। জার্ম্মাণরা রিজার্ভ আনবার চেষ্টা করবে যে রাস্তা দিয়ে সে রাস্তা কি ক'রে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়া হবে আর ডিভিসানের গোলন্দাজরা কি ক'রে জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণের

পথ আগলাবে, তা-ও সে বিশদভাবে বুঝিয়ে ব'লল। শেষে বোগারেভের হাতে একটা সোণার হাতঘড়ী দিয়ে সে বলল :

—কম্‌রেড মারত্‌সালভ্‌ এই ঘড়ী পাঠিয়েছেন; তার আর একটা নিকেলের ঘড়ী আছে; সেই ঘড়ীর সঙ্গে এটা কাটায় কাটায় মেলানো আছে।

বোগারেভ্‌ ঘড়ীটা নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। নিজের ঘড়ীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখল, তার ঘড়ী চার মিনিট কম আছে।

—চমৎকার! দেখছি, মারত্‌সালভ্‌কে যে অত কথা শুনিয়েছিলাম, তা' ব্যর্থ হয়নি। মৃদু হেসে মনে-মনে বলল : কিন্তু হয়ত কিছু বলার দরকারই ছিল না। কে জানে?

কোজলভের দিকে ফিরে বলল : রাইফেল্‌ ব্যাটালিয়নের সেনাপতিত্ব করবেন আপনি; আর আপনি, কম্‌রেড রুমিয়ানৎসেভ, অন্ধকার হ'য়ে আসতে আসতেই আপনি বেরিয়ে পড়বেন। ভারী কামান চলাচলের পক্ষে জঙ্গলের ভিতরকার ঐ পথটা তেমন সুবিধার নয়।

—রাস্তা ঠিকই আছে। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে জায়গায় জায়গায় কিছু সংস্কারও করা হ'য়েছে। রুমিয়ানৎসেভ্‌ সব সময় আগে থাকতেই সব কিছু তৈরী করে রাখে।

—বেশ। কিন্তু খারাপ কেবল একটা বস্তু; ধূমপানের আর কিছুই নেই। আপনার কাছে সিগারেট্‌ নেই, কম্‌রেড্‌ কোজলভ্‌?

—আমার ত' সিগারেটের অভ্যাস নেই, কমরেড্‌ কমিসার।

তার স্বরে যেন অপরাধের ভাব।—আপনারা যদি দেখতেন মারত্‌সালভ্‌ আমাকে দুই প্যাকেট্‌ সিগারেট্‌ নেবার জন্য কত ক'রে ব'লেছিল আর আমি কেবল 'ওদের ঢের সিগারেট্‌ আছে', ব'লে আনতে অস্বীকার ক'রেছিলাম, তা' হ'লে বোধ হয় আপনারা আমাকে ফাঁসীতে লটকাতেন।

রাগে গজ্ গজ্ ক'রতে ক'রতে রুমিয়ান্‌স্তেভ্ বলে—তুমি,… তুমি একটা…ইয়ে।

বোগারেভ্‌ও যোগ দেয়: উঃ, কি ভয়ানক লোক আপনি! কি সিগারেট্ দিতে চেয়েছিলেন কম্‌রেড মারত্‌সালভ্?

—প্যাকেটটা নীল, আর তাতে…সাদা পর্ব্বত আর সেই পর্ব্বতে একজন ঘোড়সওয়ার…'কাজ্‌বেক্', না—কি যেন!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, 'কাজবেক্'। আপনার কেমন লাগে কমরেড্ রুমিন্‌য়াস্তেভ?

হেসে রুমিয়ান্‌স্তেভ্ বলে: তা' পাবার ভাগ্য কি আমাদের আছে! তুমি বোধ হয় সমগ্র ফৌজে একমাত্র পর্য্যবেক্ষক সেনাপতি যে সিগারেটএ বিমুখ আর দুর্ভাগ্য আমাদের যে সেই তোমার সাথেই আমরা পড়েছি।

—কিন্তু কমরেড্, এবার কিন্তু আপনাদের ওঠার সময় হ'ল। অনেক কাজ প'ড়ে আছে।

কয়েক পা গিয়ে কোজলভ্ জানতে চায়: মিশান্‌স্‌কী সম্বন্ধে সব কি শুনছি?

রুমিয়ান্‌স্তেভ সব ঘটনা বলে।

চিন্তাযুক্তভাবে কোজলভ্ বলে—বেশ মজার ব্যাপার! মিশান্‌স্‌কীকে বহুদিন থেকেই জানি, যুদ্ধের আগে থেকেই। ও ছিল একজন শ্রমিক। ওর অতি বেশী আশাবাদের জন্য সবাই ওকে অপছন্দ ক'রত। "হুর-রা" ব'লে চিৎকারে ও যোগ দিত, কিন্তু সেখানেই সব শেষ। ও কেবল সর্ব্বক্ষণ সোরগোল ক'রত যে জার্ম্মাণদের শেষ করবে একেবারে চোখের নিমেষে। তারপর এল এই পরীক্ষা—আর তার এই পরিণতি!

—ওর ওই আশাবাদটা ছিল একটা ভাঁওতা। কমিসার বলেন: ও এখন ওর আগের সত্তার বিপরীতরূপে পরিণত হ'য়েছে।

—কমিসারকে কেমন লাগছে?

—কমিসার? জবরদস্ত মানুষ। কিন্তু······দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে: আমার সে কমিসার, সেরিওঝা নাভ্‌তুলভ্‌ আর বেঁচে নেই।

—হ্যাঁ, শুনলাম। বড় ভালো মানুষ ছিল নাভ্‌তুলভ্‌।

কিছুক্ষণের ভিতরই লালসৈনিকেরা সব রাত্তিরের আক্রমণের খবর পেয়ে গেল। সব জমায়েৎ হ'তে লাগল। যে কোন গুরুতর কিছু ঘটবার আগে সব সময়েই যেমন হয়, সবার মুখেই সেই চিন্তাপূর্ণ, নিবদ্ধ ভাব। সূর্য্যাস্তে গাছের ছায়ায় সেই অস্পষ্ট গোধূলীর আলোয় লাল সৈনিকদের মুখ যেন একটু বিশেষভাবে অন্ধকার, যেন একটু লম্বাটে, যেন আরও বয়স্ক হ'য়ে উঠেছে।

সৈনিকদের কাছে এই জঙ্গলটা যেন একটা অতি পরিচিত পুরানো বাসগৃহের মত হ'য়ে উঠেছে—এর গাছের ছায়ায় ওরা কত মধুর সময় কাটিয়েছে কত রকমের গল্প, আলাপ-আলোচনায়, শ্যাওলা-গজানো সব গর্ত্তে কত আরামেই ওরা ঘুমিয়েছে; এর গাছের শুকনো ডালের শব্দ আর পাতার মর্ম্মরে মিলে উঠেছে কত পাখীর গান; হেজেল ঝোপের ভিতর দিয়ে ছুটে এসেছে শান্ত্রীর চিৎকার; এখানকার রাস্‌পবেরীর বাগান আর বেঙের ছাতার জমি, এর কাঠঠোক্‌রার কাঠ-খোঁড়া আর কোকিলের কূজন—এ-সব যে ওদের প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে কত-মতভাবে জড়িয়ে গেছে। আর সকাল হ'তেই ওদের এখানকার সে-জীবন শেষ হবে। আর কতজনেরই জীবনে ত' কাল সকালের সূর্য্য আর মৃত্যু আসবে একই সাথে মিলে।

একজন সৈনিক তার সঙ্গীকে বলছে:

—এই শোন, কালকের মত আমার তামাকের থলেটা তুমি রাখ। যদি মরি, রেখে দিও তুমি। বড় চমৎকার থলেটা। একেবারে রবার, বুঝলে? দেড় প্যাকেট তামাক ধরে; জলে-ঠাণ্ডায় কিছু হবে না।

সঙ্গী একটু আহত হ'য়ে ব'লল: আমিও ত' মরতে পারি!

—তুমি ষ্ট্রেচার-বাহক। আমার পালাই আগে। সম্ভাবনা আমার পক্ষেই বেশী।

—বেশ, দাও।

—কিন্তু ভুলো না যেন, বেঁচে গেলে ফেরত চাই। সব সাক্ষীর সামনে দিচ্ছি।

আশপাশে সবাই একটু হাসল।

একসঙ্গে কয়েকজন ব'লে উঠল: একবারের মত তামাকের জন্য কি না দিতে পারি!

সৈনিকরা সব জটলা ক'রে ক'রে আছে। বোগারেভ্ ঘুরে-ফিরে এক জায়গা থেকে, আর এক জায়গায় গিয়ে তাদের কথাবার্ত্তা শুনছে।

ক্রমে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে আসে এই দৃঢ় মৃত্যুপণকরা সৈনিকদের সাহস আর শক্তির সম্বন্ধে শান্ত, কঠোর চেতনা।

গাছের ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্য্যের আভায় সৈনিকদের রোদে-পোড়া মুখ মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে; রাইফেলের কালো নালায় সেই আভা ঠিকরে পড়ে, সার্জ্জেণ্ট্ মেজরের হাতে পিতলের কার্ত্তুজগুলি ঝিক্‌মিক্ ক'রে ওঠে; আহতদের সাদা ব্যাণ্ডেজ্‌ও আলোকিত হ'য়ে ওঠে সেই রক্তিম আভায়। হঠাৎ ভেসে আসে একটা গানের সুর, যেন ওই অস্তগামী সূর্য্যের আভাতেই বেজে উঠেছে সে সুর। ইগ্‌নাতিয়েভ্‌ই আরম্ভ করে। তারপর ক্রমে আরও তিনজন সেই সুরে সুর মিলিয়ে গান ধরে। গাছের আড়াল থেকে ওদের দেখা যাচ্ছে না, বনটাই যেন সুরমুখর হ'য়ে উঠেছে—সে সুরে আছে বেদনা, আছে গরিমা।

রদিম্‌স্তেভ্ বোগারেভের কাছে গেল।

—কম্‌রেড্ কমিসার, সবাই আমাকে পাঠিয়েছে আপনার কাছে।—ও বাড়িয়ে দিল ছোট ছোট সবুজ ক্রশ্-চিহ্ন-তোলা একটা লাল কাপড়ের তামাকের থলে।

—কি আছে ?

—তামাকের অভাবে সবারই কষ্ট, তাই সৈনিকরা নিজেদের ভিতর স্থির ক'রে কমিসারের জন্য এই তামাক পাঠিয়েছে।

—কেন ?—বোগারেভের স্বরে মৃদু কাঁপন।—তোমাদের শেষ তামাকটুকু।...না, না, এ আমি নিতে পারি না। আমি নিজে ধূমপায়ী ; আমি জানি, কি কষ্ট।

ধীরে রদিমৎসেভ্ বলে : কম্‌রেড্ কমিসার, এ তাদের অন্তরের দান ; বড় ব্যথা পাবে ওরা।

রদিমৎসেভের দিকে ধীর গম্ভীরমুখে তাকিয়ে বোগারেভ্ হাত বাড়িয়ে ছোট থলেটা তুলে নিল।

—সব কুড়িয়েও এর বেশী আর হ'ল না। বড় দুর্ব্বল জায়গাতেই জার্ম্মাণরা আমাদের আঘাত করেছে ; ঠিক তামাকের গাড়ীটার উপরই পড়েছে একটা আগুনে বোমা। দুর্ব্বল স্থানটা ঠিক বেছে নিয়েছে। কিন্তু সৈনিকরা বলে : রাতের পর রাত আমাদের কমিসারের ঘুম হয় না ; মানচিত্র নিয়েই তার রাত কাটে। তামাকটুকু তাকে দিলেই সদ্ব্যবহার হবে।

ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে বোগারেভের কথা আটকে গেল। যুদ্ধ আরম্ভ থেকে আজ এই প্রথম তার চোখে জল।...

সেই ধীর, বেদনামাখা গানের সুর ক্রমে উর্দ্ধতর হ'য়ে উঠল ; অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভায় সে সুর যেন স্ফীত হ'য়ে উঠেছে।

* * *

ভোরের অনেক আগে মারত্সালভের ঘুম ভাঙল। অনিশ্চিত আলোকে টেবিলের উপর এ্যালুমিনিয়ামের খাবার টিন চক্ চক্ করছে। তার পাশে খোলা একটা মানচিত্র, দু'ধারে হাত-বোমা দিয়ে চাপা। একটা মোমবাতি জেলে মারত্সালভ্ নূতন মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে

হাসল। গত কাল আর্মি হেড্-কোয়ার্টারের সার্ভে ডিপার্ট্মেণ্ট্ থেকে এই নূতন মানচিত্রটী এনে চিফ্-অব্-ষ্টাফ্ বলেছিল :

—কমরেড্ মারত্সালভ্, পুরাতন মানচিত্রটীতে আমরা কেবল পশ্চাদপরণের চিহ্নই এঁকেছি। এই নূতন মানচিত্রটী আনলাম। কাল জার্ম্মাণ-বাহিনী ভাঙ্গার পর এতে নূতন চিহ্ন এঁকে দেব।

ভাঁজে ভাঁজে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া পুরাতন মানচিত্রটীকে ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে। লালফৌজের রক্তাক্ত পশ্চাদপসরণের চিহ্ন আঁকা সেই ভয়ানক মানচিত্রের স্থানে নিয়ে এসেছে এই নূতন মানচিত্র। পুড়িয়ে ফেলা ঐই পুরাতন মানচিত্রটী সবই সহ্য ক'রেছে। ২২শে জুন যখন ফাশিস্ট বোমারু বিমান সীমান্ত অতিক্রম করে ঘুমন্ত পদাতিক আর গোলন্দাজ বাহিনীর উপর উড়ে এসেছিল, সেদিনও মারত্সালভ্ ভোরে ঐ মানচিত্রটীর দিকে তাকিয়ে ছিল। অনেক রোদ-ঝড় এর উপর দিয়ে গেছে, নিদারুণ জুলাইএর গরমে এর কাগজ জরজর হয়েছে, ইউক্রাইনের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রান্তরে প্রবল হাওয়ায় এই মানচিত্রের কাগজ পত্-পত্ ক'রে উড়েছে ; সেনাপতিদের মাথার উপর দিয়ে বিয়েলোরুশিয়ার জঙ্গলের প্রাগৈতিহাসিক যুগের গাছের ছায়াও পড়েছে এই মানচিত্রটীর উপর।

ঝক্ঝকে প্লাবারের টিনের দিকে তাকিয়ে মারত্সালভ্ ভাবে : ওগুলোকে সবুজ রং ক'রে দেওয়া দরকার। দিনে রোদে, আর রাত্রিরেও কি চক্চক্ করে! শত্রু আমাদের অবস্থান জেনে ফেলবে ওদের চক্মকানি দেখেই।

মারত্সালভ্ স্যুট্কেস্টী টেনে নেয়। খুলতেই নানা গন্ধের এক সংমিশ্রণ ছড়িয়ে পড়ে ঘরে—পনির, সসেজ্, অডিকোলোন্, সুগন্ধি সাবান। প্রতিবার স্যুটকেস্ খুলতেই স্ত্রীর কথা মনে পড়ে।

জার্ম্মাণ আক্রমণের দিন সে এই স্যুটকেস্ গুছিয়ে দিয়েছিল।

মারত্সালভ্ কিছু ধোয়ানো অন্তর্বাস আর একজোড়া মোজা বের করল। দাড়ি কামিয়ে ও বেরিয়ে এসে একবার এদিক-ওদিক তাকাল।

ভোর হ'তে তখনও ঘণ্টাখানেক দেরী ; পূবদিক তখনও অন্ধকার শান্ত, পশ্চিমও তাই। এক বিরাট অখণ্ড তমসায় পৃথিবী আচ্ছন্ন। নদীর ধারে গাছগুলির উপর দিয়ে ছড়িয়ে আছে এক ঠাণ্ডা কুয়াসার জাল। এত শান্ত নিস্তব্ধ স্থির সব চারিদিকে যে বোঝাই যায় না যে অস্পষ্ট আকাশ মেঘে ঢাকা, কি নির্মল।

মারত্সালভ্ কাপড় খুলে সশব্দে একটী নিঃশ্বাস নিয়ে ভেজা বালির উপর দিয়ে বেগে ছুটে গিয়ে নদীতে ঝাপিয়ে পড়ল। মাথায় ঘাড়ে কাণে সাবান লাগাতে, স্পঞ্জ দিয়ে হাত বুক রগড়াতে অনেক সময় কেটে গেল। চারিধারে কালো জল সাবানের ফেনায় ভরে গেল। স্নানশেষে ও পরিষ্কার অন্তর্বাস পরে ফিরে এল। একটী সাদা কাপড়ের টুকরো নিয়ে অঙ্গরাখার কলারে লাগিয়ে নিল। বোতল থেকে শেষ কয়েক ফোঁটা অডিকোলোন্ হাতের তালুতে মেখে বেশ ক'রে গালে র'গড়ে নিয়ে কৌটোর খাঁচে-খোঁচে লেগে থাকা পাউডারটুকু ঢেলে নিয়ে সুপরিষ্কৃত গালে লাগিয়ে নিল। তারপর একটা ভেজা তোয়ালে দিয়ে ধীরে সযত্নে গাল মুছে ও ধীরে-সুস্থে পোষাক পরতে আরম্ভ করল—নাবিক-নীল ব্রীচেস্, অঙ্গরাখা আর নূতন একটী 'স্যাম্ ব্রাউন্।' প্রথমে ধুলো পরিষ্কার ক'রে, জুতোয় কালি লাগিয়ে, বেশ ক'রে বুরুশ ক'রে শেষে এক টুকরো পশমী কাপড় দিয়ে ঘ'সে বুট দুটীকে চক্-চকে ক'রে তুলতেও অনেক সময় গেল। তারপর হাত ধুয়ে, ভেজা চুল আচড়ে নিয়ে, টেনেটুনে অঙ্গরাখার ভাজ-খাঁচ ঠিক করে পিস্তলটা একবার দেখে বেল্টে ঝুলানো খাপে রেখে স্যুটকেস্ থেকে 'অটোমেটিক্'টা নিয়ে পকেটে ফেলে স্ত্রী ও মেয়ের ফটো দুটী অঙ্গরাখার পকেটে গুছিয়ে নিল।

হাতঘড়ীতে সময় দেখে চিফ্-অব্-ষ্টাফ্‌কে জাগাতে জাগাতে নিজের মনেই বলে—হু, সময় হ'ল।

আলো ফুটছে। গাছের ফাঁকে শীষ দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া নদীর উপর কম্পিত জালের মত বিস্তার ক'রে উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে দ্রুত ধেয়ে গিয়ে পরিখা আর ট্যাঙ্ক-রোধান গর্ত্তের উপর দিয়ে হাল্কা লাফ মেরে এগিয়ে চলেছে, ধুলোর ঢিবিতে ঘূর্ণী তুলে দূরে কাঁটাতারের বেড়ার ধারে গাছের ডালগুলিকে নাড়া দিয়ে চেপে নুইয়ে দিতে দিতে।

সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপার থেকে সূর্য্য আকাশে উঠে এল অতি সম্মানীয় বৃদ্ধ বিচারকের মত—কোন চাঞ্চল্য নেই, আবেগ-উচ্ছলতাও নেই—নিজের অভ্যস্ত সুউচ্চ স্থানে সহজেই সে এসে গেল। রাত্রের কালো মেঘগুলি জ্বলন্ত কয়লার চাপের মত জ্বল জ্বল ক'রতে লাগল—তার থেকে উঠল ঘোলাটে ইট-রাঙ্গা শিখা। এই সকালের সব কিছুতেই যেন অতি ভয়ানক কিসের ছাপ, যেন যুদ্ধের অশান্তির ইঙ্গিত। সাধারণ শরতের সকাল। এই অঞ্চলেই একটী বছর আগে ঠিক এমনই এক সকালে জেলেরা গ্রামের পথে গিয়েছিল—আর এই মাটী, সূর্য্য, আকাশ বাতাস তাদের প্রাণে পৌছে দিয়েছিল শান্তি স্নিগ্ধতা আর গ্রামাঞ্চলের মধুর সৌন্দর্য্যের বাণী। কিন্তু এবারকার গ্রীষ্মে সব কিছুই অমঙ্গলে ভরা—চাঁদের আলোয় ঘাসের স্তূপ, আপেলের বাগান, কুটীরের সুশুভ্র দেয়াল, পথ-ঘাট, তারে-তারে বাতাসের হাহুতাশ, কাকেদের পরিত্যক্ত বাসা, তরমুজের ক্ষেত—ইউক্রাইনের মাটীর সমস্ত যাদুকরী বিস্ময়ের দান আজ রক্তে রাঙ্গা, অতি তিক্ত অশ্রু জলে বিস্বাদ বিকৃত।

সকাল পাঁচটায় আক্রমণ আরম্ভ হ'ল। পদাতিকদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল আক্রমণের কালো বোমারুর ঝাঁক। এগুলি সবে মাত্র নূতন আমদানী করা। বোমারুগুলি উড়ে গেল খুব্ নীচে দিয়ে, পদাতিকরা স্পষ্ট দেখতে পেল তাদের পাখার নীচে ভারী ভারী বোমা।

জার্মাণদের অবস্থান অঞ্চল থেকে উঠল ধোয়ার কুণ্ডলী আর সমগ্র দিগন্ত জুড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে গেল একটা চাপা গভীর নির্ঘোষ। বোমার প্রথম পত্তনেরই সাথে সাথে রেজিমেণ্ট আর ডিভিসানের কামানের মুখে ছুটল আগুনের বেড়া। একটু আগেই যে শান্ত সকালের আকাশে বিচরণের একমাত্র অধিকারী ছিল সুদূরের হাওয়া, সেই আকাশ ধ্বনিত হ'য়ে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ভীষণ গর্জ্জনে; বাতাসের স্থান আর নেই।

মারত্সালভের বড় ইচ্ছা ছিল যে সে নিজেই ১-ম ব্যাটালিয়নের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে; কিন্তু নিজেকেই সে বাধা দিয়ে রেখেছে। এই সময়টাতেই সে প্রথম সঠিকভাবে তার হেড্-কোয়ার্টারে থাকবার প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝতে পারল। স্বাগতভাবেই সে ভাবল: নাঃ, ও ঠিকই ব'লেছিল দেখছি—মনে পড়ে বোগারেভের সাথে সেই অপ্রীতিকর আলোচনার কথা। প্রতিদিনই সেদিনকার সেই অতি অশান্তিকর কথাবার্ত্তা ঘুরেফিরে তার মনে উঠেছে। আর আজ এখন সে বুঝতে পারল, কতগুলি সূত্র তার হাতে এসে জ'মেছে। যদিও প্রত্যেকটা সেনাপতিকে আগের দিন বিকেলে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছে, আর সবাই-ই জেনে নিয়েছে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য,—বোমারু, জঙ্গীবিমান আর আক্রমণ-সমর্থক বিমানগুলিকে অতি স্পষ্ট-ভাবে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বুঝিয়ে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছে; ভারী ট্যাঙ্ক্-ব্যাটালিয়নের সেনাপতি মেজর সেরেঝিন্ মারত্সালভের সঙ্গে দুই ঘণ্টা ধ'রে মানচিত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনা ক'রেছে—তবুও আক্রমণ আরম্ভ হবার সঙ্গে শত্রুও বেশ উৎসাহের সাথেই কাজ ক'রেছে; আর ফলে, এই সমগ্র জটীল ও দ্রুত গতিশীল ব্যবস্থাটীতে কত না সূক্ষ্ম বিচক্ষণ সুষ্ঠু চালনা-কৌশলের নিপুন প্রয়োগের অবিরাম প্রয়োজন ঘ'টছে।

দু'বার সোভিয়েট্ বিমানবহর জার্মাণদের অগ্রসর অবস্থানগুলির উপর উড়ে গেছে আর তাদের পরিখা থেকে, গর্ত্তথেকে উঠেছে কালো

ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কিন্তু ভারী ট্যাঙ্ক্‌গুলির ঠিক পরেই যখন পদাতিকদল আক্রমণে এগিয়ে গেল, তখন জার্মাণরা তাদের সমস্ত গোলন্দাজ, মর্টার ব্যাটারী আর ট্যাঙ্ক্‌-রোখা কামান থেকে প্রবল আগুন-বৃষ্টি আরম্ভ ক'রেছে। ব্যাটালিয়ন্‌-সেনাপতিরা মারত্‌সালভ্‌কে টেলিফোনে খবর দিয়েছে: পদাতিকরা থেমে গেছে, শুয়ে পড়তে বাধ্য হ'য়েছে—শত্রুর আগুণ এতই ভয়ানক যে এগিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। মারত্‌-সালভ্‌ উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলের খাপ খোলে—যেমন ক'রে হোক্‌ সৈনিক-দের দাঁড় করান চাই; এগিয়ে যাওয়া চাই। "এগিয়ে চল, সৈনিক সব, এস আমার সাথে!" এই ডাক দিয়ে নিদারুণ যুদ্ধের মাঝে ঝাপিয়ে পড়া নির্ভীক মনের সৈনিকের পক্ষে শক্ত কিছু নয়। মুহূর্ত্তের জন্য এক নিদারুণ নৈরাশ্য তাকে আচ্ছন্ন ক'রে আসে—অত যত্ন ক'রে, অত কষ্ট ক'রে তৈরী আজকের যুদ্ধের পরিকল্পনা কি কোন কাজেরই নয়; ব্যর্থ হ'য়ে যাবে তার এই অতি সাবধানে, তার সমরবিদ্যার সমস্ত জ্ঞান উজাড় ক'রে স্থির করা এই ব্যাপক, বিষদ পরিকল্পনাটী?

—না, কম্‌রেড চিফ্‌-অব্‌-ষ্টাফ্‌—স্বরে তার প্রচণ্ড ক্রোধের প্রকাশ। —শত্রুকে, মৃত্যুকে ভয় না করাই ছিল, থাকবে, যুদ্ধের কৌশল আর আর্ট্‌। পদাতিকদের অগ্রসর করাতেই হবে।

কিন্তু হেড্‌-কোয়ার্টার ছেড়ে ও গেল না। আবার টেলিফোন্‌ বেজে উঠল; একটু বাদেই আর একবার।

—বিমান-আক্রমণে পরিখার শত্রুর উপর ফল হ'চ্ছে সামান্য মাত্র। শত্রু তার আগুন ছড়াবার শক্তি বজায় রেখেই চলেছে।—এই এল কোচেৎকভের রিপোর্ট।—শত্রু সমানভাবে কামান আর মর্টার থেকে আগুন বর্ষাচ্ছে।

—ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ওদের ভারী গোলন্দাজের প্রবল আগুন; পদাতিকরা থেমে গেছে, ট্যাঙ্ক্‌ গেছে এগিয়ে। দুটী ট্যাঙ্ক্‌ জখম

হ'য়েছে।—এই এল সেরেগিনের রিপোর্ট।—আমার মনে হয় আর এগোনো ঠিক হবে না।

আবার টেলিফোন বাজে—বিমানবাহিনীর সংযোগ-অফিসার জানতে চাইছে বোমা-বর্ষণ কার্য্যকরী হ'ল কতখানি; সে জানতে চাইছে বোমা-বর্ষণের পরিকল্পনাটা একটু অন্য রকম করাই ঠিক কি-না; কারণ বৈমানিকরা রিপোর্ট দিচ্ছে যে পদাতিকরা এগোচ্ছেনা আর ওদিকে শত্রুর পদাতিকরা তখনও সক্রিয়। ঠিক তখুনই গোলন্দাজ বহরের সংযোগ অফিসার, একজন লেফটন্যাণ্ট্ কর্নেল কতকগুলি গুরুতর সমস্যা নিয়ে হেড্কোয়ার্টারে হাজির হল; প্রত্যেকটাই জরুরী, আশু সমাধান প্রয়োজন।

মারত্সালভ্ একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তাযুক্ত ভ্রুকুটী কুটিল চোখে ডেস্কে বসে।

চিফ্-অব-ষ্টাফ্ প্রশ্ন করে: আবার কি বোমা-বর্ষণ চলবে?

—না।

—পদাতিকদের এগিয়ে যাবার জন্য আবার নির্দ্দেশ দেওয়া দরকার। অগ্রসর ইউনিট্ শত্রুর থেকে ৩০০ মিটারের ভিতর গিয়ে থেমেছে। থেমে থেমে আরও ১০০ মিটার এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

আবার জবাব এল: না।

ডিভিসান্ কমিসার চেরেদ্নিচেঙ্কো যে কখন এসেছে তা' সে টেরও পায়নি, এতই গভীর চিন্তায় সে ডুবে। চিফ্-অব্-ষ্টাফ্-ও তাকে দেখেনি। সোজা দাঁড়ান শাস্ত্রীর পাশ দিয়ে ঢুকে ডিভিসান্ কমিসার ঘরের একটা অন্ধকার কোণে বার্ত্তাবহদের আসনে বসে পাইপ্ টানতে টানতে শান্তভাবে মনোযোগ দিয়ে সমস্ত টেলিফোনের কথাবার্ত্তা শুনছে আর সব সময়েই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মারত্সালভ্ আর চিফ্-অব্-ষ্টাফের মুখের উপর।

সামারিণের পরিচালনা-কেন্দ্রের পাশ দিয়েই ডিভিসান্ কমিস্যার এখানে এসেছে। আক্রমণের সময় সে সামারিণের পরিচালনা-কেন্দ্রেই থাকবে ভেবেছিল। কিন্তু সে জানত যে সামারিণ্ সব সময়ে গুরুতর কার্য্যকলাপের অবস্থানেই হাজির থাকে; তাই ডিভিসান্ কমিসার এই অগ্রসর অবস্থানেই আর্মি সেনাপতির সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছে।

মারত সালভ্ স্থির দৃষ্টিতে মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে। গভীর ও কঠোর মানসিক শ্রমে মন তার দৈহিক বেদনাবোধের পর্য্যায়ে এসে গেছে। যুদ্ধটা তার কাছে এক অবিভাজ্য একক রূপে ফুটে ওঠে— তার কোথায়ও জেগে ওঠে অতি তীব্র ঘন কোন স্থল; সে তীব্রতা হ্রাস পেয়ে ক্রমে মিলিয়ে যায়—যেন সদা পরিবর্ত্তনশীল চুম্বক-ক্ষেত্রের মত এক চিত্র। চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে শত্রুর আত্মরক্ষার প্রধান ঘাঁটীগুলি; তারই বিরুদ্ধে বিভিন্ন পরিমাণ তীব্রতা নিয়ে তার আক্রমণ চলেছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন অংশ একটীর পর একটী গ্রথিত হ'য়ে এই সম্পূর্ণ চিত্র; প্রত্যেকটী অংশের অস্তিত্বই স্বতঃসিদ্ধ স্বাধীন; কিন্তু কোন অংশই অন্যের পক্ষে বাধার কারণ নয়, তারা বরং পরস্পরকে অধিকতর শক্তির জোগান দেয় ঠিক বিভিন্ন সমতরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দোলনের একত্রিত সমাবেশের মত। এই জটিল যুদ্ধের বিভিন্ন দিক ও বিষয়গুলি তার মস্তিষ্কে আবার নূতন ক'রে রূপ ধ'রে ওঠে। বিমানবহর, ভারী কামান ও বিভিন্ন ব্যাটারীর আক্রমণী শক্তির পরিমাপ স্থির ক'রে তার মনে জাগে শত্রুর পিছনে যোগারেভের বাহিনীর কথা,—তার শক্তিও তার কাছে যেন দৈহিক অনুভূতি হ'য়ে দেখা দেয়। সব কিছু এক নূতন আনন্দচঞ্চল আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে—সেই আলোকে তার সমগ্র অন্তর মন আলোকিত হয়। সমাধান আসে—অতি সহজ সরল; অংকের সমাধানের মত সুস্পষ্ট

নিভুল। প্রথম বিবেচনায় সরল ও সাধারণ কোন কোন বিষয়ে গবেষণায় অংক-শাস্ত্রজ্ঞ বা পদার্থবিদ্ কখনও কখনও এমনিভাবেই বিভিন্ন বিচার্য্য অংশের জটিল ও পরস্পর বিরোধী রূপ দেখে অনেকটা অভিভূত হ'য়ে পড়েন। সমগ্র অন্তর মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে বৈজ্ঞানিক সেই বিচ্ছিন্ন, বিশৃংখল বিরোধীধর্ম্মী অংশ-গুলিকে পরস্পরের পরিপূরক, ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় আনবার চেষ্টা করেন; আর তারাও ক্রমাগত দ্রুত দূরে স'রে যেতেই থাকে দুর্নিবার গতিতে। কিন্তু বিশ্লেষণের কঠোর প্রচেষ্টায়, সমাধানের জন্য গভীর অনুসন্ধানের ফলে পুরস্কারও আসে—সরল সুস্পষ্ট ভাব এসে সমস্ত জটিলতা দূর ক'রে তুলে ধরে সমস্যাটীর একমাত্র নিভুর্ল অথচ অদ্ভুত সরল অবিসম্বাদী সত্য সমাধান। একেই আমরা বলি সৃজনী শক্তিশালী প্রতিভা। আর তার সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টায় মারত্সালভেরও অনুরূপ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই হ'ল। জীবনে বুঝি আর কখনও সে এত উত্তেজনা বা এত আনন্দ অনুভব করেনি। চিফ্-অব্-ষ্টাফের কাছে সে তার নূতন পরিকল্পনার কথা বলল।

—কিন্তু এ যে কতকগুলি বিষয়ের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পথে চলল। মারত্সালভের পরিকল্পনা কোথায় কোথায় অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের বিরুদ্ধ ধর্ম্মী, চিফ্-অব্-ষ্টাফ্ সেগুলি একে একে উপস্থিত করল।

—তাতে কি হবে?

তারপর মুহূর্ত্তের বিবেচনা। হ্যা, অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রের অতি অসাধারণ বীরত্বের থেকেও কোন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনেক বেশী শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু মারত্সালভের সে সাহস, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার সাহসের অভাব হ'ল না। এমনও সময় গেছে যখন কোন যুদ্ধের পর নিজের সম্বন্ধে বিবরণী পেশ ক'রতে গিয়ে সে বলেছে: "অবস্থা খারাপ যাচ্ছে

দেখে আমি নিজেই এগিয়ে গেলাম। তা' ছাড়া আর কি ক'রতে পারতাম?" কিন্তু মারত্সালভ্ জানত যে আত্মত্যাগের মহৎ মনোবৃত্তিতে নিজেকে সমর্পণ ক'রলেই যুদ্ধের ফলাফলের দায়িত্বের অবসান হয় না।

অবস্থাটা যা' দাঁড়িয়েছিল, সে এই: আমাদের বিমান-আক্রমণ জার্মাণ পদাতিককে পিষে ফেলতে পারেনি; তারা পরিখায় আশ্রয় নিয়েছে। জার্মাণ গোলন্দাজ আর মর্টার আমাদের ট্যাঙ্কের গতি ব্যহত ক'রছে, অগ্রসর পদাতিকদের ট্যাঙ্ক্ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিচ্ছে। পদাতিকদের যে অংশ এগিয়ে গেছে, তাদের সংখ্যা ক্রমে ক'মে গেছে আর তাদের মনের শক্তিও শত্রুর আগুনে দ'মে গেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তারা একেবারে শত্রুর 'অটোমেটিক্ রাইফেল্' আর মেসিন্‌গানের আগুনের পাল্লায় গিয়ে প'ড়েছে। আমাদের গোলন্দাজ বহর শত্রুর প্রায় দ্বিগুণ, কিন্তু শত্রুর আত্মরক্ষার বহির্ব্যূহের সমগ্র প্রশস্ত বেষ্টনীতে চালনা ক'রেই তারা শক্তিক্ষয় ক'রছে। মারত্সালভ্ দেখল যে আমাদের বিমান, ট্যাঙ্ক্, গোলন্দাজ ও পদাতিকদের আগুন বর্ষাবার ক্ষমতা শত্রুর আত্মরক্ষার সমগ্র ব্যবস্থার উপর সাধারণভাবে ছড়িয়ে থাকার ফলে শত্রুর কামান ও মর্টারের উপর সে শক্তির এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ মাত্র প'ড়ছে। অথচ এই কামান আর মর্টারগুলিকেই ধ্বংস করা দরকার। এই-ই আক্রমণের প্রথম পর্য্যায়ে কৃতকার্য্যতার চাবিকাঠি।

সুর না চড়িয়েই সাধারণ গলাতেই মারত্সালভ্ তারই নির্দ্দেশ অনুযায়ী জার্ম্মাণদের উপর আগুন বর্ষণে তৎপর রেজিমেণ্ট্ ও ডিভিসন্ গোলন্দাজ, ভারী ট্যাঙ্ক্ ব্যাটালিয়ন্, এবং সমস্ত রকমের বিমান বহরকে তার নূতন নির্দ্দেশ জানিয়ে দিল: পদাতিকরা স'রে আসবে; অধিকতর সংখ্যায় জার্ম্মাণ গোলন্দাজ ও মর্টার যে অংশে আছে, নূতন

অবস্থান থেকে তারই উপর আক্রমণ চালাতে হবে। মারত্‌সালভ্‌ জানে যে জার্ম্মাণরা গোলন্দাজ বাহিনীর উপর নির্ভর ক'রে ঐ সব অংশে অল্প সংখ্যক পদাতিক রেখেছে। সে জানে যে কেন্দ্রীভূত হ'লে তার আগুন বর্ষাবার শক্তির সাহায্যে জার্ম্মাণ গোলন্দাজদের নিষ্ক্রীয় করা কিছু শক্ত হবেনা। জার্ম্মাণ ব্যূহের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংশেই সে আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত করল; কারণ সে বুঝতে পারে যে এই শক্তিশালী অংশকেই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ক'রে ফেলা যেতে পারে এবং তা' হ'লেই ওদের ব্যূহ ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবার পথও তৈরী।

মারত্‌সালভের নূতন নির্দ্দেশ শুনে চিফ্‌-অব্‌-ষ্টাফ্‌ মনে মনে আতঙ্কে অস্থির হ'য়ে উঠল। গোলন্দাজ আর মর্টারের বিরুদ্ধে পদাতিক! এত কষ্ট, এত রক্ত ঢেলে যে অবস্থান লাভ করা গেছে, বিনাযুদ্ধে তা' সব ছেড়ে আসতে হবে!

—পদাতিকরা কি ফিরেই আসবে? কম্‌রেড্‌ মারত্‌সালভ্‌! চিফ-অব-ষ্টাফের স্বরে আতংক ও বিস্ময়ের ঘোর।

—তাই-ই আমার নাম, আর গত পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ ঐ নামই চ'লে আসছে।

—কম্‌রেড্‌ মারত্‌সালভ্‌, ৮০০ মিটার এগিয়ে যাওয়া গেছে; সেখানেই ওরা দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়াবে না?

—আমার নির্দ্দেশ স্পষ্ট, আর সে নির্দ্দেশ পরিবর্ত্তন করবার কোন ইচ্ছা আমার নেই।

ধীরে চিফ্‌-অব-ষ্টাফ্‌ বলে: কিন্তু সামারিণ্‌ যে পিছু হঠবার ব্যাপারে ভয়ানক খাপ্পা। আর এই এখন, আক্রমণের প্রারম্ভেই এই নির্দ্দেশ। আর তা-ও আমাদের আর একটা অকৃতকার্য্য পশ্চাদপসরণের পর!

—হ্যাঁ, এ সব কিছু সত্ত্বেও। টেবিলের দিকে দেখিয়ে বলে:

আর এর ফলাফল ঐ মানচিত্রেই উঠবে। ঘাবড়াবার কিছু নেই, সেমিয়ন্ জার্মোগেনোভিচ্। যা' করছি, বুঝে শুঝেই করছি; খেলা করছি না, এ ভরসা দিতে পারি।

উঁচু গলায় দরজায় কে কথা বলল। জেনারেল সামারিণ্ এগিয়ে আসতে মারত্সালভ্ ও চিফ্-অব ষ্টাফ্ চট্‌পট্ সোজা হ'য়ে দাঁড়াল।

চিফ্-অব-ষ্টাফের বিব্রত মুখে তাকিয়ে সে মাথা নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল:

—কেমন চ'লছে, ভেদ করা গেছে কি?

মারত্সালভ্ উত্তর দিল: না, কমরেড মেজর জেনারেল। এখনও আমরা ভেদ করতে পারিনি, কিন্তু পারব নিশ্চয়ই।

—ব্যাটালিয়ন্ সব কোথায়?—সামারিণের স্বর রুক্ষ। রেজিমেণ্ট্ হেড কোয়ার্টারে আসবার পথেই সে দেখেছে, পদাতিক ও ট্যাঙ্ক্ হ'ঠে আসছে। পশ্চাদপসরণের কারণ জানতে চাইলে একজন লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট্ স্পষ্ট জানিয়েছে: "রেজিমেণ্ট্ সেনাপতি, 'সোভিয়েট ইউনিয়নের বীর', মেজর মারত্সালভের আদেশে।" তাতে সামারিণ্ রাগে একেবারে আগুন হ'য়ে উঠেছে।

—ব্যাটালিয়ন্ সব কোথায়? তারা পিছু হ'ঠছে কেন? ধীর স্থির ভাবই তার স্বরকে ক'রে তুলেছে অতি নিদারুণ।

—আমারই নির্দ্দেশে সুসংবদ্ধভাবে ওরা পিছনে হঠে আসছে, কম্‌রেড মেজর জেনারেল। মারত্সালভ্ হঠাৎ দেখল যে সামারিণ্ সোজা দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ঘরের কোণের দিকে—কে যেন এগিয়ে আসছে। সে-ও সেদিকে তাকিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেল—তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রণ্টের সমর পরিষদের একজন সভ্য।

চেরেদ্‌নিচেন্‌কোই কথা ব'ললেন আগে: সুপ্রভাত, কম্‌রেড সামারিণ্, সব ভালত' কম্‌রেড সব? আমি না জানিয়েই এসে গেছি,

ভালই হ'য়েছে যে শান্ত্রী আমাকে ঢুকতে দিয়েছে। আমি ঐ কোণে ব'সে দেখছি, দেখছি আপনাদের লড়াই।

মারত্‌সালভ্‌ দৃঢ়তার সাথে ভাবে : আমি নিশ্চয়ই ঠিকই করেছি ; সে আমি প্রমাণ ক'রে দেব।

সামারিণের ভ্রুকুঞ্চিত মুখে, তারপর উত্তেজিত চিফ্‌-অব-ষ্টাফের দিকে তাকিয়ে চেরেদ্‌নিচেঙ্কো বলল : কম্‌রেড মারত্‌সালভ্‌!

—বলুন, কম্‌রেড ডিভিসান্‌ কমিসার।···মুহূর্ত্তের জন্য ডিভিসান্‌ কমিসার সোজা তার চোখে চোখে তাকাল। আর তার এই শান্ত এবং যেন একটু দরদী চাউনীতে মারত্‌সালভ্‌ বুঝল যে ডিভিসান্‌ কমিসার সবই জানে—তার অন্তরটা হাল্কা হয়ে আনন্দে ভ'রে উঠল। সে বোঝে যে চেরেদ্‌নিচেন্‌কো জানে যে এই রেজিমেণ্ট্‌ সেনাপতির সামরিক জীবনে আজকের এই অবস্থা কত গুরুতর।

—কম্‌রেড মারত্‌সালভ্‌, আমি খুসী হ'য়েছি, কম্‌রেড মারত্‌সালভ্‌। চমৎকার পরিচালনা হ'চ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতে জয় হবেই। সামারিণের দিকে মুহূর্ত্তের দৃষ্টি ফেলে বলল—বিভাগের তরফ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মেজর মারত্‌সালভ্‌।

—সোভিয়েট ইউনিয়নের সেবক আমি। জবাব এল রেজিমেণ্ট্‌ সেনাপতির।

জেনারেলের কাঁধে হাত রেখে চেরেদ্‌নিচেন্‌কো ব'লল : কি বল সামারিণ, আমরা এখন চলি তাহ'লে? তোমার সাথে একটু কথা আছে। তা'ছাড়া, এদেরও কাজ আছে; আমরা সব প্রধানরা এসে ঘিরে ধ'রেছি আর এদের সব সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'চ্ছে। ওদের এখন অনেক কাজ, চল আমরা যাই।

বেরিয়ে যাবার আগে চেরেদ্‌নিচেন্‌কো মারত্‌সালভের কাছে গিয়ে নীচু গলায় বলল : বলি মেজর, কমিসারকে কেমন লাগছে ?—মৃদু হেসে কোমল স্বরে জুড়ে দিল—ঝগড়া হ'য়েছিল ? ঠিক বলেছি ? ঝগড়া ?

মারতসালভের মনে হয় যেন সেই বিকেলের চায়ের টেবিলে চেরেদ্‌নিচেন্‌কোও উপস্থিত ছিল আর আজ যেন সে বেশ জেনে বুঝে সেদিনের সঙ্গে আজকের গোপন সম্পর্কটার কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

নদী পার হবার জন্য তৈরী হচ্ছে যে জার্ম্মাণবাহিনী তার সেনাপতি কর্ণেল্ ক্রুশ্‌মুলার অতিথি সৎকারে ব্যস্ত। অতিথি, কর্ণেল গ্রুন্ জেনারেল ষ্টাফের একজন প্রতিনিধি। আগের দিনই সে এসে পৌঁছেছে। যে সকালে রুশ প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হল, তখন তারা হেড্‌কোয়ার্টারে প্রাতর্ভোজনে ব্যস্ত। হেড্-কোয়ার্টার হ'য়েছে একটী স্কুল বাড়ীতে।

ক্রুশ্‌মুলার আর গ্রুনের পরিচয় অনেক আগের। ফ্রন্ট্ ও দেশের ব্যাপারে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা তাদের হয়েছে। গ্রুনের পদ এই কর্ণেলের থেকে উঁচু এবং ভাল। কিন্তু গ্রুন্ এই কর্ণেলকে বেশ শ্রদ্ধা করে। যুদ্ধে গোলন্দাজবাহিনীর প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ব'লে জার্ম্মাণ-ফৌজে ক্রুশ্‌মুলারের বেশ নাম আছে। ব্রাউশিৎশ্ একবার বলেছিল: "সার্থক নাম এই ক্রুশ্‌মুলারের।" ১৯১৪ সালের যুদ্ধে প্রচুর ভারী গোলন্দাজ-বাহিনী নিয়োগ ক'রে ঐ নামেই যে বিখ্যাত জার্ম্মাণ কর্ণেল যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছিল, তারই কথা ভেবে ব্রাউশিৎশ্ ক্রুশ্‌মুলারকে এই প্রশংসা করেছিল। তাই ফৌজের নানা জটীল বর্ণভেদে কেবলমাত্র নিজের পদোপযুক্ত সংসর্গে খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করবার রীতি অমান্য করেই গ্রুন্ এই মোটাসোটা, টেকো মাথা কর্ণেলের সঙ্গে উচ্চতর ষ্টাফ অফিসারদের মন-মেজাজ ও জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে বেশ প্রাণ খুলেই কথাবার্ত্তা বলেছে। গ্রুণের নানা কথায় ক্রুশ্‌মুলার বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

সৈনিকের সাধারণ সরল মন নিয়ে সে যখন বলল: হ্যা, আমরা যখন এখানে যুদ্ধ করছি, ওদিকে ওই অকর্ম্মার দল দলাদলি নিয়েই আছে।—

তাতে গ্রুণ্ অনেকটা হক্‌চকিয়েই গেছল।—ক্রুশ্‌মুলার আরও বল্‌ল: শেষে এই সমস্ত দলাদলি—এই শিল্পপতি, জাতীয় সমাজতন্ত্রী, জেনারেল-দের ভিতর 'ফ্রণ্ডে' ও ফ্রণ্ডে-বিরোধী—শেষ পর্য্যন্ত এরাই সমস্ত গোলমাল করে ফেল্‌বে। আজ এই কথাই স্পষ্ট হওয়া দরকার: জার্ম্মাণীই এই ফৌজ, ফৌজই জার্ম্মাণী। এই আমরা, একমাত্র আমরাই ইতিকর্ত্তব্য, মত-পথ স্থির করবার অধিকারী।

গ্রুন্ জবাবে বলে: না, কাল তোমাকে আমি আরও সব কথা বলব; দেখবে যুদ্ধক্ষেত্রের কৃতকার্য্যতার থেকেও সেগুলি কিছু কম নয়। এই সব ব্যাপার ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে, উচ্চতর আফিসারদের পক্ষে ক্রমেই সেগুলিকে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠছে। এমনও সময় আসে, এমন সব ঘটনা ঘটে যে সব একেবারে গোলমেলে অস্বাভাবিক উল্টোপাল্টা মনে হয়!

কিন্তু এই সকালে আর সেই আলাপ-আলোচনার জের টানা সম্ভব হ'ল না; হঠাৎ আরম্ভ হ'ল রুশ আক্রমণ আর ওদেরও সমস্ত মনোযোগ দিতে হ'ল সেইদিকেই।

খবর আদান-প্রদানের ব্যবস্থা অতি চমৎকার; তাই হেড্ কোয়ার্টারে বসেই ক্রুশ্‌মুলার যুদ্ধের সমগ্র চিত্রটা বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে।—প্রতি পাঁচ ছ' মিনিট বাদে বাদে যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে বেতার বা টেলিফোনে খবর আসছে।

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে গ্রুন্ বলে: সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে সমান চাপ ফেলে রুশরা সামনাসামনি আক্রমণ চালিয়েছে। একেই ওরা বলে 'নাক বরাবর আঘাত মারা'; আর ওরা নিজেরাই আবার এর নিষ্ফলতা সম্বন্ধে সজাগ। ওদের নির্দ্দেশে অনেক সময় এই কৌশলকে ত্রুটীপূর্ণ বলেছে।

—ওই, ওই রকমই ওরা; অদ্ভুত ওদের সব ব্যাপার। কিন্তু

যুদ্ধের ভিতর আমি একবারও আমার বিরোধী সেনাপতির প্রকৃতি স্থির করতে পারলাম না—এ সব সময়েই আমার কাছে আবছায়া অস্পষ্ট র'য়ে গেল। বুঝতেই পারি না যে তার পছন্দটা কোন্ দিকে, কোন্ অস্ত্র তার বিশেষ প্রিয়। এ বড় খারাপ লাগে; এই কুয়াশা ভালো লাগে না।

—তা, এতো হবেই! আমাদের আধুনিক জার্ম্মাণ যুদ্ধের সমস্ত জটিলতার সামনে তাদের দাঁড়াতে হচ্ছে। বিমান, ট্যাঙ্ক, প্যারাসুট্ অবতরণ, বিভ্রান্তিকর গতিবিধি, যুক্ত চাপ, গতিশিল সর্ব্বব্যাপী যুদ্ধ।

—একটা কথা, ওরা বেশ কিছু ভারী ট্যাঙ্ক্ আর বিমান আমদানী করেছে এখানকার জন্য। ওদের ওই কালো ট্যাঙ্ক্গুলো বেশ কাজের।

—হু, তাতে বিশেষ ফল হবে না। এইটে দেখ!—গ্রুন্ সদ্য টাইপ্ করা একটী রিপোর্ট দেখাল।

ক্রুশ্মুলারের মুখে হাসি।—স্বীকার করতেই হবে যে বড় চমৎকার বিলি-ব্যবস্থা এই আমাদের সব ব্যাপারে। আমাদের এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থার মত কোন কিছুর সামনে পড়লে এই আমাদেরও নিরুপায় হ'য়ে হাতগুটিয়ে বসতে হ'ত, তা আমি বলে দিতে পারি।

তারপর সে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে টেবিলের উপর ঝুঁকে গ্রুণ্কে তার কামানের অবস্থানগুলি দেখাতে লাগল।

—আমার ছেলের একটা প্রিয় খেলনার কথা মনে পড়ল।—তিনটে রিং, প্রথমটী দ্বিতীয়টীর ভিতর, দ্বিতীয়টী তৃতীয়টীর ভিতর আর তৃতীয়টী আবার প্রথমটীর ভিতর দিয়ে জোড়া। খুলবে কি করে: এই হল ধাঁধা। ভাঙ্গা যায় না; ইস্পাতের তৈরী! ব্যাপারটা হ'চ্ছে এই: রিংগুলিকে যেখানে সব চেয়ে বেশী মজবুত আর নীরেট মনে হয়, সেইখানেই তারা খোলে।

বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন্, কম্প্যানী ও ব্যাটারী থেকে টেলিফোনে ও বেতারে সুখবর এল : রুশ আক্রমণ বন্ধ হ'য়ে গেছে।

গ্রুন্ বলে : আশ্চর্য্য যে এরা ৮০০ মিটার এগিয়ে আসতে পেরেছিল। এদের সাহস আছে, স্বীকার করতে হবে।—তারপর একটা সিগারেট্ জ্বালিয়ে : নদী পার হবে কখন?

—তিন দিনের ভিতর। আর তাই-ই হুকুম।—হঠাৎ তার মেজাজটা বড় ভালো হয়ে গেল। পেটে ছোট ছোট চাপড় মার্‌তে মার্‌তে সে বলল :

—আমার এই ক্ষিদে নিয়ে জার্ম্মাণীতে থাকলে যে কি হত, তাই ভাবি! আমি বোধ হয় মরে যেতাম। আমার ত এখুনই 'লাঞ্চে'র দরকার। এখানে সবই পাচ্ছি। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমি যুদ্ধে আছি; বলতে পারি, এখন আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক হোটেলে খাবারের ব্যাপারে পরামর্শদাতার কাজ করতে পারি। যে দেশে যুদ্ধ করি সেখানকারই জাতীয় খাবার আমি খাই : এ একেবারে নিয়ম ক'রে ফেলেছি। খাবার ব্যাপারে আমি একেবারে আন্তর্জাতিক।—একবার গ্রুনের দিকে দেখে নিয়ে ও ভাবে : কালো কফি যার একমাত্র পানীয় সে এ সবের মর্ম্ম কি বুঝবে? হয়ত ক্রশ্‌মুলারের ভালো রান্না আর ভালো খাবারের এই আগ্রহ, তার এই গর্ব্ব—এ হয়ত গ্রুনের কাছে নেহাৎ বিশ্রী লাগছে।

গ্রুন্ কিন্তু মৃদু হাসতে হাসতে বেশ আগ্রহের সাথেই সব শুনছে—খাওয়ার সম্বন্ধে কর্ণেলের এই উচ্ছসিত ভাব তার বেশ লাগে। বার্লিনে গিয়ে বলার জন্য বেশ ভালো হাসির গল্পের মসলা এতে হবে।

উৎসাহিত হয়ে ক্রশ্‌মুলার বলে চলল :

—পোল্যাণ্ডে খেয়েছি 'জ্রাজি' আর 'ফ্লাকি'—বাজে জিনিষ, অদ্ভুত তার স্বাদ; 'ক্লুৎস্‌কি', 'নিজ্‌ৎসি'. আর মিষ্টি 'মাজুর্কা'

পানীয়,—'ষ্টারুকা'। ফ্র্যান্সে সমস্ত রকমের 'র‍্যাগ্নাউট্', 'লেগুম্', 'আর্তিচোক্', 'ফ্রিংফিন্' আমি খেয়েছি। আর আসল রাজকীয় মদও খেয়েছি কত রকমের। আর গ্রীসে ত' মুখে পেঁয়াজের গন্ধ হ'য়েছিল একেবারে বাজারের দোকানী বুড়ীদের মত। মরিচ যা' খেয়েছি তাতে মনে হয়েছিল যে ভেতরটা একেবারে জ্বলে যাবে। আর, এখানে সব শূয়র, হাঁস, মুরগী, আর বড় উপাদেয় এদের ভা-রেন্-ইকি—ছোট সাদা পুডিং জাতীয় খাবার,—তার ভিতরে 'চেরী' বা পনির দিয়ে টক্ দইএ ডুবিয়ে নেওয়া। খেয়ে দেখবেন নিশ্চয়ই একবার জিনিষটা আজই।

যেন কোন আসন্ন বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য হাত উঠিয়ে গ্রুন্ বলল—না না ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আবার বার্লিনে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখতে চাই।

এই সময়ে এ্যাড্জুট্যান্ট্ এসে জানাল যে পশ্চাদপসরণরত পদাতিকদের আড়াল করে রুশ-ট্যাঙ্ক্ পিছু হঠছে; জার্মাণ পদাতিকদের উপর বিমান-আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেছে আর রুশদের সমগ্র গোলন্দাজ-বাহিনীই চুপ করে গেছে।

গ্রুন্ মনে করিয়ে দেয়: এই নাও, এই তোমার সেই বিদঘুটে কুয়াসার ব্যাপার।

ভ্রূকুঞ্চিত করে ক্রুশ্মুলার বলে: না, তা নয়। রুশরা যে কত কড়া হ'তে পারে তা আমার জানা আছে।

গ্রুন্ ঠাট্টার সুযোগ ছাড়ে না: এখনও কি সেই কুয়াসার ভয় আছে নাকি?

—আমি আমাদের শক্তিতে বিশ্বাস করি। হয়ত ওরা একেবারে থেমেই গেল; আর তা না-ও হতে পারে। কিন্তু সেটা আসল ব্যাপার নয়। খুব সম্ভব তা' হয়ওনি। আসল ব্যাপার হচ্ছে—হাতের পিঠ দিয়ে মানচিত্রের উপর একটা চাপড় মারে।

জঙ্গলের সবুজ আর নদী ও হ্রদের নীলের মাঝে লাল 'ফেবার' পেন্সিলে টানা বৃত্তের পর বৃত্ত। এইগুলিই জার্ম্মাণ গোলন্দাজ আর মর্টারের অবস্থান।

ক্রশ্‌মুলার আবার বলে : এই, এইখানেই আমার আস্থা।

ধীরে, বিশেষ গুরুত্বের সাথে ক্রশ্‌মুলার কথাগুলি উচ্চারণ করে। গ্রুনের মনে হয় ক্রশ্‌মুলার কেবল রুশদের যুদ্ধপ্রচেষ্টার কথাই ভাবছে না, কালকের আলোচনার সঙ্গেও এর কি সম্পর্ক আছে।

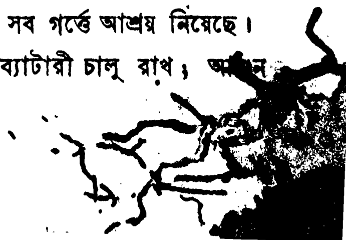
পনের মিনিট পরে টেলিফোনে খবর এল, রুশরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

প্রথম বোমারু আক্রমণ এল ভারী কামান শ্রেণীর উপর। ঠিক তারপরই খবর এল : রুশদের ভারী কামান জার্ম্মাণ মর্টারের অবস্থানে ঢুকে পড়েছে। তারপর মেজর স্‌শোয়েল্‌বে খবর দিল, ১০৫ মিলিমিটার কামানের উপর রুশদের ভারী কামানের প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে।

ক্রশ্‌মুলারের বুঝতে দেরী হয় না যে রুশ-আক্রমণ সমগ্র বিস্তীর্ণ ফ্রণ্টে সমানভাবে ছড়িয়ে নেই, তার অতি সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। ও যেন অনুভব করে এক অতি তীক্ষ্ণ সন্ধানী অস্ত্রের অতি শক্তিশালী ভয়ঙ্কর খোঁচা। সৈন্যদলের সাথে তার সম্পর্ক এতই নিকট আর অঙ্গাঙ্গী যে তার ঐ অনুভূতি এক বাস্তব দৈহিক রূপ নেয়; আপনা থেকেই ওর দুই হাত বুকে চেপে ধরে—যেন এই বিশ্রী, বিষম অনুভূতির থেকে নিস্তার পাবার জন্য। কিন্তু সে অনুভূতি যায় না, বেড়েই চলে।

রুশ-বোমারু চলে যেতে না-যেতেই জার্ম্মাণ গোলন্দাজদের অবস্থানের উপর জঙ্গীবিমান দেখা দিল। ব্যাটারী-সেনাপতিরা জানাল যে আগুন বজায় রাখা যাচ্ছে না; গোলন্দাজরা সব গর্ত্তে আশ্রয় নিয়েছে।

কর্ণেলের হুকুম এল : যেমন করে হোক ব্যাটারী চালু রাখ; আগুন বর্ষাণ চাই সর্ব্বোচ্চ চাপে।



তার সমগ্র সত্ত্বা যেন জেগে উঠল। ক্রুশ মুলারের নাম তার অমনি যাবে, ব্যর্থ হবে! সমগ্র ফৌজে তার নাম, সম্মান,—সব মিথ্যা! সত্যিই ত' সে একজন অভিজ্ঞ, দৃঢ়, ক্ষমতাশালী সৈনিক। সমর-বিদ্যালয়ে থাকা কালেই শিক্ষকরা বলেছিল যে প্রকৃত জার্ম্মাণ অফিসারদেরই প্রতিনিধি সে,—ক্রুশ মুলার।

সমগ্র বিরাট সুসংবদ্ধ, সুষ্ঠু বিধানে বদ্ধ, সুন্দর সজ্জিত ষ্টাফ-যন্ত্রটী যেন তার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কাঁপতে কাঁপতে অবিলম্বে সক্রিয় হয়ে উঠল। চারিদিকে টেলিফোন্ বাজতে লাগল। এ্যাডজুট্যাণ্ট্ আর সুবাল্‌টার্‌নরা চট্‌পট্ যুদ্ধ ক্ষেত্রের টেলিগ্রাফ অফিস থেকে কর্ণেলের ঘরে ছুটে এল; রেডিও-ট্র্যান্স্‌মিটার অবিরাম কাজ করে চলল; চোখের উপর টুপি নামিয়ে বার্ত্তাবহরা ধুলো উড়িয়ে ছুটল চতুর্দ্দিকে।

ক্রুশ মুলার নিজে ব্যাটারী সেনাপতিদের সাথে বারবার টেলিফোনে কথা বলে নির্দ্দেশ দিল।

সোভিয়েটের জঙ্গীবিমানগুলি চলে যেতেই ঝাপিয়ে পড়া বোমারুর ঝাঁক উড়ে এল জার্ম্মাণ কামানের অবস্থানের উপর। ক্রুশ মুলার বুঝতে পারল যে ওদের বড় কামানগুলিকে ধ্বংস ক'রে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেওয়াই সোভিয়েট সেনাপতিদের লক্ষ্য। একটীর পর একটি কামান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। সমস্ত লোকজন সমেত দুটী মর্টার-ব্যাটারী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। রুশরা একেবারে বাঁধাধরা ছকের মত একটীর পর একটী কামানের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ ক'রে চলেছে।

ক্রুশ মুলার রিজার্ভের পদাতিকদের যুদ্ধে এগিয়ে যেতে আদেশ দিল; কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই খবর এল, রুশদের কালো আক্রমণকারী বিমানগুলি যুদ্ধক্ষেত্রের পথে সৈনিক বোঝাই গাড়ীগুলির একেবারে ঠিক উপরে এসে কামান আর মেসিনগানের গুলিতে তাদের একেবারে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। ক্রুশ মুলার পদাতিকদের গাড়ী ছেড়ে হেটেই

এগিয়ে যেতে আদেশ দিল। . কিন্তু তা-ও অসম্ভব; রুশরা রাস্তার উপর প্রচণ্ড কেন্দ্রীভূত আগুনের বেড়া তুলে দিয়েছে, সে রাস্তায় এক পা-ও এগোনো সম্ভব নয়।

জীবনে এই প্রথম কর্ণেল ক্রুশ্‌মুলারের মনে হল যে তার হাত যেন একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কার দুর্নিবার ইচ্ছা যেন তাকে বাধা দিচ্ছে, তার সমস্ত ব্যবস্থা বিশৃংখল করে দিচ্ছে। অতি অসহ্য এই অবস্থা, এই চিন্তা; যুদ্ধক্ষেত্রের ওধারের লোকটা এক মুহূর্তের জন্যও তার উপর সুবিধা করে নেবে—ক্রুশ্‌মুলারের পক্ষে এ একেবারে অসহ্য।

হঠাৎ মনে পড়ে এক বছর আগেকার একটা ঘটনা। ও তখন ফ্রান্সে ছিল। একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক, মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারে তার জ্ঞান ও কৃতিত্ব পৃথিবীব্যাপী, যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে এসে একটা অতি জটীল ও সাংঘাতিক অস্ত্রোপচার করছিলেন। ক্রুশ্‌মুলার সেখানে উপস্থিত ছিল। সূচ ও ছুরীর মাঝামাঝি এক অদ্ভুত, নমনীয় অস্ত্র অচেতন রোগীর নাকের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে অধ্যাপক তার ক্ষিপ্র আঙ্গুল চালিয়ে সেই চকচকে অস্ত্রটাকে ক্রমেই ঠেলে দিচ্ছিল। ওকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল যে রোগীর ক্ষতি হয়েছে 'অক্‌সিপেটাল্‌' হাড়ের উপরে কোথাও, আর ঐ অধ্যাপক রোগীর 'ক্রেনিয়াম্‌' আর 'সেরিব্রামের' ভিতর দিয়ে তার ঐ সূক্ষ্ম অস্ত্র চালিয়ে সেই ক্ষত স্থানে পৌঁছুতে চায়। সেই অস্ত্রোপচার দেখে ক্রুশ্‌মুলার বিস্মিত হয়েছিল। আর আজ, এই মুহূর্ত্তে ওর মনে হ'ল, তার বিরুদ্ধে লোকটার মুখও সেই অধ্যাপকের মতই নিবিষ্ট, তার আঙ্গুলও সেই অধ্যাপকের মতই ক্ষিপ্র,—সেই অমূল্য স্নায়ুকেন্দ্র ও সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলির ভিতরকার অদৃশ্য অন্ধকার পথে অধ্যাপকের ইস্পাতের যন্ত্র প্রয়োগের সময়কার মতই।

গ্রুন্‌ জিজ্ঞাসা করে: এ কি হচ্ছে?

—রুশরা এতক্ষণে দেখাচ্ছে তাদের স্বরূপ; আর কিছুই

আবার ও মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে। অচঞ্চলভাবে শত্রু তার কঠিন খেলা খেলছে।

অগ্রসর অবস্থান থেকে খবর এল: রুশপদাতিক আমাদের গোলন্দাজদের অবস্থানে আক্রমণ চালিয়েছে। সেই মুহূর্ত্তে একজন অফিসার চিৎকার করতে করতে ছুটে এল:

—হের ওবারস্ট্,* আমাদের পিছন থেকে রুশদের ভারী গোলন্দাজ বাহিনী গোলা বর্ষণ আরম্ভ করেছে।

দৃঢ় প্রত্যয়ে ক্রুশ মুলার বলে: না, এখনও আমি শত্রুর সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করব।

দমকা হাওয়ায় জানালা পড়ল শব্দ করে; দরজাগুলি ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠল, দেয়ালে স্কুলের বড় মানচিত্রটা ফ্যাৎফ্যাৎ ক'রে উড়তে লাগল। মানচিত্রে আঁকা প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোকটার বাদামী রংএর মাথাটা হাওয়ায় উড়তে লাগল,—তার শক্তিশালী চোয়ালটা জোরে চেপে রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেন।

* সেনাপতি।

রুমিয়ান্‌স্তেভের পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র জার্ম্মাণদের খুবই কাছে। ঝোপের ভিতর শুয়ে শুয়ে লেফট্‌ন্যান্ট্‌ ক্লেনভ্‌কিন্‌ দেখল দু'জন জার্ম্মাণ অফিসার একটী মাটীর নীচেকার আশ্রয় থেকে কফি খেতে খেতে সিগারেট্‌ টানতে টানতে বেরিয়ে আসছে। তাদের কথাবার্ত্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে; দেখা গেল একজন টেলিফোনিষ্ট্‌ কিছু রিপোর্ট দিল; অফিসার্‌দের একজন, নিশ্চয়ই সে সিনিয়র, তাকে কিছু হুকুম করল। নিজের উপরেই রাগে গজগজ করতে করতে ক্লেনভ্‌কিন্‌ হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাল। সময় থাকতে কেন যে সে জার্ম্মাণ ভাষাটা শিখে রাখেনি! ওদের প্রত্যেকটী কথাই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এক বর্ণও বোঝার উপায় নেই। ক্লেনভ্‌কিনের এখান থেকে হাজার মিটার দূরে জঙ্গলের প্রান্তে হাউইৎসার বহরের অবস্থান। পদাতিকদেরও জড় করা হয়েছে সেখানে। আহতদেরও আনা হয়েছে—তারা সব ষ্ট্রেচারে আর লরীতে শুয়ে; পদাতিকরা চলতে সুরু করলেই ইঙ্গিতের সাথে সাথে তারাও অনুসরণের জন্য প্রস্তুত।

ক্লেনভ্‌কিনের পাশে শুয়ে টেলিফোনিষ্ট্‌ মার্টিনভ্‌ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে জার্ম্মাণ টেলিফোনিষ্ট্‌টাকে দেখছিল। তারই কাজের কর্ম্মী ওই জার্ম্মাণটাকে দেখে ওর কেমন মজা লাগে, আর বিরক্তিও লাগে।

প্রত্যেকেই উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে—জার্ম্মাণদের অতি কাছে ক্লেনভ্‌কিন্‌ থেকে আরম্ভ করে আহতরা আর বালক লেনিয়া পর্য্যন্ত, সবাই আক্রমণ আরম্ভ হবার অপেক্ষায় এই স্বল্পালোকিত জঙ্গলে অধীর অপেক্ষায় চঞ্চল। সবাই শুনছে কামানের গর্জ্জন, মেশিনগান, আর রাইফেলের আওয়াজ, আর বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ। বা[illegible]

শব্দ করে বোমারু উড়ে চলেছে লাল সৈনিকদের মাথার উপর দিয়ে জার্ম্মাণ অবস্থানের দিকে। এরা যেন আর অপেক্ষা করে থাকতে পারছে না, নিজেদের আর ঠেকিয়ে রাখাই দায়—জার্ম্মাণ পরিখার উপর বোমারু ঝাপিয়ে গেলেও কি উত্তেজিত হ'য়ে হাত না নেড়ে চিৎকার না করে থাকা যায়!

বোগারেভ্‌ও আর সবার থেকে কিছু কম উত্তেজিত হয়নি। বোগারেভ্‌ দেখেছে রুমিনিয়ান্‌স্তেভ্‌ আর নির্ভীক, আমুদে কোজলভ্‌ এই অধীর অপেক্ষায় কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এদের আক্রমণ আরম্ভ হবার আগে যুদ্ধের যে যে অবস্থা পার হয়ে যাবে বলে স্থির হয়েছিল, তা' গেছে। মিলিত আক্রমণ আরম্ভ করবার নির্দ্দিষ্ট সময়ও পার হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও সংকেত এল না। যুদ্ধের তীব্রতা যখনই বেড়ে ওঠে, সেনাপতিরা সব কথাবার্ত্তা থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু সংকেত আসে না, মারত্‌সালভের ডাকআসে না।

জার্ম্মাণদের পিছনে এদের কাছে এই যুদ্ধটা ক্রমে অতি অদ্ভুত ধরণের বলে মনে হ'তে থাকে। শব্দের দিক বদলে গেছে: গোলা ফাটছে রুশদের, জার্ম্মাণ গোলন্দাজরা হ'য়ে উঠেছে সক্রিয়। কখনও মাথার উপর দিয়ে হাওয়া কেটে শীষ দিয়ে ছুটে যায় বুলেট্‌—এ বুলেট্‌ রুশদের। জার্ম্মাণদের অটোমেটিক্‌ রাইফেল্‌ আর মেসিনগানের আওয়াজ বড় অমঙ্গলজনক আর ভীষণ মনে হয়। আর এই অদ্ভুত অবস্থা, যুদ্ধের এই উল্টো-পাল্টা ধরণের শব্দ আর গতি ওদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

গাছের আড়ালে, ঝোপে-ঝাপে, লম্বা পাটের ক্ষেতের মাঝে ওরা সব শুয়ে ব'সে নিবিষ্ট মনে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই সকালের মুক্ত হাওয়ায় ভরা দূর দিগন্তের পানে।

আঃ, তখন কি সুন্দর ছিল এই মাটী, পৃথিবী। সবার কত প্রিয়ই ছিল এর নদী পাহাড় জলা জঙ্গল। মাটীর সে কি গন্ধ—শুকনো

ধুলো আর জঙ্গলের ভেজা গন্ধ, বালুর পাহাড় আর বেঙ্গের ছাতা, বৃষ্টিতে ভেজা ঝ'রে পড়া গাছের ছোট ডাল। ঝরা ফুল আর মরা ঘাসের গন্ধ ভেসে আসত দূর মাঠের হাওয়ার সাথে। জঙ্গলের আবছা আলো চিরে হঠাৎ আসত সূর্য্যের রশ্মিজাল, আর শিশিরে ভেজা মাকড়সার জালে ফুটে উঠত এক ধুলোমাখা রামধনু, যেন যাদুকরী স্নিগ্ধ শান্তির নিঃশ্বাস লাগত চোখে মুখে দেহে।

রদিম্স্তেভ্ উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে ; তার মুখ মাটীর সাথে চাপা; ঘুমিয়ে নয়, তার দৃষ্টি সামনে ঝোপের কাছে মাটীতে নিবদ্ধ। ও নিঃশ্বাস নিচ্ছে শব্দ ক'রে, মাটীর সৌরভ টেনে টেনে। প্রবল আগ্রহে মনোযোগ দিয়ে ও আশ-পাশের সব কিছু দেখছে। শুক্নো ঘাস আর ডালের টুক্রো নিয়ে অদৃশ্য পথ ধরে চলেছে একটী পিঁপড়ের সারি। রদিম্স্তেভ্ ভাবে : ওদেরও হয়ত যুদ্ধ লেগেছে, আর এরাই হয়ত পরিখা খোড়া আর দুর্গাদি তৈরী করবার কাজে নিযুক্ত হয়েছে। কিম্বা, কারও হয়ত' নতুন বাড়ী তৈরী হ'চ্ছে ; তাই চলেছে এরা, সব ছুঁতোর আর রাজমিস্ত্রীর দল।···

তার চোখে দেখা, কাণে শোনা, নিঃশ্বাসে অনুভব করা এই পৃথিবী বিশাল বিরাট। জঙ্গলের প্রান্তে এই খণ্ড জমি আর একটী ছোট ঝোপ, কি বিরাট এই জমিখণ্ড! এই ফুলহীন ঝোপটীও কী সমৃদ্ধ। শুক্নো মাটীর আড়াআড়ি সূক্ষ্ম বিদ্যুতের রেখার মত একটী ফাঁটল। চমৎকার সুসংবদ্ধভাবে একটীর পর একটী পিঁপড়ে পুল পেরিয়ে চলেছে আর ফাঁটলের ওধারে সব ধৈর্য্য ধরে দাঁড়িয়ে আছে নিজের পালার অপেক্ষায়। একটী মহিলা—লাল পোষাক পরা একজন মোটা-সোটা বৃদ্ধা মহিলা পুলের দিকে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলেছে। আর ওদিকে—একটী [illegible] ইঁদুরের চোখ জ্বলছে, পিছনের দু'পায়ে ভার রেখে সে [illegible] থড়-মড় করছে ; যেন কোথাও কেউ নেই। [illegible] আছে

আর ঘাসেরা সব হেলেদুলে মাথা নোয়ায় যে যার মত—কেউ একান্ত আনুগত্যে দ্রুত মাথা লুটিয়ে দেয় মাটিতে, আর কেউ বা বিদ্রোহী বিক্ষুব্ধ মনে রাগে কাঁপে তাদের চ্যাপ্টা গায়ে ঝাপ্টা লাগে যত—সব চড়ুইএর খাদ্য। আর ঝোপে নড়ে নানা পোকা—হল্‌দে, লাল্‌চে, আর কারওবা আগুনে পোড়ান মাটীর মত রং সূর্য্যের রশ্মির প্রভাবে। একটী পরিত্যক্ত মাকড়সার জাল দুলে দুলে ঝুলে আছে কাছে; তাতে জড়িয়ে আছে শুক্‌নো পাতা, গাছের ছালের টুক্‌রো; আর এক জায়গায় একটা শুক্‌নো ফল ভারে নামিয়ে দিয়েছে জালটীকে। যেন জলে ডুবে মরে গেছে জেলে, তার জালগাছি ঢেউএ ছিট্‌কে এসে পড়ে আছে তীরে।

আর এমন জমি কতই আছে; কতই জঙ্গল, কত অসংখ্য ঝোপ-ঝাঁড় আর তাদের আশ্রয়ে কত শত জীবন-যাত্রার ধারা। এর থেকেও কত সুন্দর কত সকাল রদিম্‌স্তেভ্‌ দেখেছে, কথায় শুনেছে ও ত' কত। কত গরমের দিনের কত বৃষ্টি ধারা, কত পাখীর ডাক, কতই মধুর হাওয়া, কত রাত্রির কুয়াশার জালই ত' জীবনে দেখেছে সে! কত কাজ! কি মধুর কেটেছে সময়—কাজের থেকে বাড়ী ফিরতেই রুক্ষ অথচ দরদমাখা সুরে বউ ব'লত: "খেতে হবে, না কি?" সেই সূর্য্যমুখীর বীচির তেলে মাখা আলু খেতে খেতে কুটীরের সেই অন্তরঙ্গ শান্ত পারিপার্শ্বিকের মাঝে ছেলেদের মাতামাতি আর বউএর রোদে-পোড়া বাহু। আর এখন! সামনে জীবন আর কতখানি!···খুব বেশী কি? এই এক্ষুণই, পাঁচ মিনিটের ভিতরই ত' সব শেষ হয়ে যেতে পারে। আর শত শত লাল সৈনিক এমনি ক'রে শুয়ে শুয়ে ভাবছে—মাটির দিকে, গাছের পাতায়, ঝোপে-ঝাড়ে তাকিয়ে সকালের সুরভী হাওয়ার ছোট নিঃশ্বাসটি টেনে মনে করছে দেশ, বাড়ী, স্ত্রীপুত্রের কথা। [illegible] আর কোথায় কি আছে!

[illegible]ইগ্‌ নাতিয়েভ্‌ সাথীকে বলছে :

—সেদিন বিমানধ্বংসী কামান বিভাগের দু'জন লেফ্‌টেন্যাণ্টের কথাবার্ত্তা শুনছিলাম। বলছিল কি জান—এই এখানে যুদ্ধ চলছে আর চারিদিকে রয়েছে ফলের বাগান, পাখীও গান গাইছে; আমাদের কিছুতে ওদের কিছুই আসে যায় না!...কথাটা আমি ভাবছি।... কথাটা ঠিক না। ওরা বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখে না। এ যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে সমস্ত রকমের জীবনে। এই ধরনা, ঘোড়া; যাতনার কি ওদের শেষ আছে! কিম্বা, ধরণা, এই আমি যখন রোগাচেভ্‌এ ছিলাম—মনে আছে, যতবার বিমান আক্রমণ সংকেত বাজত, কুকুর-গুলিও গুটিশুটি হ'য়ে ট্রেঞ্চে ঢুকত। একদিন দেখলাম একটা মেয়ে [illegible] একটী গর্ত্তে তার ছানাগুলিকে আগ্‌লে আছে; তারপর আক্রমণ শেষ হলে আবার ছানাগুলিকে নিয়ে বেরিয়ে একটু বেড়াতে গেল। আর পাখীর কথা—হাঁস মুরগীরা কি জার্ম্মাণদের অত্যাচারে ভুগছে না? [illegible] এখানে আমাদের চারিধারে এই জঙ্গল—আমি দেখেছি পাখীরাও [illegible] আরম্ভ করেছে—আকাশে একটী বিমান উড়তেই ঝাঁকে [illegible] রা পাখা ঝাপ্‌টে আকাশে উঠে কী আর্ত্ত চিৎকারই না করে! [illegible] জঙ্গল ধ্বংস হ'য়ে গেছে! কত ফলের বাগান! কিম্বা দেখ,—যুদ্ধ হচ্ছে, হাজারে হাজারে আমরা এসে হাজির হ'য়েছি—আর এখানকার পিঁপড়ে আর মশাদের সমগ্র জীবনযাত্রা গেছে একেবারে ভেঙ্গে-চুরে বিশৃংখল হ'য়ে।

উঠে দাঁড়িয়ে সাথীদের দিকে তাকিয়ে এক বিমল আনন্দের ঝংকার তুলে বলে:

—কিন্তু বড় ভাল এই জীবন; এই যে বেঁচে আছি—এই। এমনি দিনটীতেই এই কথাটী বোঝা যায়। এমনি করে শুয়ে থাকতে হাজার হাজার বছরেও বুঝি ক্লান্তি আসবে না! আমার নিঃশ্বাস পড়ছে এই আকাশের এই বাতাসে!

বোগারেভ্ যুদ্ধের সমস্ত শব্দ কান পেতে শুনছে। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ কমে যেতে লাগল। লাল তারকা আঁকা বিমানগুলি আর জার্ম্মাণদের অবস্থানের উপর দেখা দিচ্ছে না; আক্রমণ কি প্রতিহত হল? মারত্‌সালভ্ কি তা' হ'লে বোগারেভের সাথে এক-যোগে আক্রমণ করবার উপযোগী ভাঙ্গন ধরাতে পারল না জার্ম্মাণদের আত্মরক্ষার ব্যূহায়? বোগারেভের বুক দুঃখে বেদনায় টন্‌টন্ করে ওঠে। মারত্‌সালভ্ বুঝি পারল না—এ চিন্তা অসহ্য, [illegible] বেদনাদায়ক। সূর্য্যের আলো আর চোখে লাগে না, নীল আকাশ [illegible] কালো হ'য়ে আসে, ঘন অন্ধকারে মিশে যায়! সামনের [illegible] ঝাপসা হ'য়ে আসে! সব কিছু যেন মিলিয়ে যায়—গাছপালা [illegible] সমগ্র সত্বায় তার ছড়িয়ে পড়ে ঘৃণা, কেবল জার্ম্মাণদের [illegible] এখানে এই জঙ্গলের প্রান্তে ওর চোখে মূর্ত্ত হয়ে ফোটে জ[illegible] মাটিতে গুড়িমেরে এগিয়ে আসছে যে জঘন্য শক্তি। জ[illegible] মাটী! 'মুরে'র স্বপ্ন বিলাসে, 'ওয়েন'-এর কল্পনায়, বিখ্যা[illegible] দার্শনিকদের মতবাদে, ডিসেম্বারীদের লেখায়, বেলি[illegible] হারৎসেন্-এর প্রবন্ধে, ঝেলিয়াবেভ্ ও মিখাইলভের চিঠি-[illegible] আলেক্সিয়েভের কথায় প্রকট প্রকাশিত হয়েছে দাসত্বহীন [illegible] জন্য মানুষের আকাংখা, যুক্তি ও ন্যায়ের বিচারে বাঁধা এক সু[illegible] জীবনের কামনা, শ্রমিক আর শ্রম-নিয়োগকারীর চিরাচরিত অসাম্য ঘুচিয়ে এক সবার তরে সুখী দেশ প্রতিষ্ঠার অদম্য ইচ্ছা। সে সংগ্রামে সহস্র সহস্র রুশ প্রাণ দিয়েছে। বোগারেভ্ তাদের ভাইএর মতই জানে। তাদে[illegible] [illegible] কথা ও পড়েছে, তাদের মা ও ছেলেদের কাছে পাঠান শেষ বাণী ও চিঠির কথা ওর জানা, তাদের রোজ-নামচা ও গোপন আলাপ আলোচনার দলিল ও পড়েছে,—এসব তাদের জীবিত সাথীদের দান—[illegible] জানে কোন্ পথে তাদের যেতে হয়েছে সাইবেরিয়া

নির্ব্বাসনে, কোন ষ্টেশনে কেটেছিল রাত, আর কোন কারাগারে ছিল তারা শৃংখলিত হয়ে। বোগারেভ্ তাদের ভালোবাসে, তারা তার শ্রেষ্ঠ সম্মানের পাত্র ; অতি নিকট, অতি প্রিয় তারা। তাদের অনেকেই ছিল কিয়েভের শ্রমিক, মিন্‌স্কের প্রেস কর্ম্মচারী, ভিল্‌নার দরজী, বিয়েলস্টক্-এর তাঁতী—আজ যে সব সহর জার্ম্মাণ ফাশিস্টদের অধীন।

বুভুক্ষার জ্বালার মাঝে, গৃহযুদ্ধের নিদারুণ ঝড়-ঝাপটার ভিতর দিয়ে জয় করা এই দেশ—একে বোগারেভ্ তার সমগ্র সত্তার প্রতি ক্ষুদ্র অংশ দিয়ে ভালোবাসে—এই দেশ, হোক্ এখনও দরিদ্র, হোক্ সে এখনও কঠোর শ্রম আর কঠোর নিয়মের দেশ···

ধীরে বোগারেভ্ সৈনিকদের ভিতর দিয়ে যায় ; কোথাও থেমে দুটি কথা বলে।

বোগারেভ্ ভাবে এক ঘণ্টার ভিতর যদি মারত্‌সালভ্ আক্রমণের ...ত না দেয়, আমরাই এগিয়ে যাব, শত্রুর ব্যূহ ভাঙ্গব।···ঠিক এক ...

...র্ঘ পশ্চাদপসরণের পর আজকের এই যুদ্ধ এক নূতন সূচনার ...। কোজলভ্‌কে বলে : মারত্‌সালভ্ কৃতকার্য্য হবেই। হতেই ...া না হ'লে যা দেখেছি, যা বুঝেছি, সব মিথ্যা।—ইগ্‌নাতিয়েভ্ আর রদিমস্তেভ্‌কে দেখে বোগারেভ্ তাদের কাছে গিয়ে ঘাসের উপর বসল। ওর মনে হ'ল এই মুহূর্ত্তে ওরাও নিশ্চয়ই ভাবছে, বলছে ওই একই কথা : তারই চিন্তার কথা।

—তোমরা কি কথা বলছ ?

একটু অপরাধীর হাসি হেসে ইগ্‌নাতিয়েভ্ বলে : আমরা···এই মশার কথা বলছিলাম।

বোগারেভ্ ভাবে : মশা ! তা হলে কি—আমরা একই মুহূর্ত্তে চিন্তা করছি বিভিন্ন ধারায় ?

সৈনিকরা অনেকেই সংকেত দেখতে পেয়েছে—রুশ ব্যূহের থেকে জার্ম্মাণ ব্যূহের দিকে গতিশীল লাল 'রকেট্'। আর সঙ্গে সঙ্গেই রুমিয়ান্‌স্তেভের হাউইৎসার গর্জ্জন করে উঠল। হাজার জার্ম্মাণ সৈনিক হতবুদ্ধি হল। হাউইৎসারে জার্ম্মাণরা জানল যে রুশ বাহিনী আছে তাদের পিছনেও।

মাঠের উপর দিয়ে আনন্দ-চঞ্চল চোখে দ্রুত চোখ বুলিয়ে কোজলভের হাত চেপে ধরে বোগারেভ্ বলল: তোমারই উপর ভরসা আমার, বন্ধু। বলেই একটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে চিৎকার করে বলল:

—এস আমার সাথে; কমরেড সব, চল!

সেই দরদী উষ্ণ মাটীর বুকের আরামের শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল প্রত্যেকটী সৈনিক।

আগে আগে ছুটেছে বোগারেভ্; এক প্রবল আবেগে সে অধীর হয়ে উঠেছে। সৈনিকদের এক শক্তিশালী আকর্ষণে টেনে নিয়ে সে এগিয়ে চলেছে; কিন্তু তারাও তার সাথে এক সূত্রে বাঁধা এক অভিন্ন একক রূপে যেন তাকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দিচ্ছে। পিছনের সৈনিকদের ভারী নিঃশ্বাস ওর কাণে আসে; তাদের হৃতপিণ্ডের দ্রুত উত্তপ্ত স্পন্দন যেন তার দেহে উৎসারিত হয়। এরাই সংগ্রামে ফিরিয়ে নিয়েছে নিজের মাটী, নিজের দেশ। বুটের শব্দ বোগারেভের কাণে আসে; এ তার কাছে আক্রমণে অগ্রসর সমগ্র রুশিয়ার পদধ্বনি। ক্রমেই গতিবেগ বাড়ছে আর "হুর্-রা!" চিৎকার ফুলে ফুলে বেড়ে বেড়ে ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দ্দিকে। বেয়নেট্ নিয়ে আক্রমণে অগ্রসর মারত্‌সালভের ব্যাটালিয়ন সে গর্জ্জন শুনেছে। যুদ্ধের সমস্ত শব্দ ভেদ করে সে ধ্বনি জার্ম্মাণ অধিকৃত গ্রামের কৃষকদের কাণে পৌঁছেছে। আকাশের উচ্চ স্তরে উড়ন্ত [illegible] কানেও পৌঁছেছে সে "হুর্-রা" ধ্বনি। নীল আকাশের [illegible] কাঁপিয়ে, মাটী [illegible] ছুটেছে সে ধ্বনি দূর দূরান্তের পানে।

জার্ম্মণরা যুদ্ধ করল মরিয়া হয়ে। খুব চমৎকার তৎপরতার সঙ্গে বৃত্তাকার ব্যূহ রচনা করে ওরা মেসিন্‌গানের আগুন ছড়াল চারিদিকে। কিন্তু রুশ পদাতিকের এই দুই প্রবল তরঙ্গ পরস্পরের দিকে এগিয়েই চলল। গর্ত্ত পরিখা লাফিয়ে, তার কেঁটে, সাঁজোয়া গাড়ী আর লরীতে হাতবোমা ছুড়তে ছুড়তে লাল সৈনিকরা এগিয়ে চলল। মাটী খুঁড়ে বসান জার্ম্মাণদের ইস্পাতের ট্যাঙ্কগুলি জ্বলে উঠল রুশদের ভীষণ আগুনে। এরাই কি কিছু আগে জঙ্গলে জোরে কথা বলতে ভয় পেয়েছিল, এরাই কি কাকের ডাককে জার্ম্মাণদের গলার স্বর ভেবে আতঙ্কিত হয়েছিল? এতক্ষণে মারত্‌সালভের ব্যাটালিয়ন্ জার্ম্মাণদের পিছনের "হুর্‌রা" ধ্বনিই কেবল শুনছে না, তারা যুদ্ধের শ্রমের ঘামে ভেজা সাথীদের প্রতিজ্ঞা-কঠোর মুখগুলিও দেখতে পেয়েছে; রাইফেলধারী আর বোমা ছুড়বার সৈনিকদেরও আলাদা করে চিন্‌তে পারছে; গোলন্দাজদের কালো চিহ্ন বুঝতে পারছে, লেফ্‌টেন্যান্ট্ কজ্‌লভের ফোরেজ টুপির লাল তারাটীকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু তখনও জার্ম্মাণরা প্রতিরোধ বজায় রেখেছে। এই দৃঢ়তা বোধ হয় তাদের স্বাভাবিক উৎসাহের ফল মাত্র নয়; তাদের বিশ্বাস, তারা অজেয়; সেই নেশায় তারা উন্মাদ, আর সেই নেশাই বুঝি এই ভয়ংকর মুহূর্ত্তেও এখনও তাদের ছেড়ে যেতে চাইছে না। হয়তবা সাতশো দিনব্যাপী দীর্ঘকাল বিজয়ে অভ্যস্ত জার্ম্মাণ সৈনিক সাতশো দিনের পর এই প্রথম দিনটীতে বুঝতেই পারছে না, বুঝতে চাইছে না যে পরাজয় এসে গেছে।

কিন্তু ব্যূহ ভেঙ্গেছে, বিধ্বস্ত হ'য়েছে।...

প্রথম দু'জন লাল সৈনিক মিলেছে; দৃঢ় আলিঙ্গনে পরস্পরকে টেনে নিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের নানা গোলমালের ভিতর কে বলছে:

—একটা সিগারেট দাও ভাই, সাতদিনের ভিতর [illegible] [illegible] মেলেনি ভাই!

'এক জায়গায় পরিবেষ্টিত কতকগুলি জার্মাণ মেসিনগান সৈনিক হাত উঁচু করল; একজন চিৎকার করে বলল: "রুশ, গুলি কোরো না!" বলতে বলতে কালো টমিগান্‌টা সে মাটীতে ছুড়ে ফেলে দিল। আর, ওদিকে একসারি জার্মাণ বন্দী চলেছে—তাদের মাথা ঝুলে পড়েছে, ফোরেজ্‌ টুপি নেই, জ্যাকেট্‌ গলার কাছে খোলা—যুদ্ধের উত্তাপে বোতাম খুলতে হয়েছে; পকেট টেনে বের করা—দেখিয়েছে যে পকেটে পিস্তল বা হাতবোমা নেই। আর একদিকে কেরাণী আর টেলিগ্রাফ্‌, রেডিও অপারেটরদের হেড্‌ কোয়ার্টার থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে যুদ্ধে ক্লান্ত লাল সৈনিকরা একজন মোটা জার্মাণ কর্ণেলের মৃতদেহ দেখছে—কর্ণেল নিজের মাথায় পিস্তলের গুলি চালিয়েছে। আর একদিকে একজন যুবক সেনাপতি দ্রুত গুনে চলেছে জার্মাণ বন্দুক আর অটোমেটিক্‌ রাইফেল, অন্যান্য যন্ত্র ও ট্যাঙ্ক্‌।

সৈনিকরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে:

—কমিসার কোথায়?

রুমিনিয়ান্‌স্তেভ্‌ খুঁজছে:

—কমিসার কোথায়?

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কজলভ্‌ চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করে:

—কমিসারকে কেউ দেখেছ?

—কমিসার ত' সব সময়েই আমাদের সঙ্গেই ছিলেন।—সৈনিকরা বলল: কমিসার আমাদের সঙ্গেই ছিলেন।

—কমিসার কোথায়?—মারত্‌সালভ্‌ চিৎকার করে এগিয়ে [illegible] বিধ্বস্ত অস্ত্রশস্ত্রের ভিতর দিয়ে; তার নূতন অঙ্গরাখা ছেড়া [illegible]।

[illegible] আমাল: কমিসার আগে আগেই ছিলেন, আমাদের

সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজে উজ্জ্বল যুদ্ধক্ষেত্রের উপর দিয়ে খাকী রংএর একখানি ছোট সাঁজোয়া গাড়ী এসে দাঁড়াল। চেরেদ্নিচেন্কো নেমে এল।

মারত্সালভ্ জানাল: কম্রেড্ চেরেদ্নিচেন্কো আপনার ছেলে মাল-পত্রের বহরের সঙ্গে আস্ছে। বোগারেভ্ তাকে নিজের বাহিনীর সঙ্গে নিয়ে রেখেছিল।

আমার লেনিয়া, আমার ছেলে!

রেদ্নিচেন্কো মারত্সালভের দিকে তাকাল। মারত্সালভ্ কোন জবাব না দিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। জঙ্গলের দিক থেকে আসছে সবাই। চেরেদ্নিচেন্কো সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে।

বার উচ্চারণ করল: আমার ছেলে, আমার ছেলে?

তারপর মারত্সালভের দিকে ফিরে বলল:

—কমিসার কোথায়?

মারত্সালভ্ নীরব।

মাঠের উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে গেল শোঁ শোঁ করে।···

দূরে, যেখানে আগুন কমে এসেছে, দু'জন লোক। সবারই পরিচিত। বোগারেভ্ আর ইগ্নাতিয়েভ্। ওদের পোষাক চুইয়ে রক্ত ঝরছে। পরস্পরের সাহায্যে ধরাধরি করে ওরা এগিয়ে আসছে; ভারী শ্লথ পদক্ষেপ।